প্রাচীন ভূগোল

ও

খগোল বিবরণ।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রত্নতত্ত্ব রত্নাকর উকীল কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

জলপাইগুড়ি।

প্রথম সংস্করণ।



কলিকাতা

নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্য-প্রেসে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৯২১।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রাচীন ভূগোল বৃত্তান্তের নির্ঘণ্ট।

প্রাচীন খগোল বিবরণের নির্ঘণ্ট।

আত্ম বংশাবলী

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ভৃগু হইতে ছয় গোত্র ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ঋগ্বেদের ঋষি বৎস মুনি হইতে যে গোত্র উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বাৎস্য গোত্র নামে পরিচিত। প্রত্যেক গোত্রে প্রাচীনকালে যে সমুদায় মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই গোত্রের প্রবর নামে খ্যাত। বাৎস্য গোত্রে (১) ঔর্ব্ব (২) চ্যবন (৩) ভার্গব শুক্র মুনি (৪) জামদগ্ন্য পরশুরাম (৫) আপ্নুবৎ এই পাঁচ জন প্রবর মধ্যে গণ্য। চ্যবন মুনির পুত্র বাল্মীকি আদি কবি। তাঁহার প্রথম বয়সের কুচরিত্র জন্য তাঁহাকে প্রবর মধ্যে গণ্য করা হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণেরা নানা দিকে নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছিলেন। তখন যে সকল মহাত্মারা আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রবর মধ্যে যোগ করা হয় নাই। বাৎস্য গোত্র মধ্যে এইরূপ পরবর্ত্তী মহাত্মা দুইজন অতি প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের নাম ১। চাণক্য পণ্ডিত এবং ২। বোপদেব শাস্ত্রী। চাণক্য পণ্ডিত মিথিলা দেশসম্ভূত। তিনি কোটিল্য এবং বাৎস্যায়ন নামেও পরিচিত। তিনি সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু এবং মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। আর বোপদেব শাস্ত্রী মহারাষ্ট্র দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণখানি এখনও প্রচলিত আছে। তদ্‌রচিত আরো বহু গ্রন্থ থাকা শুনা যায় বটে কিন্তু আমি তাঁহার অন্য কোন গ্রন্থ পাই নাই।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমে এই বাৎস্য গোত্রীয় মহর্ষি সুধানিধি মিশ্র কান্যকুব্জ রাজ্যের অন্তর্গত কোলঞ্চ প্রদেশে বাস করিতেন। তৎপুত্র পণ্ডিত ধরাধর মিশ্র ৯৪৪ শকাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গলা ৪২৯ সালে ইংরেজী ১০২২ অব্দে অন্য চারিজন পণ্ডিতসহ বঙ্গাধিরাজ আদিশূরের যজ্ঞ সমাধান জন্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা এই দেশেই স্থায়ী নিবাস করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় কুল শাস্ত্রে তাঁহার নাম ছান্দড় লিখিত আছে এবং তাঁহার গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার তারিখ ৯৫৪ শকাব্দ লিখিত আছে। এই অনৈক্য

হেতু নানাবিধ তর্ক উদ্ভূত হইয়া থাকে। আমি উভয় পক্ষের সম্মান রক্ষা করিয়া অনুমান করি যে ছান্দড় শব্দটি ধরাধর ঠাকুরের শৈশবকালীয় ডাক নাম। যখন বিজাতির রাজত্ব হয় নাই, যখন সংস্কৃত ভাষাই ব্রাহ্মণদের জাতি ভাষা ছিল সেই সময়ে অসংস্কৃত ছান্দড় শব্দ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিশুদ্ধ নাম হইতে পারে না। কিন্তু বাল্যকালে অনেকেরই খুদু, বুধু, পাটু মিঠু প্রভৃতি অসংস্কৃত নাম থাকে। ধরাধরের ছান্দড় নামটিও ঠিক তদ্রূপ নাম। আর তারিখ সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করি যে বারেন্দ্রকুল শাস্ত্রে শ্রোত্রিয়দের প্রথম গৌড়ে আগমনের তারিখ ধরা হইয়াছে আর রাঢ়ীয়কুল শাস্ত্রে শ্রোত্রীয়দের বাঙ্গালাদেশে স্থায়ী হওয়ার তারিখ ধৃত হইয়াছে।

ধরাধরের পুত্র বেদ ওঝা তৎপুত্র শিব ওঝা; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিরুদ্ধ বেদান্তাচার্য্য সম্রাট বল্লাল সেনের গুরু ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে শ্রোত্রিয়েরা ধর্ম্মচর্চ্চা ও বিদ্যার চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ভোগবিলাসী হইতেছে এবং অত্যধিক বংশ বৃদ্ধি করিতেছে। তাহাদের যতই বংশ বৃদ্ধি হইতেছে ততই বৈদ্য রাজারা তাহাদিগকে অধিকতর ব্রহ্মত্র দিয়া জীবিকা যোগাইতেছেন। অনিরুদ্ধ ঠাকুর শ্রোত্রিয়গণের অধোগমন দৃষ্টে ব্যথিত হইয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন জন্য রাজাকে উপদেশ দিলেন।

ঠিক সেই সময়ে শ্রোত্রীয়েরা এক গ্রামে সকলের সমাবেশ হয় না জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাসস্থান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। তখন বল্লাল সেন গুরু উপদেশ মত শ্রেণী ও গাঁই বিভাগ করিলেন; যে যে শ্রোত্রিয়ের নব গুণ বিদ্যমান ছিল তাহাদিগকে কুলীন, ষড়গুণ বিশিষ্টদিগকে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় তদিতরগণকে কষ্ট শ্রোত্রিয় করিলেন। ১০৮ হাত দীর্ঘ এবং ১০০ হাত প্রস্থ চতুষ্কোণ ভূমির নাম এক কুলা বা কুড়া। বল্লাল প্রত্যেক কুলীনকে অন্যূন ৮ কুলা, সিদ্ধ শ্রোত্রিয়কে ৬ কুলা ব্রহ্মত্র দিলেন; কষ্ট শ্রোত্রিয়দিগকে এক কুলা হইতে ৪ কুলা পর্য্যন্ত ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন। রাজকীয় যজ্ঞ দানাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রতিগ্রহের ন্যূনাতিরেক করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক ছত্রিশ বৎসর অন্তে বাছনি করিয়া মর্য্যাদা দিবার নিয়ম করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য মধ্যে কেবল ১৫৬ ঘর শ্রোত্রিয় ছিল; অবশিষ্টেরা নানা দিকে গিয়াছিল। পশ্চিমে

তাহারা গৌড় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশেও কতগুলি ব্রাহ্মণ আপনাদিগকে গৌড় সারস্বত বলিয়া পরিচয় দেয় এবং বঙ্গদেশ হইতে তথায় সমাগত বলে। তাহারা বাঙ্গালীর ন্যায় মাছ মাংস খায়। কিন্তু তাহাদের অন্যান্য পরিচয় গুলি ঠিক বাঙ্গালা ব্রাহ্মণ সহ মিলে না।

অনিরুদ্ধের দুই পুত্র (১) লক্ষ্মীধর মিশ্র এবং তদ্বংশীয়েরা সান্যাল গোষ্ঠী (২) জয়মান মিশ্র নামান্তরে ভীমদেব এবং তদ্বংশীয়েরা কালিয়াই গোষ্ঠী। তন্মধ্যে গ্রন্থকারের বংশ তালিকা এই যে,

১। লক্ষ্মীধর ২। বর্দ্ধমান ৩। বাসুদেব ৪। মেধা তিথি ৫। নৃসিংহ ৬। মহেশ্বর ৭ ভূতনাথ ৮। শিখাবাহন বা শিখাই খাঁ ৯। কানাই সান্যাল কুলের রাজা কুলপতি ১০। বৈষ্ণব মিশ্র সান্যাল ১১। মহীধর ১২। দামোদর ১৩। অনন্তরাম ১৪। গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী ১৫ নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী ১৬। গোপাল সন্যাল ১৭। রামদেব ১৮। রঘুদেব ১৯। বলরাম ২০। জগজ্জীবন ২১। কালীচন্দ্র ২২। রামচন্দ্র ২৩। দুর্গাচন্দ্র সান্যাল গ্রন্থকার।

আমি প্রাচীন আর্য্য গৌরব পুনরুদ্ধার জন্য চেষ্টা করিতেছি। যদিও আমার পিতামাতা উভয়ই পাবনা জেলার নিবাসী তথাপি তাঁহারা জেলা ঢাকা, থানা মানিকগঞ্জ মৌজে ধানকোড়া গ্রামে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। তথাতেই সন ১২৫৪ সালে আমার জন্ম হয়। ইং ১৩২১ সন বর্ত্তমান সময় হইতে ৮৯৯ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। তন্মধ্যে আমার নিজ বয়স ৭৪ বৎসর বাদ দিলে থাকে ৮২৫ বৎসর। সেই সময় মধ্যে ২৬ পুরুষ গত হইয়াছে। সুতরাং প্রতি পুরুষে গড়ে ৩১ বৎসর ৯ মাস নির্ণীত হয়। অথচ এই সময় মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রে ৩৮ পুরুষ এবং কাশ্যপ গোত্রীয় ৩৪ পুরুষ গত হইয়াছে। সুতরাং কত পুরুষ গত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে প্রতি পুরুষে গড়ে ২৫ বৎসর ধরিয়া য়ুরোপীয়েরা যে মোটা-মুটি সময় নিরুপণ করেন তাহার উপর কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করা যায় না।

বিজ্ঞাপন



মুসলমান রাজত্ব কালে এদেশীয় লোকেরা জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে সম্পূর্ণ চেষ্টা-হীন হইয়াছিল। বরং প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে যে সকল উপদেশ আছে তাহাও ভুলিয়া গিয়াছিল। যাহারা সংস্কৃত পড়িত তাহারাও কেবল মুখস্থ করিত মাত্র। হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ সমূহ রূপকাদি অলঙ্কারে এরূপ আচ্ছাদিত যে সেই রূপক ভেদ করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা অতি কঠিন কর্ম্ম। তৎকালীন ছাত্রেরা কোন উপদেশের কারণ অনুসন্ধান করিতে এবং সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিত না। তজ্জন্য সেই মুখস্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বিবিধ প্রকার কুসংস্কারের অধীন হইত। তাহারা কোন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতে পারিত না। সুতরাং তাহারা নিজ কুসংস্কার সংশোধন করিতে পারিত না এবং তদর্থে তাহারা কখন কোন চেষ্টা করিত না। বরং নিজ ভ্রান্ত সংস্কারের বিরুদ্ধ কথা শুনিলেই ক্রুদ্ধ হইত।

তাহার পর ইংরেজী চর্চ্চা আরম্ভ হইল। যদি বালকেরা স্বজাতীয় বিদ্যা অগ্রে শিখিয়া তাহার পর ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করিত তবে স্বজাতীয় বিদ্যার সাহায্যে তাহারা বিলাতী ভ্রান্তি বুঝিতে পারিত এবং ইংরেজী বিদ্যার সাহায্যে দেশীয় কুসংস্কার খণ্ডন করিতে পারিত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে নাই। বালকেরা অল্প বয়সেই ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া রাজকীয় উচ্চপদ পাইবে এবং প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করিবে, এই আশায় অভিভাবকেরা স্বজাতীয় বিদ্যা কিছুমাত্র না শিখাইয়া বালকদিগকে ইংরেজী পড়িতে দিতেন। তাহার কুফল এই হইত যে সেই বালকেরা সকল বিষয়েই ইংরেজের অনুকরণ এবং অনুসরণ করিত। তাহাদের মধ্যে অনেকে স্পষ্ট খৃষ্টান হইত; যাহারা প্রকাশ্যরূপে খৃষ্টান না হইত তাহারাও স্বধর্ম্মে ও স্বজাতীয় রীতি নীতিতে শ্রদ্ধাহীন হইত। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ সেই অনুকরণ প্রবৃত্তি হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন বিলাত ফেরতা বাবুরাও স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি জন্য সমুৎসুক হইয়াছেন। এখন জাতীয় ইতিহাস ও সাহিত্য কতক স্বজাতীয় ভাবে রচিত

এবং সমাদৃত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস বুঝিতে হইলে প্রাচীন ভূগোল বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক। তজ্জন্য আমি বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক এই পুস্তক রচনা করিলাম।

য়ুরোপীয়েরা পার্থিব কার্য্যের সহ নক্ষত্রাদির গতি বিগতির কোন সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করেন না কিন্তু প্রাচীন লোকেরা গ্রহাদির গতি দ্বারাই সমস্ত ঐহিক কার্য্যের শুভাশুভ গণনা করিতেন। এখনও হিন্দুসমাজে তাহাই চলিতেছে। সেই গণনার ফলাফল এখনও প্রকৃত বলিয়া অনেক সময়ে স্পষ্ট দেখা যায়। এজন্য প্রাচীন খগোল সম্বন্ধীয় অল্প কয়েকটি সূত্র লিখিলাম।

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে দেশ, হ্রদ, নদী ও সমুদ্রের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না কালক্রমে তাহাদের অবস্থা নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার বিভিন্ন জাতীয় লোকের অধিকার কালে তাহাদের নামও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তজ্জন্য প্রাচীন গ্রন্থে যে সমুদয় নাম পাওয়া যায় তৎসমূহের বর্ত্তমান নাম না জানিলে তাহা বোধগম্য হয় না। এজন্য আমি আধুনিক মানচিত্র দৃষ্টে তন্মধ্যে কোন্ স্থানের পূর্ব্বে কি নাম ছিল এবং এখন কি নাম হইয়াছে তাহা যথাসাধ্য নির্ণয় করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিলাম। অনেক স্থানের অবস্থান মোটামুটি নির্ণয় করা যায় কিন্তু তাহার ঠিক সীমা নিরূপণ করা যায় না। বোধ হয় প্রাচীন রাজ্য ও দেশের সীমা সর্ব্বদা ঠিক থাকিত না। এজন্য উদ্ধৃত মানচিত্রে অনেক রাজ্য ও দেশের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম না। শ্রীযুত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, শ্রীযুত দুর্গাদাস লাহিড়ী এবং পাবনার উকীল শ্রীযুত যাদবচন্দ্র ঘটক মহাশয় প্রাচীন ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর অনুসন্ধান করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁহাদের সহ একমত হইতে পারি নাই। তাঁহাদেরও পরস্পর একতা নাই। পুরাণাদির যেরূপ বর্ণনা তাহাতে সকলের ঐক্য সর্ব্বথা অসম্ভব। এজন্য আমার বিবেচনায় যাহা বিশুদ্ধ বোধ হইল তাহাই লিখিলাম। এই পুস্তক দ্বারা প্রাচীন ইতিহাস বুঝিবার অনেক দূর সুবিধা হইবে। এই গ্রন্থে যে যে স্থানে অশুদ্ধ বা অপূর্ণ থাকে তাহা বিজ্ঞ মহোদয়গণ আমাকে জানাইলে আমি ধন্যবাদ পূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিব। ইতি—সন ১৩২৭ সাল, তারিখ ২১এ মাঘ।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল,

গ্রন্থকার।

উপক্রমণিকা।

হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমানেরা এক এক সময়ে বিদ্যা, বুদ্ধি ও পরাক্রমে পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইদানীং তাঁহাদের ভাগ্যচক্র বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন য়ুরোপীয় খৃষ্টানদিগের প্রাধান্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। তাঁহাদের আধিপত্য ও বাণিজ্য পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে বিস্তৃত। সেই জন্য নূতন ও পুরাতন ভূবৃত্তান্ত সংগ্রহ জন্য সুবিধা তাঁহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তদ্বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টা এবং মনোযোগও বিলক্ষণ আছে, কিন্তু নিম্ন লিখিত পাঁচটি কুসংস্কার বশতঃ তাঁহাদের সংগৃহীত প্রাচীন বৃত্তান্ত বিশুদ্ধ হয় না এবং হইতে পারে না।

ভ্রান্ত সংস্কার।

১। পৃথিবী এবং মনুষ্যাদি যাবতীয় প্রাণী কেবল ছয় হাজার বৎসর হইল সৃষ্ট হইয়াছে।

২। পৃথিবী এবং তাহার যাবতীয় প্রাণীগণ ঠিক একই দিনে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পর আর কিছুই নূতন সৃষ্ট হয় নাই।

৩। পৃথিবীতে কেবল সত্তর হাজার প্রকার প্রাণী আছে। তাহার প্রত্যেক প্রকারের কেবল এক এক দম্পতি মাত্র সৃষ্ট হইয়াছিল। তাহাদেরই সন্তান কাল সহকারে বর্দ্ধিত হইয়া নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। মনুষ্যের আদিম পিতা মাতার নাম আদম (Adam) এবং হাওয়া (Eve)।

৪। খৃষ্টের ২৩০৪ বৎসর পূর্ব্বে জলপ্লাবন দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য এবং অপর প্রাণীগণ নষ্ট হইয়াছিল। কেবল নূহ (Noah) নামক একব্যক্তি তাহার পত্নী ও তিন পুত্রসহ আর্ক নামক একটা শুষ্ক কাষ্ঠ ধরিয়া ভাসিতে ভাসিতে গিয়া আরারট পর্ব্বত আশ্রয়ে বাঁচিয়াছিল। আর যে সকল পশু পক্ষী সেই আর্কে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাও বাঁচিয়াছিল। বর্ত্তমান সমস্ত মনুষ্য জাতিই সেই নোয়ার সন্তান। সেই জন্য য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের কৃত মনুষ্য জাতির ইতিহাস আদম হইতে আরম্ভ না হইয়া নোয়া হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

৫। সেই আরারট পর্ব্বত এশিয়ার তুরুস্ক দেশে অবস্থিত। সেইজন্ত য়ুরোপীয়দিগের বিশ্বাস এই যে সেই স্থান হইতেই মনুষ্য আদি সমস্ত জন্তুগণ দিগ্‌দিগন্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের যে আকৃতি প্রকৃতি ও বর্ণের ভিন্নতা দেখা যায় তাহা কেবল স্থানীয় জলবায়ু ও খাদ্য দ্রব্যের গুণে হইয়াছে।

সেই কুসংস্কার খণ্ডন।

১। ইহুদি জাতি কখন বিদ্যা, বুদ্ধি বা পরাক্রমে বিশেষ উন্নত হয় নাই। পরন্তু যে সময় পুরাতন বাইবল রচিত হইয়াছে, তখন তাহারা মূর্খ, অসভ্য, ভেড়ীর রাখাল ছিল মাত্র। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ বেশি বুঁঝত তাহারাই স্বজাতীয় গণ্ডমূর্খদিগের নিকট নিজ অসাধারণ বিজ্ঞতা বা ঈশ্বরানুগ্রহবত্তা দেখাইবার জন্য সৃষ্টি প্রকরণ কল্পনা করিয়াছিল। সেই সকল কল্পিত গল্প বিজ্ঞ লোকে বিশ্বাস করিবে না এই আশঙ্কায় বাইবলে জ্ঞানরূপ বৃক্ষের ফল অসেব্য বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। য়ুরোপীয় আধুনিক লোকে জ্ঞান বৃক্ষের ফল যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করিতেছেন। এজন্য আধুনিক বিদ্বান্ য়ুরোপীয়েরা বাইবলের গল্প বিশ্বাস করেন না বরং ইহুদিদের কিচ্ছা (Jewish Fable) বলিয়া তুচ্ছ করেন। হিন্দুদিগের ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিলেও চারি যুগের যে পরিমাণ লিখিত আছে তাহা হইতে জানা যায় যে পৃথিবীর বয়স প্রায় চল্লিশ লক্ষ বৎসর। চীন দেশের দুই লক্ষ আঠার হাজার বৎসরের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। পারস্য, মিশর, গ্রীস এবং কাল্‌ড়িয়া দেশীয় লোকেরাও পৃথিবীর বয়স বহু লক্ষ বৎসর বলিয়াছেন। বিদ্বান্ য়ুরোপীয়েরাও অনেকে বলেন যে, পৃথিবীর বয়স লক্ষ বৎসরের কম নহে। বরং কেহ কেহ সাংখ্য দর্শনের মতানুসারে বলেন যে, পৃথিবী অনাদি, ইহার সৃষ্টি আদৌ নাই। যখন মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে তখন পৃথিবীর বয়স নিরূপণ করা মনুষ্যের অসাধ্য। অতএব সৃষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধীয় বাইবলের উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় কুসংস্কার খণ্ডন।

দেশ ভেদে নানাপ্রকার জন্তু দেখা যায় যাহা অন্য দেশে নাই। মহা সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন অষ্ট্রেলিয়াতে যে কঙ্গারু নামক পশু এবং আমেরিকার বাইসন প্রভৃতি পশু আছে অন্য দেশে নাই তাহা হইতেই জানা যায় যে সমস্ত প্রাণী এক

দেশে সৃষ্ট হয় নাই ; অথবা তাহারা নোয়ার আর্ক হইতে মহাসমুদ্র পার হইয়া ঐ সকল দেশে যায় নাই। অতএব নিশ্চিত হইতেছে যে ঐ সকল প্রাণী ঐ দেশেই সৃষ্ট হইয়াছিল। আবার দেখা যায় যে, এক প্রাণী অন্যান্য প্রাণীকে হত্যা করিয়া তাহারই মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে ; মাংসই তাহাদের এক মাত্র খাদ্য। তাহা হইতে নিশ্চত বুঝা যায় যে সমস্ত প্রাণী এক সময়ে সৃষ্ট হয় নাই। কেননা যদি খাদ্য ও খাদক প্রাণীগণ একই দিনে সৃষ্ট হইত তবে খাদক জন্তুরা খাদ্য জন্তুগণকে খাইয়া নিঃশেষ করিত নতুবা নিজেরাই অনাহারে মরিত। সুতরাং খাদ্য প্রাণীগণের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি হইলে, তাহাদের অতিবৃদ্ধি নিবারণ জন্য, খাদক প্রাণীগণ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অজ্ঞ ইহুদিরা তত্দূর বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

তৃতীয় খণ্ডন।

আদম ও হাওয়া (Adam and Eve) প্রকৃত মনুষ্যের নাম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কেননা বহু লোকের মধ্যে একজন হইতে অপরকে পৃথক্ লক্ষ্য করিবার জন্যই নাম রাখা আবশ্যক। যখন আদম হাওয়া ভিন্ন অন্য লোক ছিল না তখন তাহাদের নামকরণ অনাবশ্যক। আদম শব্দের মূলার্থ আকাশ বা শূন্য। যেমন "আদম হাজিরী অর্থ হাজির না হওয়া ; আদম পয়রবি অর্থ পয়র্রবি না করা ইত্যাদি। আর হাওয়া শব্দের মূলার্থ বায়ু। সেই আকাশ এবং বায়ুকে মানব জাতির আদি পিতা মাতারূপে রূপক বর্ণনা করা হইয়াছে। এই নাম রূপক হউক বা কাল্পনিক হউক তাহারা প্রকৃত ব্যক্তি নহে। ঈদৃশ বর্ণনা এবং জলপ্লাবনের পূর্ব্ববর্তী অপর সমস্ত বর্ণনা যাহা বাইবলে বর্ণিত হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই। আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও বাইবলের কিচ্ছা বিশ্বাস করেন না সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক তর্ক অনাবশ্যক।

চতুর্থ খণ্ডন।

বাইবলের লিখিত জলপ্লাবন বোধ হয় কলিযুগ আরম্ভ কালীন জলপ্লাবন। বাইবলে সেই প্লাবনের কোন সময় বা সন লিখিত নাই। উক্ত গ্রন্থ হইতে কেবল এই মাত্র জানা যায় যে খৃষ্টের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে সলিমান (Solomon) নামক বাদশাহ বিহুদা দেশের রাজা ছিলেন। তিনি নোয়া হইতে ৩৮ পুরুষ অধস্তন বংশধর। সেই বর্ণনা হইতে য়ুরোপীয় খৃষ্টানেরা প্রত্যেক পুরুষে:গড়ে:

২৫ বৎসর ধরিয়া লইয়া জলপ্লাবনের সময় খৃষ্টের ২৩০৪ বৎসর পূর্ব্বে ধার্য্য করিয়াছেন। এইরূপ গণনা যে নিতান্ত অনিশ্চিত তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। লোকের কনিষ্ঠ পুত্র ৫০ বৎসর বা তদুর্দ্ধ বয়সে হইয়া থাকে। সলিমান বাদশাহ যে নোয়া হইতে বরাবর জ্যেষ্ঠ অনুক্রমিক সন্তান ছিলেন তাহা জানা যায় না। সুতরাং ৬৮ পুরুষে ৩৪০০ বৎসর হওয়াও অসম্ভব নহে। হিন্দুরা সেই প্লাবন কালে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান এবং সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের গণনা মতে খৃষ্টের ৩১০০ বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগ আরম্ভ কালীন খণ্ড প্রলয় হইয়াছিল তাহাই বিশ্বাসযোগ্য। আবার মহাভারতের মুষল পর্ব্বে দেখা যায় যে সেই জলপ্লাবন কেবল সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে হইয়াছিল মাত্র দূরবর্ত্তী স্থানে হয় নাই। সুতরাং সমুদ্রাৎ দূরবর্ত্তী স্থানের লোক ও অপর জন্তু নষ্ট হয় নাই। যিহুদা দেশ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী জন্য তথাকার সমস্ত লোক ও পশুগণ নষ্ট হইয়াছিল। কেবল নোয়া সপরিবারে বাঁচিয়াছিল। তাহারা দূর দেশের কোন সংবাদ জানিত না। তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সমস্ত লোক বিনষ্ট দেখিয়া মনে মনে ধারণা করিয়াছিল যে পৃথিবীর অপর সমস্ত লোকই মরিয়াছে। সেই ভ্রান্তি তাহাদের বংশানুক্রমে ছিল। ইহুদি, আর্ম্মানি ও আরবী জাতি সেই নোয়ার বংশজাত সেইজন্য উক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস উক্ত তিন জাতির ছিল। ইহুদি ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম এবং মুসলমান ধর্ম্ম ঐ সকল জাতি মধ্যেই উদ্ভূত হইয়াছিল। কাজেই উক্ত ভ্রান্তি ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মনে প্রতিফলিত হইয়াছে। বাস্তবিক জলপ্লাবন সর্ব্বত্র হয় নাই, পৃথিবীর সকল লোকও মারা যায় নাই। হিন্দু ও চীন জাতি নোয়ার সন্তান নহে। তাহারা নোয়ার বহুকাল পূর্ব্বাবধি ভারতে ও চীনে বসতি করিতেছে ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

আমি আলিগড় নিবাসী মৌলবী ফরাজ আলীর নিকট শুনিয়াছি যে "প্রাচীন বাইবলে কেবল নোয়া এবং তাহার স্ত্রী পুত্রগণের রক্ষা পাওয়ার কথাই লিখিত ছিল, অপর কোন জন্তু নোয়ার আর্ক আশ্রয়ে বাঁচিবার কথা ছিলনা। মুসলমানদের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি হইলে, তাহারা অপর জন্তুগণ নোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্ক আশ্রয়ে বাঁচিয়াছিল, ইহা যোগ করিয়াছে"। উক্ত মৌলবীর কথাই বিশ্বাসযোগ্য। কেননা হস্তী, গণ্ডার, শল্লকী, কঙ্গারু, প্রভৃতি জন্তু যিহুদা দেশে নাই; আর সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু নোয়ার আর্ক আশ্রয় গ্রহণ করা

কদাচ সম্ভব হইতে পারেনা। অতএব নিশ্চিত হইতেছে যে জলপ্লাবন সকল দেশে হয় নাই এবং সকল লোক নোয়ার সন্তান নহে। নানা জাতীয় মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে পৃথক পৃথক সৃষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চম খণ্ডন।

৫। য়ুরোপীয় ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান ভ্রান্তি এই যে, তাহাতে সমস্ত মনুষ্য জাতিকে একই পূর্ব্বপুরুষের সন্তান ধরিয়া, আরারট পর্ব্বত তাহাদের আদিস্থান হইতে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হওয়া গণ্য করে। কিন্তু তাহা যুক্তি ও প্রমাণের বিরুদ্ধ। যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি কতকগুলি বিভিন্ন প্রাণীর সাধারণ নাম পশু এবং পক্ষ বিশিষ্ট বহুবিধ বিভিন্ন প্রাণীর সাধারণ নাম পক্ষী; সেইরূপ হস্তপদ বিশিষ্ট কতকগুলি বিভিন্ন প্রাণীর সাধারণ নাম মনুষ্য। মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোক হইতে ৩৯ শ্লোকে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, যেমন পশু পক্ষী, সর্প, মৎস্য, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি নানা দেশে পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট হইয়াছে সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, দৈত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতিও পৃথক পৃথক সৃষ্ট হইয়াছে। অভ্রান্ত মনু যাহা বলিয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। মহাসমুদ্র মধ্যে মধ্যে যে সকল দ্বীপ আবিস্কৃত হইতেছে তাহাতে যেমন নূতন প্রকার পশু, পক্ষী বৃক্ষ লতা দৃষ্ট হয় ঠিক সেইরূপ নূতন অসভ্য লোকও দেখা যায়। তাহারা যে অন্য দেশ হইতে তথায় গিয়াছে অথবা তথা হইতে মনুষ্যেরা অন্যান্য দেশে গিয়াছে, ঈদৃশ উভয় প্রকল্পই অপ্রামাণিক এবং অসম্ভব। ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান সূত্র এই যে "খণ্ডনাভাবং বর্ত্তমানঃ সিদ্ধঃ" অর্থাৎ যাবৎ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত না হয় তাবৎ বর্ত্তমান অবস্থাই ঠিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে নতুবা কিছুই প্রমাণ হইতে পারে না। যখন ঐ সকল দ্বীপবাসীরা অন্যত্র হইতে আসিয়াছে বা আনীত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই তখন তাহারা সেই সেই দ্বীপেই সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। আবার শ্বেতবর্ণ লাপ ও ফিন জাতি; পীতবর্ণ স্কুইমো জাতি, গৌরবর্ণ আর্ম্মানি জাতি, কৃষ্ণবর্ণ হাব্‌শী জাতি এবং রক্তবর্ণ আমেরিক (Red Indian) জাতি একই বংশীয় হইতে পারে না। জলবায়ু ও খাদ্যদ্রব্যের গুণে লোকের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। যদি তাহা হইতে পারিত তবে ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামে প্রতি বাড়ীতে নানাবর্ণের লোক হইত না। সন্তানেরা কেহ জনকের বর্ণ পায়, কেহ বা জননীর বর্ণ পায় আর কেহ বা

জনকজননীর মিশ্রিত বর্ণ পায়। সেই কারণে যেখানে জনকজননীর একই বর্ণ সেখানে সমস্ত সন্তানই সেই বর্ণ প্রাপ্ত হয়। আর যেখানে জনক-জননীর বিভিন্ন বর্ণ সেইখানে কোন সন্তান জনকের বর্ণ কেহ বা জননীর বর্ণ আর কেহ বা উভয়ের মিশ্রিত বর্ণ প্রাপ্ত হয়। জলবায়ু এবং খাদ্যের গুণে লোকের বর্ণ উজ্জ্বল বা মলিন হইতে পারে বটে কিন্তু কদাচ পরিবর্তিত হইতে পারে না। যে সকল আরবি লোক, ইহুদি ও য়ুরোপীয়গণ অমিশ্রিত ভাবে দীর্ঘ-কাল আফ্রিকায় বাস করিতেছে, বহু শতাব্দীতেও তাহাদের বর্ণ পরিবর্তিত হয় নাই। ঐরূপ যে সকল হাব্সী লোক সহস্র বৎসর যাবৎ আরব, তুরুস্ক ও স্পেন দেশে বাস করিতেছে, মিশ্রণ ব্যতীত তাহাদেরও বর্ণ ব্যত্যয় হয় নাই। অতএব নিশ্চিত হইতেছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন বর্ণের লোক সমস্ত একই দম্পতির সন্তান নহে। ভবিষ্যৎ পুরাণেও লিখিত আছে যে, পৃথিবীর সমস্ত লোক (১) অশ্ব-ক্রান্ত (২) রসক্রান্ত (৩) বিষ্ণুক্রান্ত। অশ্বক্রান্ত লোক শ্বেতবর্ণ ও বিড়ালাক্ষ, ইহারা বোধ হয় য়ুরোপীয় জাতি। (২) রসক্রান্ত লোক কৃষ্ণবর্ণ ও কদাকার, ইহারাই বোধ হয় আফ্রিকার হাব্শী জাতি। আর বিষ্ণুক্রান্ত লোক গৌরবর্ণ সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন আর্য্যজাতি। অপর সমস্ত লোক এই তিন শ্রেণীর মিশ্রিত জাতি। এই ব্যাখ্যা দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে, সমস্ত লোক একই দম্পতির সন্তান নহে। বাইবলের প্রকল্প সমর্থন জন্য পাদরী সাহেবেরা যে সকল অনুমান করেন তাহা যুক্তি ও প্রমাণবিরুদ্ধ।

শারীরিক বর্ণের ন্যায় শ্মশ্রু (দাড়ী গোঁপ) জাতিপরিচায়ক আর একটী চিহ্ন। যাহারা আর্য্য সন্তান আর্য্য রক্ত সংমিশ্রিত কেবল তাহাদেরই দাড়ী গোঁপ হইতে পারে। অমিশ্রিত ইতর জাতির দাড়ী প্রভৃতি হয় না। যেমন দৈত্য ও দানব জাতির (Mongolian Races) কাল যক্ষ জাতির (Negro Races) রাক্ষস জাতির (Malayan Races) অমিশ্রিত অবস্থায় শ্মশ্রু হয় না। এই সমস্ত স্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে বাইবলের উক্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না।

উপরিউক্ত পাঁচটী কুসংস্কারবশতঃ য়ুরোপীয়েরা ভারতবর্ষকে কোন শ্রেণীর লোকের আদিম উৎপত্তি স্থান বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। কাজেই তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, আর্য্যজাতি সিন্ধু নদের পশ্চিম পার হইতে আসিয়া ভারতের আদিম নিবাসীদিগকে জয় করিয়া এই দেশে নিবিষ্ট হইয়াছিল। আর্য্য

ভাষা ও ব্যবহার সহ পারস্য ও তুরাণের প্রাচীন ভাষা ও ব্যবহারের সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করেন যে আর্য্য জাতি ঐ দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিল। আমি স্মৃতি পুরাণ হইতে প্রমাণ পাই যে আর্য্যবংশীয় কতক লোক এই ভারতবর্ষ হইতেই ঐ সমস্ত দেশে গিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। অন্য দেশ হইতে ভারতে আর্য্য সমাগম হওয়া কোন দেশের কোন ইতিহাসে বা কিম্বদন্তীতে নাই। পরন্তু ভারতের আদিম নিবাসীরা যে কোথা হইতে কখন কিরূপে ভারতে আসিয়াছিল তাহা এ পর্য্যন্ত য়ুরোপীয়েরা কল্পনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ডারউইন সাহেবের মতে পরমাণুর গুণে প্রথমতঃ নির্জীব জড় পদার্থ হইতে উদ্ভিজ্জ প্রাণীগণ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইতে অপকৃষ্ট জঙ্গম প্রাণীগণ জন্মিয়াছে। তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর জঙ্গম প্রাণী হইয়াছে। তাহারাই ক্রমে সভ্য হইয়া মনুষ্য হইয়াছে। সেই ক্রমবিকাশপ্রণালী সর্ব্বথা প্রমাণবিরুদ্ধ। জগতের প্রাণীগণের যেমন স্তরে স্তরে কতক সাদৃশ্য আছে তেমনি কতক বৈসাদৃশ্যও আছে। গো এবং মহিষ মধ্যে যেমন প্রচুর সাদৃশ্য আছে। মনুষ্যের সভ্যতা বহুকাল যাবৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে কদাচ কোন মহিষ গরু হয় নাই অথবা কোন গরুও মহিষ হয় নাই। এইরূপ ক্রমবিকাশ প্রণালী সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য নহে। এই মতটি সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং জনসমাজের অধিকাংশ লোকের বিবেচনায় অসিদ্ধ। সুতরাং তৎসম্বন্ধে অধিক তর্ক অপ্রয়োজনীয়। আবার সেই ডারুইনের প্রকল্পও বাইবলের বিরুদ্ধ। ফলতঃ সমস্ত মনুষ্য এক দম্পতির সন্তান নহে এবং সমস্ত আদি মানব এক দেশে উৎপন্ন হয় নাই। পরন্তু, সমস্ত মনুষ্য যে একই সময়ে সৃষ্ট হওয়াও অপ্রমাণ এবং অসম্ভব।

য়ুরোপের সর্ব্বজন গৃহীত নিউটনের মতাবলী অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ, পৃথিবীর গতি এবং সূর্য্যের স্থিরত্বও সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং প্রাচীন পণ্ডিতদের মতের বিরুদ্ধ। আমি দেশী এবং বিলাতী বহু লোকের সহ তর্ক করিয়াছি, কেহই নিউটনের প্রকল্প প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোন যন্ত্র দ্বারাও ঐ সকল প্রলাপের সত্যতা প্রমাণ হয় না। নিউটনের সমকালে নূতন কথা বলিবার জন্য য়ুরোপে হুজুগ হইয়াছিল। সেই সুযোগে নিউটনের প্রলাপ য়ুরোপে গ্রাহ্য হইয়াছিল। নতুবা গালিলিওর ন্যায় তাঁহারও প্রাণদণ্ড হইত। নিউটনের মতাবলী খণ্ডন জন্য আমি পৃথক্ প্রবন্ধ লিখিয়াছি। এখানে তদ্বিষয়ে অধিক সমালোচনা

প্রয়োজনীয় নহে। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে (১) পৃথিবী চিরস্থির (২) বর্ত্তুলাকার পৃথিবী যখন অনন্ত আকাশে অবস্থিত তখন তাহার সকল পৃষ্ঠই উপরিভাগ কোন পৃষ্ঠই নিম্নস্থলী নহে। (৩) পৃথিবী এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি কেহ কাহারও আকর্ষণে নাই। (৪) সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এই সাতটি নক্ষত্র যথা নিয়মে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এজন্য তাহারা গ্রহরূপে গণ্য হয়। এবং তাহাদের নামে বার সাতটি গণিত হয়। কেতুগ্রহও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বটে কিন্তু তাহা নীলবর্ণ জন্য নীল আকাশে তাহাকে সচরাচর দেখা যায় না। এই জন্য তাহা দ্বারা বার গণনা করা হয় না (৫) সেই কেতুগ্রহ যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী হয় তখন সূর্য্যের রশ্মি চন্দ্রে পড়িতে বাধা হয়। তাহাতেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্রের উপর পতিত সেই ছায়াকে রাহু বলে বটে কিন্তু তাহা কোন পৃথক গ্রহ নহে। উহা কেতুর ছায়া মাত্র। (৬) সেই কেতুগ্রহ যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসে তখনই সূর্য্যগ্রহণ হয়। য়ুরোপীয়েরা বলেন যে চন্দ্রের বাধকতায় সূর্য্যগ্রহণ হয়। তাহা স্পষ্টই ভুল। কেননা অমাবস্যার দিন সূর্য্যগ্রহণ হয় সেদিন চন্দ্র কদাচ সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হইতে পারে না। অধিকন্তু সূর্য্যগ্রহণে যে বাধক দৃষ্ট হয় তাহা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু চন্দ্র শ্বেতবর্ণ। শ্বেতবর্ণ বস্তু অন্ধকারে অদৃশ্য হইতে পারে বটে কিন্তু কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতে পারে না।

আমাদের দেশীয় ইংরেজী শিক্ষিত বাবুরা ইংরেজীতে যাহা পাঠ করে অথবা ইংরেজের মুখে যাহা শুনে তাহাই মুখস্থ করে। তাহা প্রতি অক্ষরে অযৌক্তিক ও অসম্বদ্ধ হইলেও তাহার দোষ ধরিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করে না। তাহাদের সেই অসার মুখস্থ বিদ্যার বিরুদ্ধ কথা শুনিবামাত্র তাহারা বিদ্রূপ করে বা গালি দেয়। কিন্তু তাহাদের স্বমত সমর্থক একটি যুক্তিও তাহাদের সেই অগাধ বিদ্যা হইতে প্রসূত হয় না। যদি কেহ যুক্তি প্রমাণ দিয়া বিলাতী সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিয়া আমাকে গালি দেন তবে আমি অবনত মস্তকে তাহা সহ্য করিব এবং তাঁহাকে ওস্তাদ বলিয়া স্বীকার করিব। অধুনা য়ুরোপীয়েরা উন্নত বটে কিন্তু অভ্রান্ত নহে।

প্রাচীন ভূগোল বিবরণ।

এই পৃথিবী কদম্ব কুসুমের ন্যায় গোলাকার। কদম্ব ফুলের উপরি ভাগে কিছু কিছু বন্ধুরতা সত্ত্বেও যেমন তাহাকে গোলাকৃতি বলা যায়, তেমনি পর্ব্বত গহ্বরাদি উচ্চাবচ সমন্বিতা পৃথিবীকে গোলাকার বলা যায়। কেননা পৃথিবীর প্রকাণ্ড অবয়ব সহ তুলনায় উক্ত প্রকার বন্ধুরতা অতি তুচ্ছ।

এই পৃথিবী জল স্থল সংমিশ্রিত। ভূমি খনন করিলেও নীচে জল দেখা যায়। সমস্ত শালীভূমিতে রসপদার্থরূপে জল মিশ্রিত আছে। আবার জলের তলেও মাটী আছে। এজন্য জল স্থলের পরিমাণ বা অনুপাত নিরূপণ করা যায় না।

পৃথিবীর পরিধি চৌরাশি লক্ষ যোজন। তাহার সাতান্ন লক্ষ যোজন জলাকীর্ণ, অবশিষ্ট সাতাইশ লক্ষ যোজন মাত্র প্রকাশ্য স্থলভাগ।

সেই স্থলভাগ মনীষীগণ সপ্ত মহাদ্বীপে বিভাগ করিয়াছেন। তাহারা সপ্ত মহাসাগর দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও পরিবেষ্টিত। কিন্তু সেই সপ্ত মহাসাগর পরস্পর সংলগ্নই আছে। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে মহাসাগর একটি মাত্র। মনুষ্যেরা পরিচয় জন্য সেই একই মহাসাগরের এক এক অংশের পৃথক্ পৃথক্ নামাকরণ করিয়াছে মাত্র।

পৃথিবীতে সহস্রাধিক দ্বীপ আছে। ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি যে মহাদ্বীপের নিকটবর্ত্তী: তাহারই অংশরূপে তাহা গণনা করা হয়।

(পৃথিবীর মানচিত্র দ্রষ্টব্য)

সপ্তদ্বীপের নাম ও বর্ত্তমান নাম যথা।

১। জম্বুদ্বীপ—বর্ত্তমান এশিয়া। ২। শাকদ্বীপ—বর্ত্তমান য়ূরোপ। ৩। প্লক্ষ-দ্বীপ—বর্ত্তমান দক্ষিণ আমেরিকা। ৪। পুস্কর বা ইক্ষুদ্বীপ—বর্ত্তমান বরনীয়, যব,

অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ। ৫। শাল্মলি দ্বীপ— বর্ত্তমান আফ্রিকা। ৬। কুশদ্বীপ —বর্ত্তমান উত্তর আমেরিকা ৭। ক্রৌঞ্চ দ্বীপ বর্ত্তমান কুমেরু দ্বীপ বা Antarctica

এই সপ্তদ্বীপের বর্ত্তমান নাম যাহা বলা হইল তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ এবং শাক দ্বীপ যে এসিয়া ও য়ুরোপ তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। অন্যান্য দ্বীপের বর্ত্তমান নাম নির্দ্ধারণে— সমস্ত পণ্ডিতগণেরই মতান্তর আছে। পুরাণসমূহের বর্ণনাগুলি যেরূপ বিভিন্ন তাহাতে মতান্তর অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তৎবিষয়ে কোন তর্ক করা হইল না। রামায়ণ কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ডে স্পষ্ট লিখিত আছে যে "পশ্চিম দিকে লোহিত সাগরের অপর পারে শাল্মলি দ্বীপ। তাহাতে এক বৃহৎ শাল্মলি বৃক্ষ ছিল। তদ্দৃষ্টেই ঐ মহাদ্বীপের নামাকারণ হইয়াছে"। এই বর্ণনা দৃষ্টেই আফ্রিকাকে শাল্মলি দ্বীপ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। আর Asiatic Research নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, আর্য্য জাতি কর্তৃক তাড়িত রাক্ষসাদি অসভ্য লোকের ভারতের দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে গিয়া হাবৃশিয়াতে (Abisinia) বাস করিয়াছিল। এই সমুদায় হইতে সঙ্গতরূপেই আফ্রিকাকে শালমলি দ্বীপ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপ লবণ সমুদ্রের (Indian Ocean) দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সুতরাং তাহা Antarctica বলিয়া অনুমিত হয়। পুষ্কর দ্বীপ ভারতসাগর ও প্রাচ্য মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী সুতরাং বরণীয়া, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি। সুতরাং অবশিষ্ট কুশদ্বীপ ও প্লক্ষ দ্বীপ যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা তাহা অনুমান করা যায়। শ্রীযুত দুর্গাদাস লাহিড়ী এবং পাবনার উকীল শ্রীযুত যাদবচন্দ্র ঘটক মহাশয়ও দক্ষিণ আমেরিকাকেই প্লক্ষ-দ্বীপ বলিয়াছেন। সুতরাং অবশিষ্ট কুশদ্বীপই উত্তর আমেরিকা। কিন্তু পুরাণের অধিক স্থানেই উত্তর আমেরিকাকে পাতাল এবং দক্ষিণ আমেরিকাকে রসাতল বলিয়া বর্ণিত আছে।

সপ্ত মহাসাগরের নাম ও বর্ত্তমান নাম।

১। প্রাচ্য মহার্ণব (ইংরেজী Pacific ocean) প্রশান্ত মহাসাগর। ২। লবণ সমুদ্র বর্ত্তমান ভারত মহাসাগর। ৩। ক্ষীর সমুদ্র বা সুমেরু সাগর— বর্ত্তমান উত্তর মহাসাগর। ৪। দধি সমুদ্র বা কুমেরু সাগর—বর্ত্তমান দক্ষিণ মহাসাগর। ৫। পশ্চিম মহাসাগর— বর্ত্তমান আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর। ৬। সুরা

সাগর—বর্ত্তমান ভূমধ্য সাগর ৭। ঘৃত সমুদ্র—বর্ত্তমান কৃষ্ণ সাগর আজফ সাগর, এবং কাস্পিয়ান সাগর যাহা পূর্ব্বে সাগর সহ সংলগ্ন ছিল।

প্রথম পাঁচ সমুদ্রের বর্ত্তমান নাম সম্বন্ধে কোন মতান্তর নাই। প্রাচ্য মহাসাগর স্থানে স্থানে জল সমুদ্র নামেও উক্ত হইয়াছে। সাইবিরিয়া অতি পূর্ব্বে জলমগ্ন ছিল। তখন সুমেরু পর্ব্বত হইতে সুমেরু কেন্দ্র পর্য্যন্ত উত্তর মহাসাগর বিস্তৃত ছিল। সেই সময়ে তুরাণ দেশীয় অরল হ্রদ উত্তর মহাসাগরেরই অংশ রূপে গণ্য হইত। ঘৃত সমুদ্র জম্বুদ্বীপ ও শাকদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী ছিল। তস্মাৎ অনুমান হয় যে অতি প্রাচীন কালে কৃষ্ণ সাগর, আজফ সাগর, কাস্পিয়ান হ্রদ এবং অরল হ্রদ সংলগ্ন ছিল, তাহাই ঘৃত সাগর নামে পরিচিত হইত। পরে ভূমিকম্পাদি কারণে ভূমি উচ্চ হওয়াতে সাইবিরিয়া উৎপন্ন হইয়াছে এবং অরল ও কাস্পিয়ান সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হ্রদ রূপে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের জল এখনও সমুদ্র জলের ন্যায় লবণাক্ত।

বিষ্ণু পুরাণ, মহাভারত এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ পৃথিবীর সমস্ত অংশই জানিতেন। উত্তর কেন্দ্র অঞ্চলে যে উত্তরায়ণ কালে ছয় মাস দিবা এবং দক্ষিণায়ণ কালে ছয় মাস রাত্রি থাকে তাহাও তাঁহারা জানিতেন। তাঁহারা তপঃ প্রভাবে জানিতেন কিম্বা তাঁহাদের যাতায়াত ছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু জম্বুদ্বীপের সর্ব্বাংশে তাঁহাদের যাতায়াত ছিল, ইহা নিশ্চিত জানা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তির পর, ভারতের চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিদলিত হইলেও তদ্‌বহির্দ্দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মই প্রবল ছিল। সেই সময়ে হিন্দুরা মনে করিলেন যে বিদেশে গেলে পাষণ্ড সংশ্রবে লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। সেই জন্য তাঁহারা বিদেশ গমন নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তদবধি হিন্দুদের বিদেশেরসম্বন্ধীয় জ্ঞান নিতান্ত কম হইয়াছিল। অধিকন্তু অন্যান্য দেশে বিজাতীয় লোকের আধিপত্য হওয়ায় সেই দেশের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দেশ, নগর, নদী, পর্ব্বত ও সমুদ্রের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক স্থানে সমুদ্র শুষ্ক হইয়া সেইস্থানে দেশ হইয়াছে; নগর স্থানে জঙ্গল হইয়াছে এবং জঙ্গলস্থানে জনপদ হইয়াছে। এইরূপে সুদীর্ঘ কালে নানারূপ অবস্থা বিবর্ত্তিত হওয়ায় প্রাচীন আর্য্য ভূগোল সহজে এখন বোধগম্য হয় না। তদ্দৃষ্টে ইউরোপীয়ের বিবেচনা করিতেন যে প্রাচীন হিন্দুগণের ভারতের

বাহিরে কোন দেশের বৃত্তান্ত জানা ছিল না। কিন্তু এখন সে ভ্রম অনেক দূর কমিয়াছে। ইক্ষু দ্বীপে, বালী দ্বীপে, লম্বক ও বাঙ্কা দ্বীপে এখনও হিন্দুর বসতি আছে। যবদ্বীপ, যাবা, সুমাত্রা দ্বীপে ও শিঙ্গাপুরে হিন্দু কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। ঐ সকল দ্বীপের নামগুলিও সংস্কৃতমূলক। ফরাসীদের অধিকৃত আনাম দেশে যে আর্য্য রাজত্ব ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তুর্কীস্থানে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাম্রফলক ও শিলালিপি আবিস্কৃত হইয়াছে। কাস্পীয়ান সাগরের পশ্চিম দক্ষিণ দিকে হিন্দুদের মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। তুরুস্ক দেশে অসুরিয়া (Assyria) রাজ্যের রাজা নবকাদনেশ্বর, মহাবলেশ্বর প্রভৃতির নাম শুনিলেই তাহারা যে আর্য্য সন্তান তাহা জানা যায়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৭৯১ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত এশিয়াটিক রিসার্চ নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে মিসর ও আবিসিনিয়ার প্রাচীন সভ্যতা আর্য্য সভ্যতা মূলক। পার্শী ও রোমানেরা যে আর্য্য সন্তান তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন আর্য্যগণ যে ভারতের বাহিরে বহুদেশ জানিতেন তদ্‌বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নাই। পুরাতন গ্রন্থাদিতে যে সমুদায় স্থান, নদী, পর্ব্বত ও সাগরের নাম পাওয়া যায় তাহার বর্ত্তমান নাম যোগ করিয়া যথাসাধ্য তাহাদের অবস্থান নির্ণয় করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

(জম্বুদ্বীপের মানচিত্র দ্রষ্টব্য)

বর্ত্তমান এশিয়া খণ্ডকে প্রাচীন আর্য্যেরা জম্বুদ্বীপ বলিতেন। কিন্তু তখন সাইবিরিয়া উত্তর মহাসাগরের জলতলে নিমগ্ন ছিল। উহা কোন দেশ মধ্যে ছিল না। সুমেরু পর্ব্বত যাহার বর্ত্তমান নাম আলতাই পর্ব্বত তাহাই জম্বুদ্বীপের উত্তর প্রান্তে ছিল। তাহার উত্তরেই ক্ষীর সমুদ্র অর্থাৎ উত্তর মহাসাগর ছিল। পরবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দেখা যায় যে ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থলে সুমেরু পর্ব্বত। তস্মাৎ অনুমান হয় যে তখন সাইবিরিয়ার দক্ষিণ ভাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল। ঐ ভূমি ইলাবৃতবর্ষেরই অংশরূপে গণ্য হইত।

জম্বুদ্বীপে নববর্ষ বা নয়টী দেশ ছিল যথা—(১) ভারতবর্ষ বা নাভিবর্ষ (২) প্রাগ- বর্ষ (৩) ভদ্রাশ্ববর্ষ বা চীনদেশ (৪) ইলাবৃতবর্ষ বা মহাচীন

(৫) কিম্পুরুষ- বর্ষ বা তিব্বত দেশ (৬) হুনদেশ বা রম্যকবর্ষ (৭) পারস্য দেশ (৮) পহ্লবদেশ (৯) কেতুমালবর্ষ বা আরব দেশ।

---

(১) ভারতবর্ষ।

আর্য্যগণ ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথম আর্য্যসমাজ স্থাপন করিলে এগার জন ব্রাহ্মণ অংশ করিয়া তদুপরি কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাঁহারা ক্রমশঃ রাজ্য বিস্তার করিয়া গঙ্গার পশ্চিম ধার হইতে গান্ধার দেশের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ছিলেন। সেই স্থানের নাম সুবাস্তু বা নাভিবর্ষ প্রদেশ। বেণ রাজার পুত্র পৃথু নামক ক্ষত্রিয় নাভি বর্ষের রাজা হইয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্বদিকে মগধদেশ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত। তাঁহার রাজ্যের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। চন্দ্রবংশীয় রাজা ভরত যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহার পশ্চিমে সিন্ধু নদ ও লবণ সমুদ্র, পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্মপুত্রনদ ও লবণ সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত এবং দক্ষিণে লবণ সমুদ্র। সেই স্থানের নাম ভারতবর্ষ। তাঁহার রাজ্য পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রচুর বর্দ্ধিত হইয়াছিল বটে কিন্তু সিন্ধু নদের পশ্চিমে তাঁহার রাজত্ব ছিল না। সেই অঞ্চলে গান্ধার প্রভৃতি দেশে অসুর এবং দৈত্যদিগের রাজত্ব হইয়াছিল।

পৃথুরাজার পরে এবং ভরত রাজার পূর্ব্বে এই মধ্যবর্ত্তী কালে আর্য্যদিগের মধ্যে সুর ভক্ত ও অসুর ভক্ত দুই দল হইয়াছিল। সেই দুই দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিবাদ হইত বটে কিন্তু তখনও উভয় দলে প্রগাঢ় শত্রুতা ছিল না। পরে উভয় দল একত্র মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। সমুদ্র মন্থন অর্থে সমুদ্র পথে দিগ্‌বিজয় এবং বাণিজ্য। সেই উপায়ে আর্য্যগণ প্রচুর ধন ও উপাদেয় দ্রব্য আহরণ করিয়াছিলেন। সেই যৌত পরিশ্রমে লব্ধ যাবতীয় দ্রব্য হইতে অসুরদিগকে বঞ্চনা করিয়া সুরগণ আত্মসাৎ করায় উভয় দলের মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা ও যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। দেবগণ সুরভক্তদের এবং দৈত্য ও রাক্ষসগণ অসুরভক্তদের সহায় হইয়াছিল। দীর্ঘকাল ঘোর যুদ্ধের পর অসুর ও দৈত্যগণ সিন্ধুর পশ্চিম পারে তাড়িত হইয়াছিল। সেই জন্য তাহাদের দেশের নাম পারস্যদেশ (সিন্ধোঃ পারস্যদেশ) হইয়াছিল;

তদবধি সেই দলের লোকদিগকে অসুর বা পারসী জাতি বলা হইত; এই জন্য আর্য্যাবর্ত্তের যে অংশ সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে অবস্থিত তাহাতে ভরতের রাজ্য ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষ ও পারস্যের সীমা কখন স্থির থাকিত না। যখন হিন্দুরা প্রবল হইতেন তখন বর্ত্তমান আফগানিস্তানের কতকাংশ তাঁহারা অধিকার করিয়া বসিতেন এবং পারসীদিগকে পশ্চিমদিকে তাড়াইয়া দিতেন। পক্ষান্তরে যখন পারসীরা প্রবল হইত তখন সমস্ত আফগানিস্তান এবং পঞ্জাবের কতকাংশ তাহারা দখল করিয়া লইত। মোগল রাজত্বের পূর্ব্বে আফগানিস্তান কোন পৃথক দেশ ছিল না এবং তাহার কোন পৃথক নামও ছিল না। বর্ত্তমান হিন্দুকুশ পর্ব্বত হিমালয়ের পশ্চিমাংশরূপে গণ্য ছিল।

রাক্ষসেরা ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইয়া প্রথমতঃ লঙ্কা দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিল। পরে দেবগণ কর্ত্তৃক লঙ্কা হইতে তাড়িত হইয়া রাক্ষসেরা পাতালে গিয়া বাস করিয়াছিল। কতক বা বর্ত্তমান ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপে, কতক আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে গিয়াছিল। রাবণের বিক্রমে রাক্ষসেরা পুনরায় লঙ্কা এবং ভারতবর্ষের নানা স্থান অধিকার করিয়াছিল। বর্ত্তমান লঙ্কা দ্বীপবাসী-গণ এবং ভারতের খন্দ, গোন্দ, কোল ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা সেই রাক্ষস-দিগের বংশধর। আমেরিকার নরমাংস ভোজী পুরাতন অসভ্য জাতিরাও রাক্ষসবংশীয় বলিয়া অনুমিত হয়।

হিন্দুদের দিগবিজয়ে জিত রাজ্য বিজেতার সম্পূর্ণ অধিকৃত হইত না। পরাজিত রাজা বিজেতার অধীনতা স্বীকার করিয়া কিছু কিছু রাজস্ব দিয়া নিজরাজ্য পূর্ব্ববৎ শাসন করিতেন। তাঁহার অধীন প্রজাদের অবস্থা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইত না। এই জন্য প্রজারা যোট করিয়া কোন আস্কন্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত না; আর সেনাপতি মরিলে কিম্বা পলাইলে অমনি তাহার সৈন্যেরা ভঙ্গ দিত। য়ুরোপে এক জাতি অন্য জাতিকে অধীন করিতে পারিলে অমনি তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া অধীনকে নিতান্ত অপদস্থ করিত। তজ্জন্য প্রজারা যোটবন্দি করিয়া আস্কন্দীর সঙ্গে যুদ্ধ করিত। সেরূপ যুদ্ধ হিন্দু জাতির ছিল না। ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিল। ভরত যখন সেই সকলকে অধীন করিয়া সার্ব্বভৌম সম্রাট হইয়াছিলেন তখন কোন রাজ্যই বিলুপ্ত হয় নাই। সম্রাটের মৃত্যু হইলেই অধীন রাজারা স্বাধীন হইত। অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয়

মান্ধাতা এবং রঘু রাজাও ঐরূপ সম্রাট হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা হিন্দুদিগের দিগবিজয়ের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিবিধ ভ্রমে পতিত হন।

(ভারতবর্ষের মানচিত্র দ্রষ্টব্য

(২) হরিবর্ষ বা প্রাগ্‌বর্ষ—প্রাগ্‌দেশ ;

ইহার পূর্ব্বে প্রাচ্য মহাসাগর, দক্ষিণে লবণ সমুদ্র, পশ্চিমে বঙ্গোপাসাগর ও ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তরে চীনদেশ ও কিম্পুরুষ, বর্ষ। ইহার পশ্চিম প্রান্তে কামরূপ, মণিপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামে হিন্দুরাজত্ব ছিল এবং অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু ছিল। এজন্য তাহারা আপনাদের দেশকে ভারতের অন্তর্গত জ্ঞান করে। অবশিষ্ট ভূভাগে আনাম দেশ, শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশ আরাকান ও পেগু অবস্থিত। তাহার দক্ষিণে মালয় প্রায়দ্বীপ।

ব্রহ্মদেশ—বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইবার পূর্ব্বে এই দেশে ব্রাহ্মণের রাজত্ব ছিল সেই জন্য এই দেশের নাম ব্রহ্মদেশ। বৌদ্ধযুগে কিঞ্চিদধিক আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা মগধদেশ হইতে গিয়া এই দেশ অধিকার করিয়াছিল। তাহাদের চেষ্টায় অধিকাংশ হিন্দু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এখনও ব্রহ্মদেশে ব্রাহ্মণ আছে কিন্তু তাহাদের ভাষা, পরিচ্ছদ এবং আচার ব্যবহার প্রায়ই মগদিগের সদৃশ। ব্রহ্মদেশীয় লোকদিগকে যে মগ বলে তাহা মগধ শব্দ হইতে উৎপন্ন। অথচ সমস্ত মগ মগধ দেশীয় নহে। মগদের মেলাও গুণ অত্যন্ত অধিক। তাহারা হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টানদিগকে নিরাপত্তে উপপতি বা উপপত্নী রাখে। সেই সংযোগে যে সন্তান হয় তাহারা বিশুদ্ধ মগ বলিয়া গণ্য হয়। ইহাদের বিবাহের কোন বন্ধন নাই। স্বামী ও স্ত্রী যখন ইচ্ছা তখনই স্ত্রী বা স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে। ব্রহ্মদেশের রাজবংশকে আলমপূরা রাজবংশ বলিত। তাঁহারা বিলক্ষণ পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহারা পেগু, আরাকান এবং পূর্ব্ব আসাম জয় করিয়া নিজ রাজ্যের সামিল করিয়াছিলেন। ইংরেজী ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে এই সাম্রাজ্য ইংরেজের অধিকৃত হইয়াছে। এইরাজ্যের উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত

পর্য্যন্ত ঐরাবতী নদী প্রবাহিত। ঐ নদী দিয়া কৈলাস পর্ব্বত হইতে স্বর্ণ রেণু ভাসিয়া আসে। ঐ দেশের মধ্যেও নানা প্রকার উৎকৃষ্ট খনিজ পদার্থ জন্মে। জঙ্গলে হস্তী, শ্বেতহস্তী ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া যায়। নগরের মধ্যে মণ্ডলা, অমরাপুর ও আভা বা রত্নপুর প্রধান। এই দেশের সমস্ত ভূমিই উর্ব্বরা কিন্তু লোকেরা অল্প পরিশ্রমী ও জুয়া খেলায় আসক্ত। এখানে স্ত্রীলোকের বয়স অনুসারে নাম পরিবর্ত্তিত হয়। স্বামী ও পত্নী যাহা উপার্জ্জন করে তাহার পত্নী বা স্বামী অর্দ্ধাংশ পায়। পত্নী অন্তঃপুরে বাস করে না। তাঁহারা সর্ব্বত্র স্বেচ্ছামত গমন করিতে পারে এবং সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে পারে। দোকানদারী প্রায়শঃ যুবতী রমণীরা করিয়া থাকে। শ্যাম-দেশের রাজারা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাদের সৈন্যের চতুর্থাংশ স্ত্রীলোক। রমণীগণকে সৈন্য মধ্যে গ্রহণ এই দেশে অতি প্রাচীন-কাল হইতে চলিতেছে। কাম্বোডিয়া ও কোচীনের রাজারা কাম্বোজ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহারা বহুদিন বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করায় রাজ্যচ্যুত হইয়া এই সমুদায় স্থানে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। সেই রাজাদের ভববর্ম্মা, ঈশান বর্ম্মা, ধরণীধর বর্ম্মা, উদয়াকর বর্ম্মা প্রভৃতি নাম শুনিলেই তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া জানা যায় অথচ কাম্বোডিয়া শব্দটি যে কাম্বোজ শব্দের অপভ্রংশ তাহাও ঠিক। অনেক রাজবংশের রীতি ছিল যে তাঁহারা যখন যেখানে রাজত্ব করিতেন সেই স্থানেই পূর্ব্ববাসস্থানের নাম প্রতিষ্ঠা করিতেন। বর্ত্তমান আফগানিস্তানের উত্তর পূর্ব্বাংশই সর্ব্ব প্রাচীন কাম্বোজ দেশ, সেই রাজ্য বঞ্চিত হইয়া কাম্বোজগণ গুজরাটের দক্ষিণে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। কাম্বে নগর এবং খাম্বাজ উপসাগরের নাম কাম্বোজ শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার পর কাম্বোজ ক্ষত্রিয়গণ যেখানে গিয়াছেন সেই খানেই উক্ত পরিচয় সঙ্গে গিয়াছে। দিনাজপুরে ও দক্ষিণাবর্ত্তে এবং শ্রীহট্টে কাম্বোজ রাজ্য ছিল। সেই বাঙ্গালী কাম্বোজ বংশই পরে কাম্বোডিয়ায় রাজা হইয়াছিলেন। সমস্ত প্রাগ্‌বর্ষ মধ্যে একমাত্র শ্যামের রাজা এখনও স্বাধীন আছেন। অবশিষ্ট সমস্তই ইংরেজ ও ফরাসীরা অধিকার করিয়াছে। লেওসের কিয়দংশ চীনের অধিকৃত আছে।

মালাকা একটি প্রায় দ্বীপ ইহা জম্বুদ্বীপের সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষিণবর্ত্তী ভূমি। ইহার

অধিবাসীরা রাক্ষসবংশীয় (Malayan Race)। তাহাদের সহ আর্য্য জাতির কোন সম্বন্ধ নাই ; ইহা য়ুরোপীয়েরাও স্বীকার করেন অথচ তাঁহারা তর্ক করেন যে, সমস্ত মনুষ্য একই পূর্ব্বপুরুষের সন্তান। মালাকার অর্দ্ধেক সর্ব্বথা ইংরেজাধিকৃত অবশিষ্ট অর্দ্ধেক শ্যামরাজের অধীন। কিন্তু তিনি কেবল নির্দ্দিষ্ট মালীকানা লভ্য পান মাত্র। ইংরেজেরা ইজারদাররূপে এই অর্দ্ধাংশও দখল করেন।

(প্রাগ্‌বর্ষের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।)

৩। ভদ্রাশ্ববর্ষ বা চীনদেশ।

ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্ব মহাসাগর, দক্ষিণে প্রাগ্‌বর্ষ, এবং পশ্চিমে মহাচীন ও কিম্পুরুষ বর্ষ উত্তরে মহাচীন। এই দেশের মধ্য দিয়া হোয়াংহো এবং ইয়াং-শিকিয়াং নদী প্রবাহিত। ভূমি অতি উর্ব্বরা এবং লোক সংখ্যা অতিশয় অধিক। এইদেশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই সভ্য এবং একই বৃহৎ সাম্রাজ্য ভুক্ত। মনুসংহিতার উৎপত্তির পূর্ব্বাবধি এই দেশে আর্য্যজাতির যাতায়াত ছিল তাহা স্মৃতির দশম অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে। এই দেশের প্রাগুক্ত দুই বৃহৎ নদীর নাম হিন্দু শাস্ত্রে সীতা গঙ্গা এবং শান্তিমতী নামে কথিত হইয়াছে। ইহাতে সমৃদ্ধ সহস্র নগর থাকা পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা প্রসিদ্ধ দেশ এবং ইহার রীতিমত ইতিহাস আছে।

ভারতে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্ম খুব প্রবল ছিল। অশোক ও তৎপরবর্ত্তী মগধ সম্রাটগণ বৌদ্ধদিগের মস্তক স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারাই চীন প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতের সহ চীনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই দেশে প্রথমে প্রস্তরে অক্ষর খুদিয়া ছাপা করিবার রীতি এবং দিগ্‌দর্শনের গুণ আবিস্কৃত হইয়াছিল।

(চীনের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।)

ইলাবৃতবর্ষ বা মহাচীন।

ইহার পূর্ব্ব সীমা পূর্ব্ব মহাসাগর, দক্ষিণে চীন ও তিব্বত, পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্ব্বত যাহাকে এখন বেলুর তাগ বলে এবং ইহার উত্তরে আলতাই (সুমেরু পর্ব্বত)। এই প্রকাণ্ড ভূভাগকে ইউরোপীয়েরা তার্ত্তার দেশ বলেন। তার্ত্তার শব্দটি ইউরোপীয় শব্দ তাহা এসিয়াখণ্ডে অজ্ঞাত। স্থানীয় লোকে এবং চীনেরা ইহাকে মেমে চীন বলে তাহা মহাচীন শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দুশাস্ত্রে এই দেশে দৈত্য ও দানবের আবাস বর্ণিত হইয়াছে। দৈত্য জাতির বর্ত্তমান নাম মোগল এবং তাহাদের বাসস্থানের নাম মোঙ্গলিয়া। দানবদের বর্ত্তমান নাম মাঞ্চু এবং তাহাদের বাসস্থানের নাম মাঞ্চুরিয়া। এই প্রকাণ্ড দেশে গ্রাম নগর প্রায় নাই। প্রায় সমস্ত লোকই যাযাবর অবস্থায় কালযাপন করে। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া তাম্বুতে বাস করে এবং পশু পালন ব্যবসায় করে। তাহারা যেখানে ঘাস জলের সুবিধা দেখে সেইখানেই তাম্বু পাতিয়া কিছুদিন বাস করে তথায় খাদ্যাভাব হইলেই স্থানান্তরে চলিয়া যায়। তাহারা পালিত পশুমাংস এবং যুদ্ধে নিহত শত্রুর মাংস খায়। পশুর চর্ম্ম ও পশম দ্বারা বস্ত্র, শয্যা ও তাম্বু তৈয়ারী করে। তাহারা তরবারি, ঢাল, শর্কি প্রভৃতি অস্ত্রাদিও তৈয়ারী করিতে পারে। তাহারা দলে দলে সর্ব্বদাই যুদ্ধ করে এবং পার্শ্ববর্ত্তী দেশে গিয়া ডাকাতি করে। ইহারা দাস, দাসী, পশু, চর্ম্ম ও পশম বিক্রয় করিয়া সভ্য দেশ হইতে অস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনে। ইহাদের বিদ্যার চর্চ্চা নাই, মানাপমান জ্ঞান নাই এবং পাপ পুণ্য বোধ নাই। ইহাদের মধ্যে বিবাহ প্রথা আছে কিন্তু তাহার বিশেষ আটাআটি নাই। ইহারা সুন্দরী রমণী হরণ করিয়া সচরাচর নিজ পত্নী, পুত্রবধূ বা ভ্রাতৃবধূ করে আবার সুন্দর পুরুষ বন্দীসহ মাতা, ভগিনী এবং কন্যার বিবাহ দিতে দোষ জ্ঞান করে না। ইহারা নিজ মাতা, পত্নী, পুত্রকন্যাদিকে প্রয়োজন হইলে দাস দাসী রূপে বিক্রয় করে। ইহাদের চক্ষু ছোট, গোলাকার এবং খুব উজ্জ্বল। ইহাদের বর্ণ শুভ্র এবং শ্মশ্রু হয় না। ইহারা উগ্র স্বভাব, নিষ্ঠুর সাহসী এবং অশ্বচালনে

বিলক্ষণ পটু। ইহারা স্বদেশে চিরকালই এই ভাবে আছে। এতদপেক্ষা অধিকতর সভ্য কখন হয় নাই।

যেমন ঘাসী জমিতে মল, মূত্র, ছাই প্রভৃতি অপকৃষ্ট পদার্থ নিক্ষেপ করিলে প্রথমতঃ সেই জমির উপরিস্থিত বৃক্ষ লতাদি মৃতপ্রায় হয়। তাহার পর যখন সেই সমস্ত কদর্য্য পদার্থ মাটির সহ মিশিয়া যায় তখন সেই সকল ময়লা মাটীর সার স্বরূপ হয়, মাটী সতেজ হয় এবং তদুপরিস্থ বৃক্ষাদি পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ তার্ত্তার জাতি মনুষ্য সমাজের সার পদার্থ স্বরূপ। এই তার্ত্তার জাতি কোটি কোটি লোক হত্যা করিয়া চীন ও জাপান দেশ অধিকার করিয়া তদ্দেশবাসী হইয়াছিল। এখন সেই তার্ত্তার সন্তানেরাই ঐ সকল দেশের গৌরবের আধার এবং বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষক। সেই তার্ত্তার জাতি রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া য়ুরোপে প্লাবিত হইয়াছিল। আধুনিক য়ুরোপের যাবতীয় প্রধান জাতিই সেই নরমাংসভোজী তার্ত্তার সন্তান। এই তার্ত্তার জাতি চেংহিস্ খাঁ ও হালাকুর অধীনে * কোটি কোটি মুসলমান হত্যা করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। বিজয়ী মোগলেরা মুসলমান রমণীদিগকে সুন্দরী দেখিয়া তাহাদিগকে নিজ ভোগ্যা করিয়াছিল। আবার তাহাদের পরামর্শে মোগলেরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আধুনিক কাবুলের আমীর, পারস্য সম্রাট এবং তুরস্ক সম্রাট সকলেই মুসলমান বিনাশক সেই মোগলের সন্তান।

সন্তানেরা কেহ জনকের আকৃতি প্রাপ্ত হয়, কেহ বা জননীর আকৃতি পায় অপর কেহ বা উভয়ের মিশ্রিত আকৃতি পায়। সেইজন্য যে সকল মোগল বিদেশে গিয়া বাস করিয়াছে তাহাদের দুই তিন পুরুষে আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থানীয় লোকসদৃশ হইয়াছে। জাতীয় বা ব্যক্তিগত প্রকৃতি আরো সহজে বদলাতে পারে। রক্ত মিশ্রণ ব্যতীত কেবল সংসর্গ এবং শিক্ষা দ্বারায় চরিত্র সংপূর্ণ অন্য রূপ হইতে পারে। অন্য বিজেতৃ জাতিরা জিত দেশে আপনাদের রীতি নীতি ভাষা পরিচ্ছদ ও ধর্ম্ম স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার্ত্তার জাতির রীতি তাহার বিপরীত। তাহারা বিজিত জাতীয়া রমণী গ্রহণ করে। তাহাদের

* চেংহিস্ খাঁর প্রকৃত নাম তমুচি। তিনি বহুদেশ জয় করিয়া চেংহিস্ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। চেংহিস্ শব্দের অর্থ পৃথিবীর রাজা।

রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, ভাষা এবং পোষাক গ্রহণ করিয়া সর্ব্বথা সেই বিজিত জাতির সহ মিশিয়া যায়। তখন সেই বিজিত জাতি পূর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমে, বিদ্যাতে বুদ্ধিতে সর্ব্ব বিষয়ে সমধিক সমুন্নত হয়।

কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বত।

ইহার উত্তরে কৈলাস পর্ব্বত (বা কিউন লন), পূর্ব্বে চীন দেশ, দক্ষিণে হিমাচল এবং পশ্চিমে হূণ দেশ। ইহার পশ্চিমভাগে কিন্নর জাতির বসতি ছিল। তাহার পূর্ব্বে কিন্নর, নাগ এবং তার্তার জাতি মিশ্রিত সঙ্কর জাতীয় লোক বসতি করিত। তাহাদের শরীরের বর্ণ সুন্দর বটে কিন্তু আকৃতি সুন্দর নহে। তাহারা অতিশয় মলিন অবস্থায় থাকে। তাহাদের গায়ে দুর্গন্ধ; আবার স্ত্রী জাতির শ্মশ্রু বন্ধুর যেন মধ্যে মধ্যে কাটিয়া ফেলিয়াছে। হিন্দুরা তাহাদিগকে "ভূত" বলিত তদপভ্রংশে চীনেরা ভোট বলে। সেই নামই এখন প্রসিদ্ধ। ইউরোপীয়েরা এই দেশকে "টিবেট" বলেন। তিব্বত শব্দ সেই টিবেট শব্দের অপভ্রংশ। চীনের একাক্ষরা ভাষায় বিদেশীয় শব্দ কিম্বা কোন নূতন শব্দ স্পষ্ট লেখা যায় না। সেই হেতু ব্রহ্মপুত্র ও কৈলাস শব্দ স্থলে ৎসাম্পু এবং কিউন লন লিখিত হয়। কিন্তু গঙ্গা, মানস সরোবর এবং রাবণ হ্রদের নাম পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সিন্ধু নদ, শতদ্রু নদ, ব্রহ্মপুত্র নদ, গঙ্গা, যমুনা, শিপ্রা, তিস্তা, হোয়াং হো, ইয়াং শিকিয়াং, ঐরাবতী, মেকিয়াং মীনাম আর পশ্চিমে জৈহুন, সৈহুন প্রভৃতি এশিয়া খণ্ডের অধিকাংশ বড় বড় নদ নদী এই দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া নানাদিকে নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। কৈলাস পর্ব্বত বহু ধনের আকর এবং কুবেরের ভাণ্ডাররূপে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এখনও ঐরাবতী মেকিয়াং এবং মীনাম নদীর স্রোতে স্বর্ণ রেণু ভাসিয়া যায়। সুতরাং তাহাদের উৎপত্তি স্থানে যে স্বর্ণের খনি আছে তাহা নিশ্চিত জানা যায়। স্থানীয় ভুটিয়া লোকেরা খনি হইতে ধাতু উঠাইতে এবং পরিস্কার করিতে জানে না। চীনা লোকেরা খনি হইতে ধাতু উঠাইয়া লইয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা ঘোর দরিদ্র। শিখিম ও ভোটান প্রকৃত পক্ষে তিব্বতেরই অংশ এবং তাহার অধিবাসীও ভুটিয়া লোক। কিন্তু এখন ঐ দুই প্রদেশ ভারতের অংশরূপে গণ্য হইয়াছে।

কৈলাস পর্ব্বত মহাদেবের বাসস্থান ছিল। এখন তৎপরিবর্ত্তে হ্লাসা নগরে দলইনামা বাস করেন। তিনি সমস্ত বৌদ্ধদিগের মহাগুরু। মহাদেবের যেমন বৈষয়িক কার্য্যের অধ্যক্ষ কুবের অলকা পুরীতে থাকিতেন; এখন তদ্রূপ তিস্থ লামা টিসু লম্বু নগরে আছেন। তিব্বতের উত্তর পশ্চিমভাগ অতি উচ্চ, শীতল এবং অনুর্ব্বর অধিত্যকা। বিষ্ণু পুরাণে ঐ স্থানকে মহাদেবের মস্তক স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং চতুর্গঙ্গার উৎপত্তি স্থান বলা হইয়াছে। শীতকালে সেই স্থানে যে বরফ জমে গ্রীষ্মকালে তাহা গলিয়া নদ নদী উৎপন্ন হয়। যেমন (১) সারিদ্বরা বা সীতা গঙ্গা পূর্ব্বমুখে গিয়া ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব মহাসাগরে পড়িয়াছে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্ গঙ্গা। ইহার বর্ত্তমান নাম ইয়াং শিকিয়াং।

(২) ভাগীরথী গঙ্গা বা অলকনন্দা ইহা গোমুখী প্রপাত হইতে দক্ষিণ মুখে গিয়া ভারতবর্ষ দিয়া লবণ সমুদ্রে পড়িয়াছে।

(৩) অক্ষি গঙ্গা পশ্চিম মুখে হুণ দেশের মধ্য দিয়া গিয়া কাস্পিয়ান সাগরে মিশিয়াছে। সংস্কৃতে ইহাকে অক্ষু বক্ষু এবং বংক্ষু নামেও উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রীকেরা ইহাকে অক্সস Oxus এবং আরবী জাতিরা ইহাকে জৈহুন বলিত।

(৪) স্বর্গগঙ্গা বা মন্দাকিনী স্বর্গপথে উত্তর মুখে গিয়া উত্তর সাগরে মিলিয়াছে। পুরাণে ইহাকে সুভদ্রা ও সুনন্দা বলিয়া উল্লেখ আছে। গ্রীকেরা ইহাকে যাগ্‌যার্টিস বলিত। ইহার আরবী নাম সৈহুন। সেই মন্দাকিনীর সঙ্গম স্থান এখন সমুদ্র হইতে বিছিন্ন অরল হ্রদ নামে পরিণত হইয়াছে।

তিব্বতের পূর্ব্ব দক্ষিণভাগ তত পাহাড় পর্ব্বত আকীর্ণ নহে এবং শীতও বেশী নহে। তথাতে বেশ কৃষিকার্য্য হইতে পারে। কিন্তু লোকগুলি অলস কৃষিকার্য্যে তাহাদের মনোযোগ নাই। পশুপালন তাহাদের প্রধান ব্যবসায়। পশু বিক্রয় এবং তাহাদের চামড়া ও পশম বিক্রয় এবং পশমি কম্বল বিক্রয় দ্বারা তাহারা অতি দরিদ্রভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইষ্টক বা প্রস্তরের ঘর প্রায় নাই। কাঠের মাচাপাড়া ঘরে তাহারা বাস করে। ইহাদের সভ্যতা ভারতবর্ষ হইতে আনীত। অনেক বাঙ্গালি হিন্দু যে এই দেশে প্রতিপন্ন হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এখানকার ভাষার অধিকাংশ সংস্কৃতমূলক কিন্তু

উচ্চারণ এত বিকৃত যে, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। স্ত্রীলোক এদেশে পুরুষের সম্পত্তি মধ্যে গণ্য। ঘোড়া, গরু, মহিষ, পাঁঠা, ভেড়া, প্রভৃতি যেরূপ সম্পত্তি স্ত্রীলোকও তাদৃশ সম্পত্তিবিশেষ। পুরুষেরা স্বেচ্ছামত তাহাদিগকে দান, বিক্রয়, বন্ধকাদি দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারে। কোন পরিবারে পুরুষ না থাকিলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি রাজকীয় লোকে জব্দ করে। অপর মালের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও নীলাম করিয়া মূল্যের টাকা রাজকোষে পাঠায়। যৌত পারিবারিক নিয়ম ভুটিয়াদের মধ্যে উচ্চতম সীমায় উঠিয়াছে। যৌত ভুটিয়া পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তারূপে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। তিনি নিজ বিবেচনা মতে অপর ভ্রাতাদিগকে সাংসারিক বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োগ করেন। কনিষ্ঠদিগের প্রতি যে কোন অত্যাচার হয় তাহা বোধ হয় না। কর্ত্তা প্রত্যেক কনিষ্ঠের সুখের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। কনিষ্ঠেরা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অবসর পায় এবং নিশ্চিন্তে ঘুমায়। কনিষ্ঠেরা সর্ব্বদা কর্ত্তাকে পরামর্শ দিতে পারে এবং নিজ ইচ্ছা ও প্রয়োজন কর্ত্তাকে জানাইতে পারে। পত্নী ও উপপত্নী গ্রহণের অধিকার কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কাহার নাই। কর্ত্তা নিজ বিবেচনা মত অনেক পত্নী ও উপপত্নী রাখেন। কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠের সেই সকল ভার্য্যা সহ যোগাযোগ করে। তাহাতে কোন দোষ হয় না। প্রতিবাসীর সম্মতি লইয়া তাহার ভার্য্যাগণ সহ সঙ্গম দূষ্য নহে। কনিষ্ঠ দ্বারা জ্যেষ্ঠের পত্নীতে উৎপন্ন সন্তানেরা সকলেই কর্ত্তার সন্তান বলিয়া গণ্য হয়। ভুটিয়াদের পত্নী ও উপপত্নীতে কোন পার্থক্য নাই। য়ুরোপীয়েরা নিগূঢ় কথা বুঝিতে না পারিয়া বিবেচনা করেন যে, ভুটিয়ারা বহু পুরুষে এক স্ত্রী বিবাহ করে; বাস্তবিক তাহা ভুল। ভুটিয়া পরিবারের কর্ত্তা একাকী বিবাহ করে কিন্তু তাহার পত্নী সহ কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজনের সংযোগ দূষণীয় হয় না। ভুটিয়া পরিবারের সকল স্ত্রী ও সকল সন্তান এক মাত্র কর্ত্তার স্ত্রী ও সন্তান গণ্য হওয়াতে তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ও শরীকী বিবাদ হয় না।

চীনের কর্ত্তৃত্বাধীনে তিব্বত দেশ দলইলামার রাজ্য। কেবল তিব্বতের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে লাডক প্রদেশ কাশ্মীররাজের অধীন এবং নেপালের উত্তরে কিছু দূর নেপালের অধীন।

(তিব্বতের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।)

হূনদেশ।

ইহার পূর্ব্বে মহাচীন, দক্ষিণে আর্য্যাবর্ত্ত ও পারস্যদেশ, পশ্চিমে ঘৃত সমুদ্র এবং উত্তরে ক্ষীর সমুদ্র। প্রাচীনকালে এই দেশ আর্য্য-জাতির অধিকৃত এবং আর্য্যকীর্ত্তিমালায় পরিপূর্ণ ছিল। পানিনি ব্যাকরণে উক্ত আছে যে, "বৈদিক সংস্কৃত ভাষা এই দেশের প্রচলিত ভাষা ছিল তাহা সুশিক্ষার জন্য এবং অনর্গল কথোপকথন অভ্যাস জন্য আর্য্যগণ এই দেশে যাইত"। তখন এই দেশ অতীব উন্নত এবং সুখকর ছিল। বিষ্ণুপুরাণে এই দেশ রম্যকবর্ষ নামে উক্ত হইয়াছে। তাহার অধিকাংশ দেবস্থান বা স্বর্গ; দক্ষিণ ভাগ গন্ধর্ব্ব দেশ বা চৈত্ররথ (বর্ত্তমান চিত্রল) পশ্চিমভাগে বাহ্লীক ও আড়ুষ্ট দেশ।

দৈত্য ও দানবেরা (মোগল ও মাঞ্চুজাতীয় তার্ত্তারেরা) সর্ব্বদা দেবগণকে আক্রমণ করিত। তাহারা কখন কখন জয়ী হইয়া দেবগণকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিত। দেবগণ বিবিধ উপায়ে স্বর্গ পুনরধিকার করিতেন। সেই সকল যুদ্ধে আর্য্যবীরেরা দেবগণের সাহায্য করিতেন। তেমনি আবার অসুরগণের সহ যুদ্ধে দেবগণ আর্য্যগণের সাহায্য করিতেন। ভারতের আর্য্যগণ সহ স্বর্গীয় দেবগণের সাদৃশ্য সম্বন্ধও যাতায়াত ছিল। তদৃষ্টে অনেকে অনুমান করেন যে আর্য্যগণ সেই দেবস্থান হইতে কতকটি আসিয়া সুবাস্তুতে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই দেব সন্তানগণ ভারতের আদিম নিবাসীদিগকে জয় করিয়া আর্য্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দেবগণ মধ্যে যাঁহারা বিদ্যা ও ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের উপাধি দেব শর্ম্মণ। আর যাঁহারা রাজ্য শাসন ও যুদ্ধকার্য্য করিত তাঁহারাই ক্ষত্রিয়। তাঁহাদের উপাধি দেব বর্ম্মণ। পরাজিত অধীনীকৃত লোকের মধ্যে যাহারা দেবগণের অধীনতা স্বীকার করিয়া শান্তভাবে ব্যবসায় করিত তাহারাই বৈশ্য। আর যাহারা বন্দী বা ক্রীত হইয়া আর্য্যগণের অধীন হইয়াছিল তাহারাই শূদ্র।

পাবনা জিলায় ভরাঙ্গার জমিদার শ্রীযুত উমেশ নারায়ণ চৌধুরী উপরি উক্ত বিলাতী সিদ্ধান্তই সমর্থন করেন।' শ্রীযুত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন ইলাবৃত-বর্ষ. অর্থাৎ মোঙ্গলীয়াকে আর্য্যজাতির আদিমস্থান বলেন। কাশ্মীরের প্রাক্

তত্ব অনুসন্ধাতা শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন যে তুরস্ক দেশে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী পণ্টাস প্রদেশ :আদিম আর্য্যভূমি। উপরি উক্ত মতাবলী মধ্যে কোনটিই আমি বিশুদ্ধ জ্ঞান করিনা। তাহার কারণ এই যে,

(১) "আর্য্যগণ অন্যদেশ ভারতবর্ষে আসিয়াছিল" ইহা হিন্দুশাস্ত্রে নাই। কোন দেশের কোন গ্রন্থে নাই এবং তাদৃশ কোন কিম্বদন্তীও কুত্রাপি নাই। ভারতবর্ষ হইতে লোক নানা দেশে গিয়াছে, ইহাই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়। বাইবল বিশ্বাসীরা ভারতবর্ষকে কোন মনুষ্যের আদিম স্থান বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। কাজেই উল্টা গদ ধরেন। প্রকৃত পক্ষে ভারত হইতেই আর্য্য জাতি নানা দেশে গিয়াছে, তাহাতেই সাদৃশ্য দেখা যায়।

(২) স্বর্গীয় দেবগণ কশ্যপ মুনির সন্তান। তাহারা ভারত হইতে দিগ্-বিজয় প্রয়াসে উত্তর দিকে গিয়া বর্ত্তমান তুরাণে বাস করিয়াছিল। পারসীরা আর্য্য সন্তান ভারত হইতে তাড়িত হইয়া সিন্ধুনদের পশ্চিমে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। পুরাণ সমূহে ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে।

(৩) মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায় ৩১—৩৯ শ্লোকে স্পষ্ট লেখা আছে যে সমস্ত মনুষ্য একই দম্পতির সন্তান নহে। দেব, দৈত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পশু পক্ষী প্রভৃতি সকলেই পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রথমে তাহাদের শারীরিক বর্ণদ্বারা জাতীয় ভিন্নতা জানা যাইত। তাহাদের কর্ম্মগত পার্থক্য পরে হইয়াছে।

(৪) শূদ্র নামে একটি কৃষ্ণবর্ণ জাতি হিন্দু সমাজে প্রথমাবধিই ছিল; তাহাদের প্রতি যে সকল চকার্য্য অনধিগম্য বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল, তাহাদের বুদ্ধি ক্ষমতার অল্পতাই তাহার কারণ। অনেক বিষয়েই শূদ্রের এবং স্ত্রীজাতির অযোগ্যতা সমান। বৃটেন ভিন্ন য়ুরোপে কুত্রাপি স্ত্রীলোক রাজা হইতে পারে না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধশাস্ত্র মতেও স্ত্রীলোক রাজত্ব প্রভুত্ব পাইতে পারে না। ইহা পক্ষপাত বা দণ্ডস্বরূপ নহে। হিন্দুশাস্ত্রমতে কন্যা রাজা হইতে নিজে পারে না বটে কিন্তু দৌহিত্র দায়াদরূপে রাজপদ পায়। অন্যান্য শাস্ত্রে কন্যার দায়াদও রাজপদ পায় না। স্ত্রীজাতির বুদ্ধি, বিক্রম ও তেজস্বিতার অল্পতাই তাহাদের সেই অব স্থিতির হেতু। বৃটনের রাজপদের কোন ক্ষমতা নাই সুতরাং স্ত্রীলোকে সেই পদ পাইতে পারে।

সত্যযুগে তপস্যা, বিচার ব্যবস্থাদি উচ্চ কার্য্য কেবল ব্রাহ্মণেরাই করিতে পারিতেন। কিন্তু মনুষ্য বুদ্ধি উন্নতিশীল জন্য শাস্ত্রকারেরা সেই সব অধিকার ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়দিগকে, দ্বাপরে বৈশ্যদিগকে, এবং কলিযুগে স্ত্রীলোক ও শূদ্র-দিগকেও দিয়াছেন। ইহাদ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে শূদ্রেরা পরাজিত অধিনীকৃত জাতি নহে। তাহাদের প্রতি শাস্ত্রকারদের কোন বিদ্বেষ ছিল না। কলিযুগে বর্ত্তমান সময়ে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা হেতু শূদ্র ও স্ত্রীজাতির বুদ্ধির উৎকর্ষ হওয়াতে তাহাদের অধিকার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পরন্তু এক্ষণ যে সমুদায় শূদ্র দেখা যায় তাহাদের সমস্তই প্রাচীন শূদ্রবংশীয় নহে; কায়স্থাদি অনেক বিশুদ্ধ আর্য্য সন্তান অপরাধের জন্য শূদ্রত্বে পাতিত হইয়াছিল। অধিকাংশ সঙ্কর জাতি শূদ্র শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে। তজ্জন্যই এখন শূদ্র শ্রেণী মধ্যেও অনেক লোককে সুন্দর আকৃতি, সদাশয় এবং বুদ্ধিমান দেখা যায়। ঠিক সেইরূপ আমেরিকার নিগ্রোশ্রেণী মধ্যে ও অনেক মিশ্ররক্ত সম্ভূত লোক আছে যাহাদের আকৃতি ও বুদ্ধি য়ুরোপীয়দের তুল্য।

কাস্পীয়ান হ্রদ ও অরল হ্রদের জল সমুদ্র জলের ন্যায় লবণাক্ত। জৈহুন, সৈহুন প্রভৃতি অনেক নদ নদী এই দুই হ্রদে পড়িয়াছে অথচ ইহা হইতে কোন নদী বাহির হয় নাই। তথাপি এই দুই প্রকাণ্ড হ্রদ ক্রমে শুষ্ক হইতেছে। তদ্দৃষ্টে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে এই দুই হ্রদ সাগরাংশ ছিল। পরে ভূমিকম্পাদি কারণে ভূমি উচ্চ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে চড়া পড়াতে এই দুই সাগরাংশ হ্রদ হইয়াছে। প্রাচীন পুরাণাদি দৃষ্টে আমি বিবেচনা করি যে উক্ত অনুমান বিশুদ্ধ। কেননা জম্বুদ্বীপ (এসিয়া) এবং শাকদ্বীপ (য়ুরোপ) এই দুই মহাদ্বীপ সর্পিস্ সাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। বোধ হয় কৃষ্ণসাগর, আজফ সাগর, কাস্পীয়ান হ্রদ, আরল হ্রদ, প্রাচীন কালে সংযুক্ত ছিল। তাহাই ঘৃত সাগর নামে কথিত হইত। তাহা ভূমধ্য সাগর হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন এশিয়া ও য়ুরোপ যেমন স্থানে স্থানে সংযুক্ত পূর্ব্বে তদ্রূপ থাকিলে উহাদিগকে পৃথক মহাদ্বীপ বলা হইত না।

ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রজাপতিরা সর্ব্বপ্রথমে রীতিমত সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে গঙ্গার পশ্চিম হইতে শতদ্রু নদ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকৃত হইয়াছিল। ইহারই নাম সুবাস্তু। তাহার পর যখন শাসনাধীন স্থান

ও প্রজার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইল তখন প্রজাপতিরা ধর্ম্মশাসন ভার নিজ হস্তে রাখিয়া রাজ্য শাসন ভার ক্ষত্রিয়দিগকে দিলেন। ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ বেণ তৎকালীন আর্য্য দেশের রাজা হইলেন। ইহার মধ্যে সপ্তসিন্ধু (পাঞ্জাব) এবং সুবাস্তু এই দুই প্রদেশ ছিল। জেন্দবস্তায় এই দুই প্রদেশকে হপ্ত সিন্দব এবং হরহৈতি নাম লিখিত আছে। সুবাস্তু সরস্বতী নদীর উভয় পার্শ্বে স্থিত জন্য সরস্বতী শব্দের অপভ্রংশে সুবাস্তুকে হরহৈতি বলা হইয়াছে।

প্রজাপতি কশ্যপ রাজপদ ক্ষত্রিয়দের হস্তে দিতে সম্মত হন নাই। বেণ রাজা হইলে কশ্যপ একদল ব্রাহ্মণ লইয়া বর্ত্তমান কাশ্মীরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন আর্য্যাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্য শূদ্রাদির প্রভু ছিলেন। এজন্য তাঁহাদের আর্য্য এবং ঠাকুর উপাধি হই াছিল। ঐ দুই উপাধির অর্থ প্রভু। কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণদের অধীনে কোন লোক ছিল না। তথায় ব্রাহ্মণেরাই সমুদায় প্রয়োজনীয় ব্যবসায় করিতেন। এজন্য তাহাদের আর্য্য ও ঠাকুর উপাধি হয় নাই। তাঁহাদের দেব উপাধিই স্থির ছিল। কাশ্মীরে লোক সংখ্যা বেশী হইলে তত্রত্য দেবগণ উত্তরদিকে গিয়া রম্যকবর্ষের উত্তর পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান (যাহা এখন রুসিয়ার অধীনে তাসখণ্ড প্রদেশ) অধিকার করিয়াছিলেন। দেবগণের নেতা কশ্যপনন্দন ইন্দ্র পুলমন্ নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া তাহার কন্যা শচীকে নিজ পত্নী করিয়াছিলেন। তিনি নিজ রাজ্যের নাম স্বর্গ রাখিয়াছিলেন এবং মন্দাকিনী তীরে নিজ রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহার দক্ষিণে কাম্বোজ দেশে ইন্দ্র গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথকে রাজা করিয়াছিলেন। তাহার স্বনামিক রাজধানীকে এখন চিত্রল বলে। ঐ দেশে কম্বো নামে যে পাঠান লোক আছে তাহা বোধ হয় কাম্বোজ শব্দেরই অপভ্রংশ। হুনের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে আড়ষ্ট দেশে ইন্দ্র তাঁহার প্রধান সাহায্যকারী চন্দ্রবংশীয় বাহ্লীককে রাজা করিয়াছিলেন। তাহার স্বনামিক রাজধানীকে এখনও বাল্‌হিখ বলে। আড়ষ্টদেশের অপর নাম উত্তর কুরুবর্ষ। উহাকেই গ্রীকেরা বাকৃট্রিয়া এবং মুসলমানের খোরাসান ও খর্জম বলে। বোধ হয় কাশ্যপ দেবগণের নাম হইতেই কাস্পীয়ান সাগর নাম হইয়াছে। বোধ হয় ইন্দ্র, চিত্ররথ ও বাহ্লীকের উত্তরাধিকারী যখন যে হইত তখন তাহারই উক্ত নাম হইত। উহা পদবীগত উপাধি না হইলে সময়ের সহ সামঞ্জস্য রাখা যায় না। স্বর্গকে গ্রীকেরা সিথিয়া,

রোমকেরা ট্রানষোক্শিয়ানা এবং মুসলমানেরা মাউরউন্নহর বলিত। ইহা সাধারণ নিয়ম যে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে শীত গ্রীষ্ম কম হয় এবং পর্ব্বত সান্নিদ্ধে উভয়ই বেশি হয়। তস্মাৎ অনুমান হয় যে যখন ঘৃত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল তখন রম্যকবর্ষে শীত কম ছিল। ৺ বাল গঙ্গাধর তিলকও তাহাই অনুমান করিয়াছেন।

পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মবিপ্লব ও রাজবিপ্লব হেতু রম্যকবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুভাষা এবং হিন্দুকীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। নগর নদী ও পর্ব্বতাদির প্রাচীন নাম কতক ঠিক করা যায় কিন্তু তাহার সীমা নিরূপণের কোন উপায় নাই। বর্ত্তমান জৈহুন নদীই হিন্দুদের অক্ষি গঙ্গা। ইহার গ্রীকনাম অক্সাস শব্দটি অক্ষি শব্দেরই অপভ্রংস। আর সৈহুন নদীই হিন্দুদের মন্দাকিনী। বাহ্লীক রঞ্জনপুর নিশাপুর, পাঁচদেও (পঞ্চদেবা) কাস্পীয়ান সাগর (কাশ্যপ সাগর) নাম গুলিদ্বারা ও ইহা হিন্দুর দেশ ছিল তাহা জানা যায়।

দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্য কন্যা শচীকে, রাজা যযাতি ব্রহ্মণকন্যা দেবযানীকে এবং অসুর কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শান্তনু ধীবর কন্যা সত্যবতীকে ভীম রাক্ষস কন্যা হিড়ম্বাকে এবং অর্জ্জুন নাগকন্যা উলপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাণা গুহ পারস্যের যবন রাজ নসির্ব্বানের কন্যাকে এবং মানসিংহ কোচবেহারের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তদদৃষ্টে বোধ হয় ক্ষত্রিয়দের পত্নী গ্রহণে জাতিবিচার ছিল না।

(রম্যক বর্ষের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।)

এই হুন দেশ হইতে হুন বা টিউটন জাতি গিয়া ইউরোপের কতকাংশ অধিকার করত তথায় বসতি করিয়াছে। হঙ্গেরী লম্বাডিও জার্ম্মনীর লোকেরা সর্ব্বথা টিউটন জাতীয়। ইংরেজেরাও আংশিক টিউটন বটে। ইউরোপীয়েরা মহাচীনের লোক এবং হুনের লোকদিগকে তার্ত্তার জাতি বলেন তাহা অশুদ্ধ। হুনেরা অপেক্ষাকৃত সভ্য এবং সুন্দর। তাহাদের দাড়ী গোঁফ হয়। তাহারা আর্য্যরক্ত সম্ভূত বা সংমিশ্রিত। প্রকৃত তার্ত্তার জাতির দাড়ী গোঁফ হয় না। তাহাদের চক্ষু ছোট এবং গোলাকার গলা ছোট। সুতরাং হুনের লোক মোগল

ও মাঙ্কু হইতে বিভিন্ন জাতি। য়ুরোপীয়েরা অনুমান করেন যে স্থানীয় জলবায়ুর গুণে শ্মশ্রু হইতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আর্য্যরক্ত সংমিশ্রণ ব্যতীত শ্মশ্রু হয় না। সহস্র সহস্র বৎসরের অধিক কাল যাবৎ আরব দেশে বাস করিয়াও হাব্‌সীদিগের দাড়ী গোঁফ হয় নাই।

পারস্যদেশ বা ইরাণ।

কতিপয় বর্ষের ভূমি লইয়া পারস্যদেশ গঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আর্য্যজাতি মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধ হইয়া সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাহারা সুর ও অসুর নামে পুরাণে পরিচিত। দেবগণ আর্য্যদের সহায় ছিলেন এবং যক্ষ রাক্ষস এবং নাগগণ অসুরদেব সপক্ষ ছিল। সেই যুদ্ধই পুরাণে দেবাসুর যুদ্ধ নামে উক্ত হইয়াছে। অবশেষে দেবগণ জয়ী হওয়ায় অসুরগণ সিন্ধুনদের পশ্চিমে গিয়া বাস করিয়াছিল। যক্ষগণ শাল্মলি দ্বীপে এবং রাক্ষসগণ পাতালে গিয়াছিল। পরে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজারা বর্ত্তমান আফ্‌-গানিস্থান অধিকার করিয়া অবাধ্য অসুরদিগকে বিতস্তা নদীর বাম তীরে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তথায় তাহাদের কতকটি বিদ্রোহী হইয়া বহী এবং ঈক নামক দুইজন নেতার অধীনে পশ্চিম দিকে গিয়া পহ্লব দেশের কতক অংশ জয় করিয়া পারস্য ও পারদ নামে দুইটি রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। সেই অসুরেরা আপনাদিগকে জেন্দ অর্থাৎ জীবিত জাতি বলিত। আর যে সকল অসুর আর্য্যদের অধীনে ছিল তাহারাই জাট জাতি।

ইংরেজীতে যাহাদিগকে ফিনিশিয়ান বলে, রোমকেরা তাহাদিগকে পনি জাতি বলিত। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন বলেন যে, সেই পনি জাতিই সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত পনি নামক দৈত্য জাতি। ইহারা বিশেষ পরাক্রান্ত ছিল না। আফগানিস্তানের পশ্চিমে নানা স্থানে পনিজাতির বাস থাকা জানা যায়। কৃষিজীবী লোকেরা সহজে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে না। পনিজাতি পশুপালক ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিল। সুতরাং অতি সহজেই আবাস পরিবর্ত্তন করিত। অসুরেরা তাহাদিগকে অধীন করিয়া বিস্তীর্ণ পারস্য ও পারদ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। সিরস (Syrus) নামক রাজা পিতার দায়াদ রূপে পারদ রাজ্য

এবং মাতামহের দায়াদরূপে পারস্য রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সিন্ধুনদের পশ্চিম হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সীমা মধ্যে অসুরিয়া (Assyria) অতি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। উহার রাজধানী বাবিলন নগর বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। তদ্ভিন্ন সিরিয়া, সামারিয়া, যিহুদা, ফিনিসিয়া, লিডিয়া এবং পন্টাস রাজ্যও প্রবল ছিল। কিন্তু ইজিয়া (ইলিয়াম) বা ট্রয় নগরের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। মহাকবি হোমরের ইলিয়াড কাব্যের গুণে ট্রয় নগর ইউরোপীয় সমাজে প্রসিদ্ধ স্থান। কিন্তু এশিয়াখণ্ডে উহা নগণ্য ছিল। মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার পিতাকে নৃপতি বসন্ত রায় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন অথচ সেই বসন্ত রায় বর্দ্ধমানের মহারাজের অধীনে দেবানন্দপুর নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের ইজারদার মাত্র ছিলেন। বোধ হয় প্রায়ামও ট্রয় নগরের সেইরূপ নৃপতি ছিলেন। অন্ধ হোমর ভিক্ষাপ্রাপ্তির সুবিধা করিবার উদ্দেশ্যে ট্রয় নগর এবং তাহার পতনকে এক প্রকাণ্ড কাণ্ড কারখানা সাজাইয়াছেন। বহুসংখ্যক গ্রীক উপনিবেশ পারস্য সম্রাটের অধীনে ছিল। তাহারা কখন অনধীনতা লাভের চেষ্টা করে নাই।

শিরস্ যেমন নানা দেশ জয় করিয়াছিলেন তেমনি বহু বিদ্বান্ লোকও পোষণ করিতেন। এগ্‌বাটানা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি দেবস্থান জয় করিতে গিয়া হত হইয়াছিলেন। এক মাত্র কন্যা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন সন্তান ছিল না। সেই কন্যার স্বত্বে জামাতা দারা গষ্টাস্প সম্রাট হইয়াছিলেন। দেব বিপক্ষ ব্যক্তিকে সংস্কৃতে ঈষ্টাস্প বা বীষ্টাস্প বলে। আমি অনুমান করি যে এই গষ্টাস্প শব্দ সেই বীষ্টাস্প শব্দেরই রূপান্তর। দারা গষ্টাস্প পূর্ব্বদিকে পঞ্জাব এবং পশ্চিমদিকে মিশর দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। গষ্টাস্পবংশীয়েরা প্রায় দুই শত বৎসর প্রকাণ্ড পারস্য সাম্রাজ্য প্রবল প্রতাপে ভোগ করিয়াছিল। তাঁহারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। জরাথস্ত্র প্রণীত অবেস্তা ও যাস্তা এই অসুর জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাদের জেন্দভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ। তাহা বামদিক হইতে ডানদিকে লিখিতে হয়। ইহাদের মধ্যেও বার্মন (ব্রাহ্মণ) চেত্রি (ক্ষত্রিয়), বাশ (বৈশ্য) এবং শূদ (শূদ্র) নামে চারি জাতি ছিল। কিন্তু তাহাদের পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। তাহাদের

সন্তানেরা পিতৃজাতি প্রাপ্ত হইত। তাহাদের খাদ্য ও ব্যবসায় সম্বন্ধেও হিন্দুদের মত বান্ধাবান্ধি ছিল না। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার পারস্য সাম্রাজ্য জয় করার পর পার্শীদের জাতিভেদ তিরোহিত হইয়াছিল। তাহার সুদীর্ঘ কাল পরে গষ্টাস্প বংশীয় সাহ পুর পুনরায় পার্শী সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেও আর জাতিভেদ হয় নাই। বর্ত্তমান তুরুস্কের পশ্চিমার্দ্ধ রোমানদের অধিকৃত ছিল। শাহ্‌পুরের বংশধরেরা তাহা এবং মিসর দেশ পুনরধিকার করিতে পারে নাই।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পারস্য সাম্রাজ্য আরব দেশীয় মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইলে পারসী জাতির গৌরব নিঃশেষ হইয়াছে। বহু পার্শী মুসলমান হইয়া অপর নানা জাতি সহ মিশিত হইয়া নিজ অস্তিত্ব শূন্য হইয়াছে; কতকটি ভারতের পশ্চিম উপকূলে বাস করিয়াছিল। গুজরাট ও বোম্বাইর পার্শীরা তাহাদের সন্তান; স্বদেশে যাহারা মুসলমান হইতে স্বীকার করে নাই তাহাদের অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে; যাহারা এখনও স্বধর্ম্মে আছে, তাহারা মুসলমান কর্ত্তৃক অতি মাত্র উৎপীড়িত। আধুনিক পারসী ভাষা আরবী ভাষা মিশ্রিত এবং আরবী বর্ণমালায় লিখিত হয়। মিশ্রিত ভাষার উত্তম ব্যাকরণ হয় না। এজন্য বর্ত্তমান পারসীর প্রকৃষ্ট ব্যাকরণ নাই। পারস্য দেশীয় মুসলমানদিগকে ইরানী বলে। তাহারা বাহ্যিকে খুব সভ্য কিন্তু ঘোর মিথ্যাবাদী এবং অবিশ্বাসী। জেন্দ জাতির আপনাদের মধ্যে জাতি ভেদ নাই বটে কিন্তু তাহারা অন্য জাতি সহ বিবাহ আদান প্রদান করে না। আরবী জাতির মাথা লম্বা এবং তাহাদের স্ত্রীপুরুষ সকলেই একান্ত কামাতুর জেন্দদের মাথা গোল, তাহাই তাহাদের পরিচায়ক।

পারস্য সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভাগ রোমকদের অধিকৃত হওয়া অবধি পৃথক্ দেশ হইয়াছিল। আরবী মুসলমানদের রাজত্বকালে পূর্ব্ব পারস্য মহম্মদের জামাতা আলি পাইয়াছিল। আর উক্ত পশ্চিমাংশ মহম্মদের শ্বশুর ওমর পাইয়াছিল। অবশেষে খৃঃ ১৪১৯ সালে পশ্চিমভাগ তুর্ক নামক তার্ত্তার জাতির অধিকৃত হওয়া অবধি উহা তুর্কী বা তুরুস্ক নামে আখ্যাত হইতেছে। সেই তুর্ক জাতি য়ুরোপের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে বহুদূর অধিকার করিয়াছিল। তুর্ক সুল্‌তানের ভয়ে সমস্ত য়ুরোপ প্রকম্পিত হইত। ১৮৩১ খৃঃ অব্দ হইতে তুরুস্কের

অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। এখন য়ুরোপে তুর্কী প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছে। এশিয়াতেও কতকাংশ রুষ ও ইংরেজেরা লইয়াছে; আর্ম্মানিয়া স্বপ্রধান সাধারণ তন্ত্র হইয়াছে। উত্তর আফরিকাও হস্ত বহির্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্ব পারস্য হইতে শির্বান ও অস্ত্রাকান রুষেরা লইয়াছে। অতি প্রসিদ্ধ পারস্যের বর্ত্তমান গৌরব প্রায় নাই।

এক বৃক্ষের নীচে অন্য বৃক্ষ হয় না; যদি বা হয় তাহা টীয়ায় না। এক রাজ্যের অধীনে অন্য রাজ্য সমুন্নত হইতে পারে না। তজ্জন্য পারস্য ও তুরুস্কের এখন উন্নতি নাই। মুসলমান প্রভুত্ব তের শত বৎসর থাকিবে বলিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দেশ আছে। সেই তের শতাব্দী বিগত হইয়াছে। এখন মুসলমানদের অধঃ-পতনের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

পারস্যের জেন্দ সম্রাটদের মধ্যে নসির্বান (নসিরোয়াঁ) অপক্ষপাতী সুবিচারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি শৈশবে যখন পঠদ্দশায় ছিলেন, তখন একদিন তিনি নিজ শিক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরুদেব! আপনি যে বলেন অমুক বনে অমুক সিংহ রাজা ছিল, অমুক শৃগাল তাহার মন্ত্রী ছিল, অন্য বনে অমুক ব্যাঘ্র ছিল অমুক বানর তাহার মন্ত্রী ছিল, অমুক কাক তাহাদের দৌত্য কার্য্য করিত, ইত্যাদি মনুষ্য সদৃশ কার্য্য করিত। তাহা শুনিয়া আমার সন্দেহ হয় যে পূর্ব্বে কি এই সকল পশু পক্ষীরা মনুষ্যবৎ কথা বলিতে এবং কার্য্য করিতে পারিত?" শিক্ষক বলিলেন "বৎস! পশু পক্ষীরা এখন যেমন আছে পূর্ব্বেও ঠিক তেমনি ছিল। তদধিক ক্ষমতা তাহাদের কখন কুত্রাপি ছিল না। আমরা মানব চরিত্র পশু পক্ষীতে অধ্যাস করিয়া উপদেশ দেই মাত্র। রাজকুমার পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এরূপ অধ্যাসের প্রয়োজন কি? গুরু কহিলেন,—"একবারে দোষ শূন্য লোক জগতে কেহ হয় না। অথচ সকলেই কেবল প্রশংসা শুনিতে চায় এবং নিন্দা শুনিলেই ক্রুদ্ধ হইয়া অনিষ্ট চেষ্টা করে। জঘন্য চাটুকারেরা বড় লোকের দোষ গোপন করিয়া মিথ্যা প্রশংসা করিয়া ধন ও ঈপ্সিত মর্য্যাদা লাভের চেষ্টা করে। পণ্ডিতেরা তাহা করিতে পারেন না। তজ্জন্য তাঁহারা লোকের প্রকৃত নাম না বলিয়া তাহাদের দোষ গুণ পশু পক্ষীতে আরোপ করিয়া সদসৎ কার্য্যের ফলাফল বর্ণনা করিয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। রাজপুত্র কহিলেন, "দোষের উল্লেখ না করিয়া যথার্থ গুণ বর্ণনা করিলে হানি

কি ?" গুরু বলিলেন, "জনসমাজে প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক থাকে তাহাদের একজনের অজস্র গুণ বর্ণনা শুনিয়া বিপক্ষের মনে ঈর্ষা হয়। পরন্তু দোষী লোক সেই গুণ বর্ণনা মাত্র শুনিয়া নিজ দোষাবলী বুঝিতে পারে না এবং তাহার শোধনে চেষ্টা করে না। এইজন্য পশু পক্ষীতে মনুষ্যের দোষ গুণ আরোপ করিয়া তৎ-সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তদুপদেশ দিতে হয়।" রাজকুমার কহিলেন, "অহুরা মজ্‌দা (পরমেশ্বর) লোকের মনে নানারূপ কুপ্রবৃত্তি দিয়াছেন জন্যই লোকে পাপ করিতেছে, যদি কুপ্রবৃত্তি না দিতেন তবেই পৃথিবী ধর্ম্মময় এবং সর্ব্বসুখময় হইত।" গুরু কহিলেন, "ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তি মধ্যে মন্দ একটিও নাই। প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত এবং সীমাবদ্ধ রাখিলে সকল গুলিই হিতকর। সীমা অতিক্রম করিলে সকল প্রবৃত্তিই অনিষ্টকর হয়। অন্নপাকের জন্য জল ও অগ্নি উভয়ই আবশ্যক। অন্ন কেবল জলমধ্যে রাখিলে তাহা পচিয়া অখাদ্য দুর্গন্ধ হয় পক্ষান্তরে অগ্নি মধ্যে অন্ন রাখিলে পুড়িয়া ভস্ম হয়। তেমনি জনসমাজের উন্নতি জন্য সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমঃ তিন গুণই প্রয়োজনীয় তুমি বাদশাহ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে তাহা বুঝিতে পারিবে।" নসারবান্ সেই উপদেশ মনে রাখিয়াছিলেন। তিনি পারস্যের সম্রাট হইয়া গুরূপদেশের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন তাঁহার তুল্য ধর্ম্মবীর এবং কর্ম্মবীর নৃপতি পৃথিবীর ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি যেমন পরাক্রান্ত ছিলেন তেমনি সুবিচারক ও সদাচারী ছিলেন।

পারস্য সাম্রাজ্যেই সর্ব্বপ্রথম বেতনভোগী অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা দেখা যায়। হিন্দু-সম্রাটদিগের রাজধানীর চতুঃপার্শ্বে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত স্থান তাঁহার স্বায়ত্ত থাকিত, তাহাই তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে নিজ রাজ্য। অবশিষ্ট দূরবর্ত্তী স্থানে তাঁহারা করদ রাজা নিযুক্ত করিতেন। করদ রাজাদের পদ বংশানুক্রমিক ছিল বটে কিন্তু তাহাদের অপরাধের জন্য সম্রাট সেই অপরাধী করদ রাজাকে বিচ্যুত করিয়া অন্য লোককে তৎপদে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। রাজপদে প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় নিযুক্ত হইত। উপযুক্ত ক্ষত্রিয় অভাবে কোনস্থলে ব্রাহ্মণও নিযুক্ত হইত। বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রীলোক কখন রাজপদ পাইত না। কিন্তু তাহারা নাবালক রাজার অভিভাবকরূপে কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতে পারিত। কন্যা স্বয়ং রাজা হইতে পারিত না বটে, কিন্তু রাজকন্যার স্বামী পুত্র প্রভৃতি রাজা হইতে পারিত।

সেই করদ রাজারা সম্রাটকে উৎপন্ন সমগ্র রাজস্বের ৯৭/১০০ ভাগ কর দিত। অবশিষ্ট ১/১০০ ভাগ শাসন ব্যয়ের জন্য এবং ২/১০০ ভাগ নিজ বেতন স্বরূপ পাইত। তদ্ভিন্ন তাহারা অনেক বিষয়ে সম্রাটের আজ্ঞাধীন থাকিত। পারস্য সাম্রাজ্যে ছত্রিশ জন অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত থাকিত। সেই শাসকদিগকে ছত্রপ বলিত। সেই ছত্রপেরা নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইত কিম্বা আদায়ী রাজস্বের অংশ পাইত তাহা জানা যায় না। পারস্য সাম্রাজ্যের শাসনপ্রণালী এবং রোমানদিগের শাসনপ্রণালী দৃষ্টেই পরবর্ত্তী মুসলমান শাসনপ্রণালী গঠিত হইয়াছিল।

পারদ দেশ স্বতন্ত্র থাকাকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ হয় নাই। তাহার পর পারস্য দেশ সহ মিলিয়া গেলে একই দেশ হইয়াছিল। সুতরাং তাহার ভূগোল বিবরণ ও ইতিহাস পারস্যে মিশিয়া গিয়াছে।

মাসিডোনিয়ার দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেক্‌জান্দার পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া অতি অল্পকাল জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হইয়াছিল। তন্মধ্যে শীলোকস্ পূর্ব্বাংশ পাইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক তিনি পরাস্ত হইয়া উভয় পক্ষের সম্ভ্রমাত্মক সন্ধি করিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্ত সহ নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া সিন্ধু নদের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূমি কন্যা ও জামাতাকে যৌতুক দিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত শ্বশুরকে ৫০টি হস্তী এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী দিয়াছিলেন। শীলোকসের একজন প্রতিনিধি মেঘাস্থিন্ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে বাস করিতেন। তাঁহার দ্বারা মগধ দেশের এবং হিন্দুদিগের বহু বৃত্তান্ত গ্রীকজাতি মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। আবার হিন্দুরাও গ্রীকজাতির অনেক বৃত্তান্ত মেঘাস্থিনের নিকট জানিয়াছিলেন। গ্রীকেরা চন্দ্রগুপ্তকে সান্দ্রকোটস্ বলিত এবং হিন্দু দেবদেবীকে তাহাদের নিজ দেবদেবী সহ মিলাইয়া লইয়াছিল। পারস্য দেশে গ্রীকরাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। শাঃ পুর নামক গষ্টাস্প বংশীয় এক রাজকুমার পুনরায় পারস্যে অসুররাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নবীন মুসলমান ধর্ম্মের নবোৎসাহে আরবী জাতি দিগদেশ জয় করিয়াছিল। তাহাদের কর্ত্তৃক গষ্টাস্প বংশ ধ্বংস হইয়াছিল। অধিকাংশ পার্শী লোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কতক পার্শী পলাইয়া ভারতবর্ষের গুজরাট দেশে আসিয়াছিল। যাহারা পারস্য

দেশে আছে তাহারা নিতান্ত উৎপীড়িত ও দুরবস্থাপন্ন। মুসলমান অধিকৃত হইলে পারস্য দেশের পুরাতন জেন্দভাষা ক্রমে ক্রমে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে যেরূপ পারসী ভাষা আছে তাহা আরবী ভাষা মিশ্রিত এবং তাহা পারসী ও আরবীর মিশ্রিত বর্ণমালা দ্বারা লিখিত হয়। মিশ্রিত ভাষার সর্বাঙ্গসম্পন্ন ব্যাকরণ হয় না। এজন্য বর্ত্তমান পারসী ভাষায় সম্পূর্ণ ব্যাকরণ নাই।

— —

কেতুমাল বর্ষ বা আরব দেশ।

কেতুমাল বর্ষের কোন বিবরণ কোন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পালি ভাষায় এই দেশের যে কিছু বৃত্তান্ত আছে তাহা বোধ হয় গ্রীক জাতির নিকট শুনিয়া লেখা হইয়াছিল পালিভাষায় এই দেশ অরব দেশ নামে পরিচিত। ইহার অধিবাসীরা আবী জাতি নামে পরিচিত। আরবী, পারসী এবং এসিয়াটিক রিসার্চ (Asiatic Research) নামক গ্রন্থ এবং ইহুদিদের বাইবল হইতে জানা যায় যে জলপ্লাবনের পর হইতে ইহুদি জাতি ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বতীরে যিহুদা দেশে পশুপালন ব্যবসায় করিয়া দরিদ্রভাবে বাস করিত। যুসফ (ইউসফ) নামক একজন ইহুদি মিশর দেশে রাজমন্ত্রীর পদ লাভ করিয়া বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিল সে বহুসংখ্যক স্বজাতীয় লোক মিশর দেশে বাস করাইয়াছিল। তৎকালে মিশর দেশ অতি সমৃদ্ধ ছিল, তথায় দরিদ্র দুঃখী কেহ ছিল না। মিশরের অধিবাসী কপ্‌ট জাতি কৃষি ব্যবসায়ী ছিল। পশুপালন ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইহুদিরা অল্পকাল মধ্যেই ধনী হইয়া কপ্‌ট জাতির বিদ্বেষ ভাজন হইয়াছিল। কপ্‌টেরা ইহুদিদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহাদিগকে দাসত্বে আবদ্ধ করিয়াছিল এবং দেব দেবীর পূজা উপলক্ষে ইহুদি গোলাম বলিদান করিত

মুশা নামে একটি ইহুদি বালককে মিশরের রাজকুমারী পালন করিয়াছিলেন। সেই মুশা স্বজাতির দুর্দশা দৃষ্টে তাহাদিগকে যিহুদা দেশে লইয়া যাইবার জন্য রাজার নিকট প্রার্থনা করিল। মিশরের রাজাদিগকে ফেরাউন বলিত। ফেরাউন ইহুদি দাসদিগকে মুক্তি দিতে সম্মত হইলেন না। মুশা তাহাদিগকে লইয়া পলায়নে চেষ্টিত হইলেন। তৎকালে মিশর হইতে যিহুদা দেশে যাইবার

যোজক একমাত্র পথ ছিল। ফেরাউন সেই পথে প্রহরী রাখিলেন। রব দেশের মধ্যস্থলে লোহিতসাগর নামে একটি ক্ষুদ্র সাগর শাখা ইহুদিগণকে লইয়া সেই সাগর শাখা পার হইয়া আরব দেশে ঁছিলেন। কিন্তু আরবের মরুভূমিতে খাদ্যাভাবে কতক লোক কতক লোক আরবের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে গেল। আর কতক বহু গিয়া যিহুদা দেশে পৌছিল। প্রকৃত আরব জাতি ইহুদি জাতির এক শাখা। তাহারা যিহুদা দেশে না গিয়া আরব দেশেই স্থায়ী বাসস্থান করিয়াছিল।

আরবের পূর্ব্ব দক্ষিণ উপকূল কতক উর্ব্বরা। তাহাতে গম, চানা এবং আলু জন্মে। সেই অংশ পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। আরবের মধ্য ও পশ্চিম ভাগে মরুভূমি। তাহাতে কোন রাজ্য ছিল না। তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ আরবী লোক এক এক সর্দারের অধীনে পশুপালন, দস্যুবৃত্তি এবং সামান্যরূপ বাণিজ্য করিত। ইহাদের মধ্যে কোরেশ জাতি মক্কায়, আন্সার জাতি মদিনায় এবং বেদুইন জাতি মধ্য আরবের মরুভূমে বাস করিত।

আরব দেশের উষ্ট্র, ঘোড়া ও গাধা অতি উৎকৃষ্ট। অন্য সকল দেশেই গাধা অতি নির্ব্বোধ জন্তু কিন্তু আরবী গাধা বিলক্ষণ চতুর। এইদেশে গাধা ও ঘুড়ী সংযোগে যে খচ্চর জন্মে তাহারা কষ্টসহ ও পরিশ্রমী জন্তু। কৃষিকার্য্য এবং গাড়ী টানা কার্য্যে প্রধানতঃ খচ্চর নিযুক্ত হয়। মরুভূমিতে চলাচল জন্য উষ্ট্র এই-দেশে অতি প্রয়োজনীয়। আরবী ঘোড়ার তুল্য ঘোড়া পৃথিবীতে আর নাই। আরবী লোকেরা নিজ সন্তানের ন্যায় ঘোড়া পোষণ করে। হস্তী, মহিষ, সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক জঙ্গল শূন্য আরব দেশে নাই। গরু আছে বটে কিন্তু কাঁচা ঘাস না পাওয়ায় গোদুগ্ধ সুস্বাদ নহে। তাহা কেহ খায় না। উদ্ভিজ্জের মধ্যে খোরমা খাজুর এবং চন্দন কাষ্ঠ যথেষ্ট জন্মে। পূর্ব্ব উপকূলে উত্তম দাড়িম্ব হয়। জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য অধিকাংশই বিদেশ হইতে আনিতে হয়। আরবী লোকেরা নিতান্ত অসভ্য, মূর্খ এবং কামুক ছিল। আরবের অনুর্ব্বর ভূমিতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হয় এই উদ্দেশ্যে দরিদ্র লোকেরা কন্যা সন্তান হইলে তাহাকে জীবিত অবস্থাতেই কবর দিত। নারীর সংখ্যা নিতান্ত কম হেতু আরবী লোকেরা সর্ব্বদা পরস্পরের স্ত্রীহরণের চেষ্টা করিত। পিতার মৃত্যু হইলে পুত্রেরা পিতার পত্নীদিগকে নিজ ভোগ্যা করিত। তাহারা নিজ জননী ও কন্যাকেও ছাড়িত না।

কেননা তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে মানুষ জ্ঞান করিত না বরং উট ঘোড়ার ন্যায় সম্পত্তি মধ্যে গণ্য করিত। মহম্মদ এই কুরীতি রহিত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ওয়ারিস স্বীকার করিয়া পাকতঃ স্ত্রীলোকদিগকে মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পুরুষের তুল্য গণ্য করেন নাই। তাহারা উট, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, খোর্মা এবং যুবতী কন্যা পারস্য ও হাবুশিয়াতে বিক্রয় করিয়া নানারূপ অস্ত্র, বস্ত্র এবং খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিত। তাহারা ঘোর দরিদ্র ছিল, স্বর্ণ কাহাকে বলে তাহা চিনিত না। ভূসম্পত্তির কোন মূল্য ছিল না। যে ব্যক্তির সাড়ে তিন হাজার টাকার সঙ্গতি হইত সেই ব্যক্তি আরব দেশে মহাধনী বলিয়া বিখ্যাত হইত। মহাম্মদের পত্নী খাদিজা বিবি ঐরূপ ধনী ছিলেন।

আরবী গৃহস্থেরা নিজ শিশু সন্তান নিজে পালন করিত না। সন্তানের তিন মাস বয়স হইলেই দরিদ্র বিধবাদের হাতে সেই শিশুর পালনের ভার অর্পিত হইত। সেই ধাত্রীরা গাধীর দুগ্ধ এবং উষ্ট্রীর দুগ্ধ দ্বারা শিশু পালন করিত। শিশুর চারি পাঁচ বৎসর বয়স হইলে ধাত্রীরা সেই পালিত শিশুকে তাহার অভিভাবকের নিকট ফিরাইয়া দিত। আরবে এই প্রথা এখনও আছে। অভিভাবকেরা ধাত্রীকে পুরস্কার দিত এবং পালিত শিশুরা ধাত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করে এবং যথা সাধ্য উপকার করে। এই প্রথা আরব ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই নাই। আমি এই প্রথার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে (১) শুষ্ক দ্রব্য আহার হেতু—আরবা রমণীদের স্তন ছোট এবং দুগ্ধ কম হয় তদ্দ্বারা সন্তান পালন হয় না (২) আরবী পুরুষেরা উপার্জ্জন চেষ্টায় বাহিরে থাকে গৃহকর্ম্ম সমস্তই স্ত্রীলোকেরা করে এজন্য সন্তান পালনের অবসর তাহাদের হয় না (৩) দরিদ্রা বিধবাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ইহাই প্রধান উপায়। এই তিন কারণে আরব দেশে এই রীতি উৎপন্ন এবং স্থায়ী হইয়াছে।

ইহাদের ঈশ্বর মনুষ্যাকৃতি তাঁহার নাম লোই এলাহি বা God। তাঁহার অদৃশ্য মূর্ত্তির নাম যেহোবা বা Holy Ghost। মুসলমানেরা যেহোবাকে মানে না। যেহোবা শব্দ বোধ হয় গ্রীক যোব এবং বৈদিক যহব শব্দের অপভ্রংশ। মিশর দেশে দেব প্রতিমার নিকট ইহুদিদিগকে বলিদান করিত বলিয়া মুশা এবং তাহার অনুচর ইহুদিরা অতিশয় বিধর্ম্মী বিদ্বেষী হইয়াছিল। দেব প্রতিমা ভঙ্গ করা ইহুদিদের প্রতি মুশার প্রধান উপদেশ। অথচ সেই ইহুদিদের বাইবলেই লিখিত

আছে যে, "ইব্রাহিম তাঁহার এক বিধর্ম্মী অতীথিকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হেতু ঈশ্বর তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, তোমার সন্তানেরা এই পাপে চল্লিশ বৎসর মরুভূমি পর্য্যটন করিয়া কষ্ট পাইবে।" ঈদৃশ উপদেশ সত্বেও ইহুদিরা অতি হিংস্রক এবং বিজাতি বিদ্বেষী ছিল। কিন্তু তাহারা কখন পরাক্রান্ত হয় নাই তজ্জন্য তাহাদের দ্বারা জনসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। দ্বাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ইহুদিদের দশ সম্প্রদায় ইহুদিধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক হইয়াছিল এবং আরবী জাতি সমস্তই লিঙ্গ পূজক হইয়াছিল। মুসলমানধর্ম্ম সৃষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে আরবী জাতি যে "গোরি ও লাত" দেবতার পূজা করিত তাহা "গৌরী এবং নাথ" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। বিশেষতঃ যখন সেই লাত দেবতার লিঙ্গাকৃতি প্রতিমূর্ত্তি (phallas) পূজিত হইত তখন তাহা যে শিবলিঙ্গ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহম্মদের পিতা মাতা সেই গোরি ও লাত দেবতার পরম ভক্ত ছিলেন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে মক্কা নিবাসী মহম্মদ বাণিজ্য উপলক্ষে যিহুদা দেশে গিয়া মুশার কথিত ইহুদি ধর্ম্ম শিখিয়া আসিয়া তাহাই স্বদেশে প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্ভাবে কেহ তাঁহার ভক্ত হয় নাই বরং তাঁহাকে মার পীট করিয়া মক্কা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। তখন তিনি আন্‌সার দস্যুদের সাহায্যে বাহুবলে মুসলমানধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। সেই উপায়ে তাঁহার ভাগ্য প্রবল হইল তিনি জীবদ্দশাতেই সমস্ত আরব দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। আরব দেশের আয়তন ভারতবর্ষ অপেক্ষা কিছু বেশী কিন্তু লোক-সংখ্যা কেবল আটাইশ লক্ষ মাত্র ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী একশত বৎসর মধ্যে নবধর্ম্মের নবোৎসাহে আরবী জাতি ভারতের পশ্চিম সীমা হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। আবার রাজত্ব প্রভুত্ববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরবী জাতির বিদ্যা বুদ্ধি শিল্প বাণিজ্য ও বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাহার পর তার্ত্তার জাতি কর্ত্তৃক আরবী জাতির রাজত্ব ধ্বংস হইয়াছিল বটে কিন্তু সেই তার্ত্তারগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায় উক্ত ধর্ম্মের অধঃপতন হয় নাই। মক্কা প্রভৃতি মুসলমান তীর্থ আরব দেশে থাকা হেতু এখনও আরবী জাতির মান্য আছে এবং নানাদেশ হইতে অর্থরাশি আরবে বর্ষিত হইতেছে।

শালমলি মহাদ্বীপ।

রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড (লোহিত সাগরের পশ্চিম পার্শ্বে শালমলি দ্বীপ)

পারস্য সাম্রাজ্যের পশ্চিমে সুরা সাগর, তাহার দক্ষিণে শালমলি দ্বীপ। সপ্তদ্বীপ মধ্যে শালমলি দ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ছিল। তখন সাইবিরিয়া এবং তুর্কিস্তানের উত্তর পশ্চিমাংশ জলমগ্ন ছিল। দেবগণ সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করিলে দক্ষিণাবর্ত্তের যক্ষ, রাক্ষস এবং শূদ্র জাতীয় কতক লোক পলায়ন করিয়া শালমলি দ্বীপের পূর্ব্বাংশে গিয়া বাস করিয়াছিল। ইহা পুরাণে জানা যায়। গুজরাট দেশের কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে গুজরাটী বণিকেরা অতি প্রাচীন কালাবধি সমুদ্র পথে ইথিওপিয়া ও মিশর দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। তাহারা ক্রমে পরস্পরের ভাষা কতক শিখিয়াছিল। রিসার্চগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যেইথিওপিয়া (Abisinia and Nubia) ও মিশরের সভ্যতা আর্য্য সভ্যতা হইতে উৎপন্ন। লোহিত সাগর মধ্যে ইডুমিন নামক দ্বীপে এরিথেরিয়ান জাতির এক উপনিবেশ ছিল। সেই উপনিবেশী লোকেরা ক্রমে হাবৃশিয়া (Abisinia) দেশে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। তাহাদের বর্ণ কাল ছিল বটে কিন্তু আফ্রিকাবাসিদের ন্যায় তাহাদের বর্ণ ও আকৃতি কুৎসিত ছিল না। তাহাদের অক্ষর ও বর্ণমালা নাগরী হইতে বিভিন্ন ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের ভাষাতেও স্বরবর্ণ আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া হলবর্ণে যুক্ত হইত। সংস্কৃত এবং তদুৎপন্ন ভাষা ভিন্ন অন্য কোন দেশের কোন ভাষায় তদ্রূপ হয় না। হার্বেল্ট সাহেব হাব্শী ভাষা মধ্যে ৩৫ টি সংস্কৃত মূলক শব্দ পাইয়াছিলেন। তাহারা হিন্দুদের মত বহুলোক একত্র এক পরিবার ভুক্ত হইয়া বাস করিত। তাহাদের পুরোহিত বংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল। অন্যবংশীয় লোকে পুরোহিত হইতে পারিত না। এই সকল কারণে সাহেবেরা তাহাদিগকে হিন্দু সন্তান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ঐ সকল বৃত্তান্ত হইতে আমি বিবেচনা করি যে হাবৃশিয়ার প্রধান লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে পলায়িত অনার্য্য লোকদের বংশধর। কেননা তাহারা আর্য্য সন্তান হইলে সকলেই কালবর্ণ হইত না। তাহারা কাফ্রীদের মত কদাকার ছিল না এবং তাহাদের শারীরিক বর্ণ উজ্জ্বল কাল ছিল তখন তাহারা ভারতীয় অনার্য্য জাতির সদৃশ ছিল। তাহারা সংস্কৃত ভাষা জানিত না কিন্তু সন্নিকটে

থাকা হেতু আর্য্যভাষা কতক শিখিয়াছিল এবং আর্য্য রীতি নীতিও কতক শিখিয়াছিল। তাহারা আর্য্য সভ্যতার যেটুক শিখিয়াছিল তাহাই হাবৃশিয়ার অসভ্য লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশি। সুতরাং তাহারা সেই দেশে শ্রেষ্টত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গুজরাটি বণিকগণ হইতে আর্য্য সভ্যতা শিখিবার সুযোগ তাহারা পাইয়াছিল সেই সভ্যতা বলে তাহারা নীল নদ ও শ্বেত নদী (বহরেল অবিয়দ) তীরবর্ত্তী উর্ব্বরভূমি অধিকার করিতে করিতে উত্তর মুখে অগ্রসর হইয়া ভূমধ্য সাগরের তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। তাহাদের কোন বৃহৎ রাজ্য ছিল না। তাহাদের বহু সংখ্যক সর্দ্দার ছিল তাহা রাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলে রাজত্ব করিত। তাহাদের আর বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। তাহার পর জম্বুদ্বীপ হইতে নানাবর্ণ লোক বিশিষ্ট এক পরাক্রান্ত জাতি আসিয়া ভূমধ্য সাগরের তীর হইতে দক্ষিণে নীল ও শ্বেত নদীর সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। নানাবর্ণের লোক হেতু এই জাতি মিশ্র বা মিশর জাতি নামে খ্যাত হইয়াছিল। তাহাদের অধিকৃত দেশকে লোকে মিশ্রদেশ বলিত তাহাই আরবী ও পারসী ভাষায় মিশর দেশ নামে পরিচিত। মিশরের দক্ষিণে হাবশিয়াতে পূর্ব্ববৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দারদেরই আধিপত্য বহুদিন চলিয়াছিল। অবশেষে রোমানেরা হাবশিয়া জয় করিয়া অকশম নগরে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিল এবং ঐ দেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল।

মিশর দেশ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভারতীয় অনার্য্য জাতি ইথিওপিয়া এবং মিশর দেশ অধিকার করিয়া প্রথম সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। তাহার পর নানাবর্ণ বিশিষ্ট একজাতি এশিয়া খণ্ড হইতে আসিয়া এই দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তজ্জন্যই এই দেশ মিশ্র দেশ (মিশর) নামে খ্যাত হয়। সেই জাতি যে হিন্দু সন্তান তাহা তাহাদের বিবিধ বর্ণ দ্বারাই জানা যায়। ভারতের পশ্চিমে এশিয়া খণ্ডে অন্য কুত্রাপি নানা বর্ণের লোক নাই এবং পূর্ব্বেও ছিল না। এই জাতীয় সম্রাটগণ ফেরাউন নামে খ্যাত ছিলেন। কোন প্রাচীন বা আধুনিক ভাষাতে ফেরাউন শব্দ পাওয়া যায় না। শ্রীযুত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন ঐ

ফেরাউন শব্দটি "প্রারণ" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করেন। ফেরাউনেরা আপনাদিগকে দেব সন্তান বলিতেন এবং তাঁহাদের প্রজারাও তাঁহাদিগকে দেবতা জ্ঞান করিত। তাঁহাদের সুশাসনে মিশর দেশ সর্ব্ব সৌভাগ্যশালী ছিল। মিশরে নিরন্ন ভিক্ষুক কেহ ছিল না। তাঁহারা খুব পরাক্রান্ত ছিলেন। বর্ত্তমান তুরস্ক দেশের কতক অংশ তাঁহাদের অধীন ছিল। হাব্‌শিয়ার নৃপতিগণ ফেরাউনদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজস্ব দিতেন। ফেরাউন বিনির্ম্মিত মিশর দেশের পিরামিড নামক মন্দিরসমূহ মানব শিল্পের অদ্ভুত কীর্ত্তি মধ্যে গণ্য। ফেরাউনদিগের রাজত্ব মিশর দেশে সহস্র বৎসরের অধিক কাল চলিয়াছিল। আমাদের দেশের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় নীল নদের জলে মিশর দেশের বহুদূর পর্য্যন্ত প্লাবিত করে। সেই সকল প্লাবিত ভূমি পৃথিবী মধ্যে অত্যুর্ব্বর ক্ষেত্র। তজ্জন্যই মিশর দেশ চির সৌভাগ্যশালী। কিন্তু সেই জলপ্লাবন অতি কম কিম্বা অতি বেশি হইলে শস্য হানি হয়। তজ্জন্য ফেরাউনগণ এক প্রকাণ্ড তড়াগ খনন করিয়াছিলেন। বন্যা বেশি হইলে অতিরিক্ত জল সেই তড়াগে সঞ্চয় করিয়া রাখা হয় কিম্বা বন্যা কম হইলে সেই তড়াগের জল দ্বারা অভাব পূরণ করা হয়। ইহাও ফেরাউনদিগের আর এক মহাকীর্ত্তি। নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানা জাতীয় লোক নানা ব্যবসায় উপলক্ষে মিশর দেশে বাস করিত। অনেক বিদেশীয় লোক মিশরেই স্থায়ী নিবাস করিয়াছিল।

মিশর দেশে আফ্‌রাদ নামক ফেরাউনের হুরুপা (Hurupa) নাম্নী এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইওন স্বয়ং তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। মিশর দেশে সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল না। তথাপি আফ্‌রাদ পুত্রের বাসনা পূর্ণ করিলেন না। ইওন বিদেশীয় লোকের সাহায্যে হুরুপাকে হরণ করিয়া বিদেশী জাহাজে ভূমধ্য সাগর পার হইয়া গ্রীসদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন গ্রীসদেশে পিলাসগি নামক এক দুর্ব্বল অসভ্য জাতীয় লোক বাস করিত। ইওন তাহাদিগকে নিজ অধীন করিয়া এক রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার নামানুসারে ঐ রাজ্যের নাম ইওনিয়া হইল। তাঁহার প্রজাদের নাম ইওনিয়ান বা যাবানিদ্ হইল। তাঁহারই নাম অনুসারে পারশী ও আরবী ভাষায় গ্রীস দেশকে ইউনান্ বলে।

আফ্‌রাদ বিদেশীয় প্রজার অবাধ্যতা দৃষ্টে ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত বিদেশীয়দিগকে

মিশর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সেই নির্ব্বাসিত লোকদের কতকাংশ য়ুরোপের দক্ষিণ ভাগে গ্রীস, ইটালি ও স্পেন দেশে বাস করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারাই য়ুরোপে প্রথম সভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রোমীয়েরা আপনাদিগকে এরিয়ান বলিত। এরিয়ান এবং আর্য্য এই দুইটি শব্দ মূলে একই শব্দ বটে। তদ্‌ভিন্ন লাটিন ও সংস্কৃত ভাষায় এত ঐক্য দেখা যায় যে তাহারা মূলে একই বংশ সম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বহুকাল যাবৎ মিশর দেশে উপনিবিষ্ট থাকায় তাহাদের লিখিবার বর্ণমালা এবং কতক আচার ব্যবহার বিভিন্ন হইয়াছিল। আফ্‌রাদের নামানুসারে রোমানেরা শাল্মলি দ্বীপকে আফ্‌রিকা বলিত। সেই নামই এখন পর্য্যন্ত য়ুরোপে চলিতেছে। গ্রীকেরা মিশর দেশকে ইজিপট্ (অর্থাৎ পুরাতন স্থান বলিত)। তাহাই য়ুরোপে প্রচলিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে মিশরের লোকেরা ভূমধ্য সাগরের উত্তরবর্ত্তী দেশকে হুরূপার দেশ বলিত। সেই হুরূপা শব্দ হইতে গ্রীক ভাষায় উরোপা, লাটিন ভাষায় য়ুরোপা এবং ইংরেজী ভাষায় য়ুরোপ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় শব্দের প্রথমে যেথানে 'স' ব্যবহৃত হয়, পারসী ভাষায় সেই স্থানে 'হ' প্রযুক্ত হয়। সেজন্য অনুমান হয় যে হুরূপা শব্দ সংস্কৃত সুরূপা শব্দের রূপান্তর। আবার সংস্কৃতে ইকার স্থানে য এবং ওকার স্থানে ব সচরাচরই হয়। তজ্জন্য অনুমান হয় যে ইওন শব্দটি যবন শব্দের রূপান্তর মাত্র। বিশেষতঃ যখন গ্রীক ভাষায় ইওন শব্দ হইতে যাবানিদ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে তখন ইওন এবং যবন শব্দের একত্ব অনুমান করা যুক্তি সঙ্গত বটে।

পারস্য সম্রাট দারা গষ্টাস্প মিশর দেশ জয় করিয়া ফেরাউন বংশ নিঃশেষ করিয়াছিলেন। তাহার দুই শত বৎসর পর মাসিডোনিয়ার দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডর পারস্য রাজ্য অধিকার করিয়া অচিরে মৃত হইলে তাঁহার সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল। তাঁহার একজন সেনাপতি টলেমী মিশর দেশে রাজা হইয়া তিনি ও তদ্বংশীয়েরা প্রায় ২৫০ বৎসর ঐ দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভাপণ্ডিতেরা পালি ভাষায় সেই টলেমিস্ বংশের ইতিহাস লিখিয়াছেন বোধ হয় মেঘাস্থিন নামক যে গ্রীক প্রতিনিধি চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিতেন তাঁহার নিকট শুনিয়াই মাগধী পণ্ডিতেরা ঐ সকল বিবরণ লিখিয়াছিলেন। টলেমিস

রাজারা নিজ সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করিতেন। বোধ হয় স্থানীয় প্রথা অনুসারে এইরূপ কার্য্য হইত। কেননা অন্য কুত্রাপি গ্রীক জাতি মধ্যে ঐরূপ বিবাহ চলিত ছিল না।

খৃঃ ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে মিশর দেশ রোম সাম্রাজ্যের অধীন হইয়াছিল। তাহার সাত শত বর্ষ পরে এই দেশ মুশলমানদের অধিকৃত হইয়াছিল। প্রাচীন ইতিহাসে মিশর যেরূপ গৌরবান্বিত, রোমের অধিকার হইতে সে গৌরব শেষ হইয়াছে। পরে মিশর আর স্বাধীন ও প্রধান হয় নাই। পরাধীন জাতির অবনতি অনিবার্য্য। মিশরের কপট্ জাতি এখন ফেলা নামে পরিচিত। তাহাদের অবস্থা অতি অপকৃষ্ট। প্রাচীন মিশরে থীবী ও মেম্‌ফিস্ নগর অতি সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ ছিল।

বার্ব্বরি।

পনি নামক দৈত্যেরা (Phoeniceans) অতি প্রাচীন কাল হইতে আফ্রিকার উত্তর ভাগে বাণিজ্য করিত এবং কতিপয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পারস্য সম্রাট শিরস্ সমস্ত পহ্লব দেশ অধিকার করিলে পনিদের মধ্যে স্বাধীনতাপ্রিয় লোকেরা আসিয়া উত্তর আফ্রিকায় অনেক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। কার্থাগো নগরে (Carthage) তাহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। রোমানেরা পনিদের সেই দেশকে বার্ব্বরি অর্থাৎ বিদেশ বা অসভ্য দেশ বলিত। বহু যুদ্ধের পর রোমানেরা এই দেশ অধিকার করায় এই দেশের আর কোন গৌরব থাকে নাই। তাহার পর মুসলমানগণও পরিশেষে ফরাসীরা এই দেশ অধিকার করিয়াছে।

হাব্‌শিয়া (Abisinia)

মিশর ও নুবিয়ার দক্ষিণে, লোহিত সাগরের পশ্চিমে হাব্‌শিয়া দেশ। ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত অনার্য্য জাতিরা এই দেশে বাস করিয়া সর্ব্ব প্রথমে শাল্মলি দ্বীপে সভ্য সমাজ স্থাপন করিয়াছিল। এই দেশে ফেরাউনদিগের বা গ্রীকদের রাজত্ব হয় নাই। রোমানদিগের প্রাধান্য এই দেশের কত-

কাংশে হইয়াছিল। অক্শম্ নগরে তাহাদের একজন শাসনকর্ত্তা থাকিতেন কিন্তু সমস্তদেশ যে রোমানদের অধীন হইয়াছিল এমন বোধ হয় না। কেন না কোন লাটিন গ্রন্থে এই দেশের বিস্তারিত বিবরণ নাই। রোম রাজ্য দুর্ব্বল হইলে একজন মিশ্রিত রক্ত সম্ভূত খৃষ্টান এই দেশে রাজা হইয়াছিল। সেই বংশই এখনও রাজত্ব করিতেছে। মহম্মদের বিপদের সময় হাব্শিয়ার রাজা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এজন্য মুসলমানেরা, এই রাজ্য কখন আক্রমণ করে নাই। পর্ব্বত, উপত্যকা ও অধিত্যকা দ্বারা এই দেশ দেখিতে অতি সুন্দর। শ্বেত নদী এই দেশেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই দেশের ভূমি খুব উর্ব্বরা এবং পাহাড়ে বহু মূল্য ধাতুর খনি আছে এখানকার লোকদিগকে হাব্শী বলে। তাহারা অসভ্য, মূর্খ অথচ বেশ সুখে আছে। এথাকার প্রসিদ্ধ কিছুই নাই।

শালমলি :দ্বীপের আর কোন পুরাতন প্রসিদ্ধ স্থান নাই। এখন য়ুরোপীয়েরা এই মহাদ্বীপের উপকূল সমুহে রাজত্ব ও উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। তাহাদের অবস্থা ভাল।

সাহারা।

এই মহাদ্বীপের মধ্যভাগে সাহারা নামে এক প্রকাণ্ড মরুভূমি আছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ঐস্থানে পুর্ব্বে সমুদ্র ছিল। পরে ভূমিকম্পাদি কারণে ভূমি উচ্চ হওয়ায় জল সরিয়া গিয়াছে। সেই উচ্চ ভূমি মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে। য়ুরোপীয়েরা আরব, রাজপুতনা প্রভৃতি দেশের মরুভূমিরও উক্ত কারণ অনুমান করেন। এই অনুমান যুক্তি সঙ্গত বটে কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। সেই মরুভূমি মধ্যে স্থানে স্থানে উর্ব্বর নিম্ন ভূমি আছে। সে গুলিকে ওশীস (টীলা বা দাব্তী) বলে। তাহাতে অসভ্য কাফ্রী (Negro) জাতির বাস। টীলাগুলির ভূমি চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী মরুভূমি হইতে নিম্নস্থান।

শাকদ্বীপ।

মিশরের রাজকুমারী হুরূপার নাম হইতে শাকদ্বীপের নাম যেরূপে য়ুরোপা হইয়াছিল তাহা মিশর দেশের বিবরণে লিখিত হইয়াছে। আর মিশর হইতে

অর্দ্ধ সভ্য লোকেরা গিয়া শাকদ্বীপের দক্ষিণবর্ত্তী গ্রীস, ইটালি এবং হাবুরিয়াতে বাস করিয়া তথায় সভ্যতার সূত্রপাত করিয়াছিল। শাকদ্বীপের আদিম অধিবাসী, পিলাসজি, লিগুরী, গল এবং কেল্ট জাতি কোথা হইতে য়ুরোপে আসিয়াছিল তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না ন্যায় শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রধান সূত্র এই যে "খণ্ডনাভাবাৎ বর্ত্তমান সিদ্ধ" অর্থাৎ যাবৎ প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন না হয় তাবৎ বর্ত্তমান অবস্থাই শুদ্ধ এবং সিদ্ধজ্ঞান করিতে হইবে। যখন য়ুরোপের পুরাতন লোকদের অন্যদেশ হইতে তথায় আসিবার কোন প্রমাণ নাই তখন তাহারা ঐ দেশেই সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। সাইবিরিয়া প্রভৃতি দেশ উৎপন্ন হইলে যখন স্থল পথে তার্ত্তার দেশ হইতে য়ুরোপে যাতায়াত সুসাধ্য হইল তখন দলে দলে তার্ত্তার জাতি য়ুরোপে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে হুণ্, গথ, ভেণ্ডাল, ফ্রাংক্, ডেন, সাকসন, টিউটন, নর্ম্মান, স্লাভ, কোসাক প্রভৃতি প্রধান। সেই ভয়ঙ্কর দৈত্য দানবগণ যে দেশ অধিকার করিত তথাকার সমস্ত পুরুষদিগকে এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস সুরা সংযোগে খাইয়া ফেলিত। আর যুবতী রমণীদিগকে ও বালিকাদিগকে আপনাদের ভোগ্যা ও দাসী করিয়া রাখিত। ইহারাই রোমের সাম্রাজ্য ভঙ্গ করিয়া য়ুরোপে বাস করিয়াছিল। আধুনিক ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান, রুশ প্রভৃতি য়ুরোপীয় উন্নত জাতিরা সেই নরমাংস খাদক অসভ্য দৈত্যদের বংশধর। তাহারা রোমীয় সভ্যতা ও খৃষ্টান ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া প্রথমে সভ্য হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পর মুসলমানেরা হাবুরিয়া * ইটালী ও গ্রীস অধিকার করিয়া য়ুরোপের অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বিদ্যা ও সভ্যতা প্রচার করিয়াছিল। সেই সময়ে মুসলমানদের মহোন্নতির সময়। সেই সময়ে তাহারা যেমন পরাক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল তেমনি বিদ্যা ও সভ্যতাতেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। কিন্তু য়ুরোপে তাহারা স্থায়ী হইতে পারে নাই। হাবরিয়া ও ইটালি হইতে তাহারা তাড়িত ও বিনষ্ট হইয়াছে। য়ুরোপের পূর্ব্ব দক্ষিণে অল্পস্থলে এখনও মুসলমানাধিকৃত আছে।

গ্রীস দেশ।

শাক দ্বীপের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে গ্রীস দেশ। এই নাম কিরূপে হইল তাহা জানা যায় না। ইহার প্রথমে হেলাস নাম ছিল। তাহার পর ইওনের নামা-

মুসা'র ইওনিয়া নাম হইয়াছিল। গ্রীসের দক্ষিণ ভাগ যাহা এখন মোরিয়া প্রায়-দ্বীপ নামে খ্যাত তাহা পিলপ নামক এক রাজা এশিয়া হইতে গিয়া অধিকার করিয়াছিলেন জন্য তাঁহার নাম পিলপনিসাস্ হইয়াছিল। সমস্ত গ্রীস দেশ বাঙ্গালা দেশের দুইটি জেলার তুল্য। গ্রীসের নিকটবর্ত্তী বহুদ্বীপে গ্রীক জাতির বসতি ছিল। এশিয়া মাইনরের উপকূলেও গ্রীক উপনিবেশ অনেক ছিল। গ্রীসের উত্তরে ইপিরস, মাসিডোনিয়া এবং থেসিয়া নামে আর তিনটি প্রদেশ ছিল। তথাকার লোকেরা আপনাদিগকে গ্রীক বলিত কিন্তু গ্রীকেরা তাহাদিগকে অসভ্য জাতি বলিত। এই তিন স্থানে রাজতন্ত্র শাসন প্রণালী ছিল। এশিয়া মাইনরের গ্রীক উপনিবেশসমূহ শিরস কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া বরাবর পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। প্রকৃত গ্রীস দেশে চৌদ্দটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তন্মধ্যে কেবল স্পার্দ্ধা নগরে (Sparta) দুই জন রাজা একত্র হইয়া রাজত্ব করিতেন। একজন রাজ্যের শাসন, বিচার ও আয় ব্যয়ের কর্ত্তা ছিলেন অপর রাজা, শান্তিরক্ষা, সৈন্য চালনা এবং যুদ্ধ করিতেন। অপর ১৩টি রাজ্যে অভিজাত তন্ত্র ও সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত ছিল। গ্রীকেরা অতিশয় হিংস্রক, পরশ্রীকাতর এবং দুষ্ট চরিত্র ছিল। তাহারা কাহারও উন্নতি দেখিতে পারিত না। সেইজন্যই তাহারা রাজগণকে পদচ্যুত করিয়া অভিজাত ও সাধারণ তন্ত্র শাসন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের চরিত্র দোষে তাহারা কখন সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের সেই ক্ষুদ্র রাজ্য মধ্যে আত্মবিগ্রহ এবং পরস্পর কাটাকাটি যুদ্ধ ও বিবাদ চিরকাল চলিয়াছিল। গ্রীকেরা বিদ্যা বুদ্ধিতে খুব উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি সৎপথে প্রয়োগ ব্যতীত চরিত্র শোধন হয় না, গ্রীক জাতির ইতিহাস তাহার প্রধান উদাহরণ। সেই অনৈক্য ও দুষ্ট বুদ্ধি হেতু তাহারা কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারে নাই। যে জাতির বিদ্যা বুদ্ধি অধিক কিন্তু কার্য্য ক্ষমতা কম তাহারাই মিথ্যা গল্পদ্বারা নিজের এবং স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধনের চেষ্টা করে। এই কারণে গ্রীকেরা স্বজাতি গৌরব সূচক কাব্য,

* স্পেন ও পর্টুগালকে একত্রে হাইবর্ণিয়া বলে। মুশলমানেরা সেই ইহা বর্ণিয়াকে হাব্রিয়া এবং তাহার অধিবাসীদিগকে হাব্রী বলিত।

নাটক, উপন্যাস বহু রচনা করিয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে সত্য কিছুই নাই। স্ববংশের ও স্বজাতির গৌরবার্থক মিথ্যা গল্প সকল দেশে সকল কালেই কতক দেখা যায়। কিন্তু গ্রীক ও পর্টুগিজেরা যেরূপ আদ্যন্ত মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিয়াছে, তদ্রূপ অন্য কোন দেশেই দেখা যায় না।

মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ থ্রেসিয়া অধিকার করিয়াছিলেন এবং ইপিরসের রাজাকে হস্তগত করিয়া মহাপরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু দিগ্বিজয়ীর ন্যায় সমস্ত গ্রীক দেশ নিজের অধীন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরিক শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন করেন নাই। ফিলিপের মৃত্যুর পর গ্রীকেরা স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ফিলিপের পুত্র মহাবীর আলেকযাণ্ডর তাহাদিগকে পুনরায় অধীন করিয়াছিলেন। সেই অবধি গ্রীসের স্বাধীনতা নিঃশেষ হইল। খৃঃ পূর্ব্ব ৩৩২ সালে এই ঘটনা হয়। তাহার পর গ্রীস মাসিডোনিয়া ও থ্রেসিয়া রোম সাম্রাজ্যের অধীনে বহুকাল ছিল। তাহার পর মুসলমানদিগের অধীনে বহুকাল থাকিয়া ইংরেজী ১৮৩১ খৃঃ অব্দে পুনরায় স্বাধীন হইয়াছে। রোমের অধীন থাকা কালেই গ্রীক জাতির বিদ্যা বুদ্ধির বিশেষ গৌরব হইয়াছিল। পশ্চিম ভারতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে এক শ্রেণী ব্রাহ্মণ দেখা যায় আমি অনুমান করি যে তাহারা গ্রীস দেশ হইতে আসিয়াছে। কোন কোন ইংরেজ পণ্ডিতও তাহাই অনুমান করিয়াছেন।

ইটালী দেশ।

য়ুরোপের দক্ষিণ প্রান্তের মধ্য স্থলে ইটালী দেশ। ভারতের গঙ্গা তীরবর্ত্তী স্থানের ন্যায় ইটালির ভূমি অতি উর্ব্বরা। মিশর দেশ হইতে নিষ্কাশিত আর্য্য সন্তানেরা ইটালিতে অধিবিষ্ট হইয়া তথায় সভ্যতা প্রচার করিয়াছিল। কিন্তু ইটালির সমস্ত লোক আর্য্য সন্তান ছিল না। রোমে উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণী নামে দুই ভাগে মনুষ্যগণ বিভক্ত ছিল। নিম্ন শ্রেণীর লোক ধনী কিম্বা বিদ্বান হইলেও উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারিত না। তজ্জন্য বোধ হয় যে কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই আর্য্য সন্তান ছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বিজিত অধীন জাতি। ইটালী বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। খৃঃ পূর্ব্ব ৭৫৩ সালে রোম নগর স্থাপিত হয়। এই নগরের রাজারা ক্রমে অর্দ্ধেক ইটালী অধিকার করিয়াছিলেন।

তাহার পর রোমে রাজতন্ত্র রহিত হইয়া অভিজাত তন্ত্র শাসন প্রণালী স্থাপিত হইয়াছিল। রোমানেরা সেই প্রণালী গ্রীকদিগের নিকট শিক্ষা করিয়া তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বথা উৎকৃষ্ট রূপে চালাইত। সেই সময়ে তাহারা ভূমধ্য সাগরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিল। সুদূরে বৃটন ও হাবশিয়াতেও তাহাদের রাজত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। রোমানেরা যে দেশ অধিকার করিত তাহাতে শান্তি ও সভ্যতা বিস্তার করিত বটে কিন্তু তাহারা অধীন জাতিকে নিরস্ত্র ও কাপুরুষ করিয়া ফেলিত। যে হতভাগ্য জাতি রোমের অধীন হইয়াছিল তাহারা আর কখন উন্নত বা স্বাধীন প্রধান হইতে পারে নাই। তাহারা কতক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা চিরকালের জন্য গোলামের জাতি হইয়াছে। আর কতক বা বিজেতৃ জাতির নিম্ন শ্রেণীতে মিশিয়া গিয়া নিজের অস্তিত্ব শূন্য হইয়াছে। পাঁচ শত বৎসর অভিজাত তন্ত্র থাকার পর রোমে পুনরায় রাজতন্ত্র হইয়াছিল। অগষ্টস সীজার প্রথম সম্রাট হইয়াছিলেন। সীজারেরা পৃথিবীপতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। জর্ম্মন সম্রাটদিগের কাইজার উপাধি এবং রুশ সম্রাটের সি-জার উপাধি সেই সীজার শব্দেরই অপভ্রংশ। আরবী ভাষায় সম্রাটদিগকে কৈসর বলে তাহাও সেই সীজার শব্দেরই রূপান্তর। একশত বৎসর পর রোম সাম্রাজ্য দুই ভাগ হইয়াছিল। থেশিয়ার প্রাচীন রাজধানী বৈজয়ন্তিম্ নগরে কনস্টান্টীনস্ রাজধানী করিয়া সেই নগরের নাম কনস্টান্টিনোপোলিস্ অর্থাৎ কনস্টান্টাইনের নগর নাম রাখিয়াছিলেন। রোমের সাম্রাজ্যের পূর্ব্বার্দ্ধ তাঁহার অধিকৃত ছিল। পশ্চিম অর্দ্ধ সাম্রাজ্য রোমের সম্রাটের অধিকৃত ছিল। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের অসভ্য টিউটন জাতি কর্ত্তৃক ধ্বস্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বার্দ্ধ তাহার পরে তুর্ক মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিনিষ্ট হইয়াছিল।

হাবরিয়া দেশ।

হাব্রিয়ার খুব প্রাচীন গৌরব কিছুই নাই এবং বর্ত্তমান কালেও কোন গৌরবের বিষয় নাই। কিন্তু খৃঃ অষ্টম শতাব্দী হইতে সতের শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ ছিল। এই দেশের কার্য্য দ্বারাই য়ুরোপের বর্ত্তমান উন্নতির সুপথ হইয়াছিল। আরবী জাতি এই দেশ অধিকার করিয়া স্থানীয় অসভ্যদিগকে

বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিল। সেই বিদ্যা প্রভাবে হাবরী জাতি প্রদীপ্ত হইয়া য়ুরোপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। এই দেশ য়ুরোপের পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। সমুদ্রে যাতায়াতের পক্ষে এখান হইতে খুব সুবিধা। স্পেনের রাণী ইসাবেলার ব্যয়ে কলম্বস নামক একজন ইটালিয়ান পাতালে গমনাগমনের পথ আবিষ্কার করিলেন। পর্টুগালের নাবিক বাস্কোডাগামা আফ্রিকা ঘুরিয়া জলপথে ভারত বর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার করিলেন। পাতালে এবং এশিয়াতে হাবরীদিগের দিগ্‌বিজয় ও বাণিজ্য য়ুরোপের সর্ব্বাংশে প্রতিধ্বনিত হইল। হাবুরিয়ার ধন ও বিক্রম জন্য সুখ্যাতি হইল। তদ্দর্শনে ওলন্দাজ ইংরেজ ও ফরাসীরা প্রলোভিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। হাবরীদিগের বিদেশীয় রাজ্য কতক সেই প্রতিদ্বন্দ্বীগণ অধিকার করিল। আর কতক স্বাধীন হইল। এইরূপে খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে হাবুরিয়ার গৌরব নিঃশেষ হইল।"

পুষ্কর বা ইক্ষুদ্বীপ।

এশিয়ার পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে ভারত মহাসাগর এবং প্রাচ্য সাগর উভয়ের মধ্য স্থিত দ্বীপ সমূহের নাম ইক্ষুদ্বীপ। ইহার মধ্যে বহু সহস্র দ্বীপ আছে তন্মধ্যে কতটি প্রাচীন আর্য্যগণ জানিতেন তাহা এখন ঠিক করা যায় না। এই দ্বীপ পুঞ্জের অন্তর্গত বালি, বাকা এবং লম্বকদ্বীপে এখনও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে। বরণীয়া, সুমাত্রা ও যাভা দ্বীপে এখন হিন্দু নাই বটে কিন্তু হিন্দুদের মন্দির এবং আর আর কীর্ত্তি স্পষ্ট বিদ্যমান আছে। শিঙ্গাপুর ও রাজাপুর দ্বীপের নাম শুনিলেই বুঝা যায় যে তাহা পূর্ব্বে আর্য্য উপনিবেশ ছিল। স্থানীয় লোকেরাও বলে যে তাহারা ভারতবর্ষ হইতে বাণিজ্য ও দিগ্‌বিজয় উপলক্ষে আসিয়া এই সকল দ্বীপে নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ভারতের কোন্ প্রদেশ হইতে কোন্ সময়ে তাহারা এই সকল দ্বীপে গিয়াছিল তাহার কোন বৃত্তান্ত ভারতে কিম্বা ঐ সকল দ্বীপে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহারা যে দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্বে গিয়াছে তাহা বুঝা যায়। বৌদ্ধ প্রবলা সময়ে এই সকল দ্বীপের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বহুকাল পরে মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইলে, অনেকেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। যাহারা এখন হিন্দু আছে তাহারা যাবাদ্বীপ হইতে পলাইয়া স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ বালি, বাকা এবং লম্বক দ্বীপে

আশ্রয় লইয়াছিল। এখন এই সকল দ্বীপ মধ্যে কেবল বরনীয়া দ্বীপে একজন মুসলমান রাজা আছে। অবশিষ্ট সমস্তই ওলন্দাজ ও ইংরেজাধিকৃত।

পাতাল।

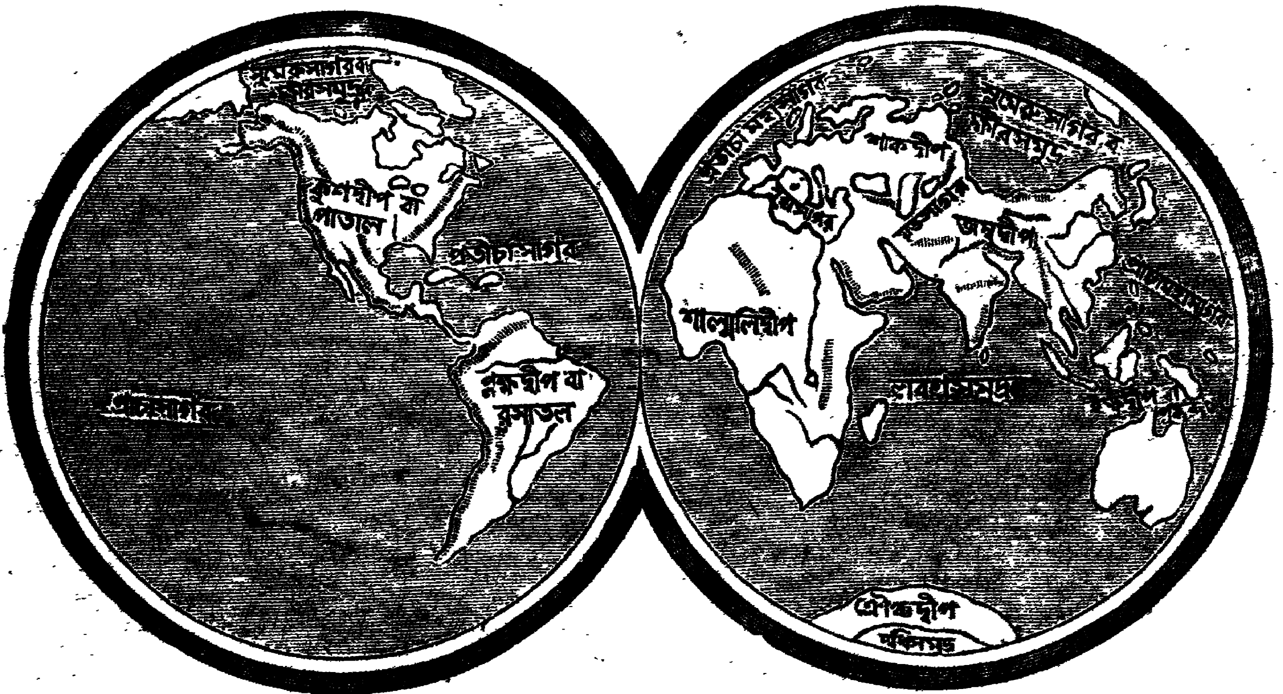
ঠিক পদতলবর্ত্তী পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠের নাম পাতাল। সুতরাং প্রাচীন আর্য্য নিবাসের পক্ষে উত্তর আমেরিকাই পাতাল। বিষ্ণু পুরাণে ইহাকে কুশ-দ্বীপ বলা হইয়াছে। আর দক্ষিণ আমেরিকাকে হিন্দুরা প্লক্ষ মহাদ্বীপ বলিতেন এবং রসাতলও বলিতেন। পাতাল শব্দ উভয় আমেরিকার প্রতিই প্রয়োগ হইত। ইহার অস্তিত্ব আর্য্যগণ যে অতি প্রাচীনকাল হইতে জানিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে এবং বিষ্ণু পুরাণে পাওয়া যায়। রাবণের পুত্র মহীরাবণের পাতালে রাজত্ব ছিল। তাহা বোধ হয় মেক্সিকো দেশে। বিষ্ণুপদনিঃসৃত জল যাহা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে পড়িয়াছিল, তাহাদ্বারা পাতালে ভোগবতী গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ভোগবতী তীরে দৈত্যরাজ বলী আটক ছিলেন। অনেক বাঙ্গালী পণ্ডিত অনুমান করেন যে, দক্ষিণ আমেরিকার আমেজন নদীই সেই ভোগবতী গঙ্গা। কেননা আমেরিকায় উত্তর বাহিনী আর কোন বৃহৎ নদী নাই। আর পেরু দেশে উক্ত নদী তীরে বলী রাজা আটক ছিলেন। কেননা য়ুরোপীয় অধিকারের পূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকা মধ্যে একমাত্র পেরু দেশই কতক সভ্য হইয়াছিল। সাইবিরিয়ার কামস-কেট্‌কা প্রায়দ্বীপ এবং উত্তর আমেরিকার আলেস্কা অতি নিকটবর্ত্তী উভয়ের মধ্যে ব্যারিং নামক যে প্রণালী আছে শীতকালে কঠিন বরফে তাহা আচ্ছন্ন হয়। সেই সময়ে স্কুইমো জাতি সাইবিরিয়া হইতে আলেস্কায় যাতায়াত করিত এবং এখনও তদ্রূপ করে। য়ুরোপের দিনামার জাতি জলপথে আইসলাণ্ড ও গ্রীনলাণ্ডে যাইত। সুতরাং আমেরিকা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। স্পেনের রাণী ইসাবেলার ব্যয়ে কলম্বস্ কর্ত্তৃক জাহাজে আমেরিকায় যাতায়াতের পথ আবিস্কৃত হওয়াতেই য়ুরোপীয়েরা আমেরিকায় রীতিমত যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া য়ুরোপীয়েরা তথায় উন্নত দেশ

সমূহ স্থাপন করিয়াছে। তাহাতেই আমেরিকার আধুনিক গৌরব প্রচুর হইয়াছে। ইহার প্রাচীন অবস্থার বিশেষ কোন গৌরব নাই।

ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ।

লবণ সমুদ্র ও দক্ষিণ মহাসাগর মধ্যে এই মহাদ্বীপ অবস্থিত। ইহা নিরক্ষ বৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত। এজন্য এখানে দক্ষিণায়ণ কালে গ্রীষ্ম হয় এবং উত্তরায়ণ কালে শীত হয়। এখানকার অন্য কোন বৃত্তান্ত জানা যায় না। ইহার উপকূলে শঙ্খ শম্বুকাদির প্রাচুর্য্য জন্য তথায় বক পক্ষী অনেক থাকে। তাহাতেই ইহার ক্রৌঞ্চদ্বীপ নাম হইয়াছে।

ভূগোল সমাপ্ত।



পৃথিবীর মানচিত্র। ৪২(ক)

ক্ষীর সমুদ্র
সুমেরু পর্ব্বত
ইলাবৃত বর্ষ বা মহাচীন
কৈলাস পর্ব্বত
হেমকূট পর্ব্বত
রম্যক বর্ষ বা হূন দেশ
শাক দ্বীপ
পারস্য দেশ
চীন
হিমালয়
ভারত বর্ষ
বিন্ধ্য গিরি
লঙ্কা দ্বীপ
লবণ সমুদ্র
প্রাচ্য মহাসাগর
জাপান

জম্বুদ্বীপের মানচিত্র। ৪২(খ)

ভারতবর্ষের মানচিত্র। ৩২(গ)

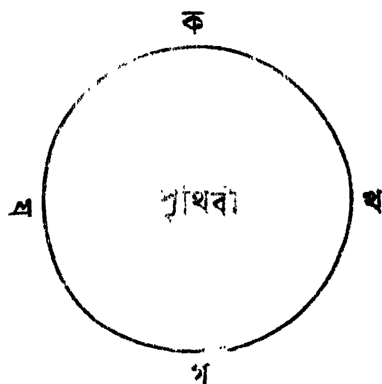
প্রাচীন খগোল বৃত্তান্ত।

১। বর্ত্তুলাকার পৃথিবী অনন্ত আকাশে চিরস্থির ভাবে অবস্থিত আছে।

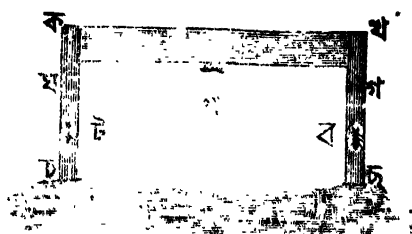
বৌদ্ধ রাজত্ব কালে পালি ভাষাই রাজভাষা এবং সর্ব্ব সাহিত্যের আধার হইয়াছিল। সেই সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা প্রায় ছিল না। তজ্জন্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছিল। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি যে সমস্ত গ্রন্থ ব্রাহ্মণেরা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারও প্রকৃত অর্থ অনেক স্থলেই ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল। সংস্কৃত এবং অন্যান্য অনেক ভাষাতেই একই শব্দের নানা প্রকার বিভিন্ন অর্থ হয়। তাদৃশ শব্দের স্থান ভেদে উপযুক্ত অর্থ না বুঝিলেই বাক্যের প্রকৃত অর্থ ব্যত্যয় হইয়া থাকে। যেমন নাগ- ন+গম্+ড= নগ শব্দের অর্থ। চিরস্থির বস্তু যথা স্থির বায়ু, ধ্রুবনক্ষত্র, বৃক্ষ এবং পর্ব্বত। তৎ-সম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থকেই নাগ বলা যায় যথা আকাশ, বা স্থির × বায়ু পার্ব্বত্য লোক, হস্তী এবং মহাসর্প। পৃথিবী অনন্ত নাগের উপর অবস্থিত, এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ পৃথিবী অসীম আকাশের উপর অবস্থিত। বিষ্ণু অনন্ত নাগের উপর শয়ান আছেন এই বাক্যেও অসীম আকাশে বিরাজিত আছেন বুঝিতে হইবে। উলুপী নাগ কন্যা বলিলে তিনি নাগ উপাধিধারী পার্ব্বত্য লোকের কন্যা বুঝিতে হইবে। ঈদৃশ স্থলে নাগ শব্দে সর্প অর্থ করিলেই দূষ্য হয়। পার্ব্বতী পর্ব্বতরাজ কন্যা তিনি পার্ব্বত্য দেশীয় রাজকন্যা বুঝিতে হইবে। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের কন্যা অর্থ করিলে তাহা দূষ্য হয়। যেমন মৈথিলী মিথিলা দেশীয়া কন্যা; পাঞ্চালী পঞ্চাল দেশীয়া কন্যা; মাদ্রী মদ্রদেশীয়া কন্যা; গান্ধারী গান্ধার দেশীয়া কন্যা; তদ্রূপ পার্ব্বতী পার্ব্বত্য দেশীয়া কন্যা। বিকৃত অর্থ সংশোধন জন্য মহাকবি কালিদাস "কুমার সম্ভব" কাব্যে লিখিয়াছেন যে, "হিমালয়ের স্থাবর জঙ্গম দুইটি মূর্ত্তি আছে। সেই জঙ্গম মূর্ত্তিধারী হিমালয়ের রাজধানী ওষধি প্রস্থ পত্নী মেনকা এবং কন্যা উমা"। এই অর্থেও পার্ব্বতী যে পার্ব্বত্য দেশীয়া রাজকন্যা পাকতঃ তাহাই বলা হইয়াছে।

সেইরূপ "পৃথিবী অনন্ত নাগের উপর আছে" এই কথার প্রকৃত অর্থ এই যে পৃথিবী অনন্ত আকাশের উপরে আছে।

২। পৃথিবী পৃষ্ঠের সকল স্থান হইতেই উপরে আকাশ এবং নীচে মাটী দৃষ্ট হয় সুতরাং পৃথিবীর উপরিস্থিত প্রাণীগণ যে কেহ যেখানে থাকে সেই আপনাকে পৃথিবীর উপরিস্থ মনে করে। বাস্তবিক পৃথিবীর কোন উপর নীচ নাই। উপর নীচজ্ঞান কেবল প্রাণীগণের স্বকপোল কল্পিত মাত্র। পিপীলিকা, জোঁকগণ বেগে দৌড়িয়া দালানের দেওয়াল ও খুঁটিতে গমনাগমন করে তাহারা কিছুই ধরিয়া থাকে না অথচ পড়িয়া যায় না। কেননা তাহারা যাহার উপর নির্ভর করে, তাহাই তাহাদের নিম্নদিক্ আর যে দিক তাহাদের মাথা সেই দিকই তাহাদের ঊর্দ্ধদিক।



পার্শ্ববর্ত্তী মানচিত্রে ক, খ, গ, ঘ প্রত্যেকেই দেখিতেছে যে, তাহার পদতলে ভূমি মস্তকোপরি আকাশ। সুতরাং তাহারা প্রত্যেকেই বিবেচনা করিতেছে যে, আমি পৃথিবীর উপরিভাগে আছি। আর আমার পদবর্ত্তী দিকই নিম্ন দিক্।



এই পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতীয় চিত্রে কখগঘ একটা কাঠ কচ ও খছ দুইটী খুঁটির উপর উচ্চে লম্বিত আছে। ট নামক পিপীলিকা ঘচ খুঁটিতে উঠিতেছে; ব নামক পিপীলিকা গছ খুঁটিতে উঠিতেছে; প নামক পিপীলিকা কখগঘ কাঠের নিম্নতল দিয়া যাতায়াত করিতেছে। তাহারা কিছুই ধরিয়া নাই অথচ পড়িয়া যায় না। তস্মাৎ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বা অপর কোন আকর্ষণ শক্তি নাই।

৩। এই চিরস্থির পৃথিবীকে যে যে নক্ষত্র রীতিমত প্রদক্ষিণ করে তাহাদিগকে গ্রহ বলে। গ্রহ মোট নয়টি যথা (১) রবি অর্থাৎ সূর্য্য (২) সোম অর্থাৎ চন্দ্র (৩) মঙ্গল (৪) বুধ (৫) বৃহস্পতি (৬) শুক্র (৭) শনি (৮) রাহু কেতু (৯) ধূমকেতু।

প্রথম সাতটি গ্রহের প্রত্যেকটি দ্বারা এক এক দিনের বারবেলা সংঘটিত হয় একজন্য সেই সাতটি নক্ষত্রের নামানুসারে সাপ্তাহিক বার গণনা হয়। যেমন রবিবার, সোমবার মঙ্গলবার ইত্যাদি। রাহু কেতু ও ধূমকেতুর পথ পৃথিবীর পরিধির সমান্তরালবর্ত্তী নহে। যে সকল বৃত্তের একই কেন্দ্র অথচ ব্যাস সমান নহে তাহাদিগকে সমান্তরাল বৃত্ত বলা যায়। এইজন্য ইহাদের নামিক বার হয় না।

৪। সূর্য্য তাম্রের ন্যায় রক্তিম বর্ণ এবং জ্যোতির্ম্ময় সমন্বিত। অন্য কোন গ্রহের জ্যোতিঃ এবং তেজঃ নাই। অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রগুলিকে আমরা যে কতক উজ্জ্বল দেখি সে কেবল আহৃত সৌর তেজের বিকাশ মাত্র।

৫। দিবাভাগেও নক্ষত্র সমূহ আকাশে থাকে বটে কিন্তু প্রচণ্ড সৌর তেজের প্রভাবে তাহারা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কোন কারণে সূর্য্য কিরণের ম্লানি হইলে ঐ সকল নক্ষত্র দিবা ভাগেও দৃষ্ট হয়

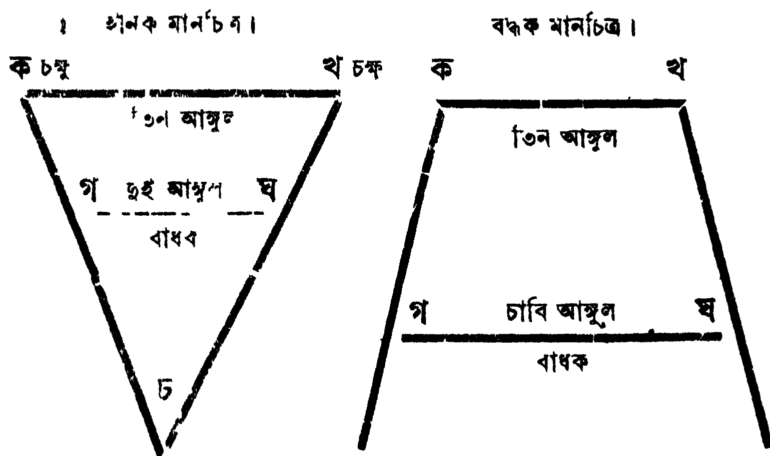
৬। চন্দ্র নিজে তেজস্মান নহে। কিন্তু উহা শ্বেতবর্ণ এবং অমৃতধারায় সমাচ্ছন্ন। সেই অমৃত জলের উপর সৌর কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় চন্দ্র অপর গ্রহ অপেক্ষা উজ্জ্বল দেখায় এবং সেই আলোক পৃথিবীর উপর প্রতিফলিত হয়। কোন কোন দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ম্লান সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বেও চন্দ্রমণ্ডল ম্লানভাবে আকাশে প্রকাশ হয় ঘোর মেঘের সময়ে কখন কখন চন্দ্রও নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় সূর্য্য গ্রহণে সর্ব্বগ্রাস বা অধিকাংশ গ্রাস হইলে যখন সৌর কর নিতান্ত কম হয় তখনও ঐরূপ চন্দ্র নক্ষত্রাদি দৃষ্টিগোচর হয়।

৭। কেতুগ্রহ কৃষ্ণবর্ণ হেতু কৃষ্ণবর্ণ আকাশের সঙ্গে মিশিয়া থাকে। সেইজন্য তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সেই কেতুগ্রহ যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকে তখন সূর্য্যের আলোক চন্দ্রের উপর পড়িতে পারে না। চন্দ্রের যে অংশ কেতুর অন্তরালে পড়ে সেই অংশ মলিন দেখা যায়, তাহাতেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্রের উপর কেতুগ্রহের যে ছায়া পড়ে তাহারই নাম রাহু। যদিও রাহু এবং কেতু

পুরাণে দুইটি পৃথক্ গ্রহরূপে বর্ণিত আছে তথাপি জ্যোতিশ্‌শাস্ত্রমতে কেতুই একমাত্র গ্রহ, রাহু তাহার ছায়া মাত্র। পুরাণেও রাহু এবং কেতু একই দৈত্যের বিচ্ছিন্ন দেহাংশ বলিয়া উভয়ের একত্ব পাকতঃ স্বীকৃত হইয়াছে

৮। সেই কেতুগ্রহ যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয় তখন পার্থিব প্রাণিগণ কেতুর অন্তরালবর্ত্তী সূর্য্যাংশ দেখিতে পায় না। ইহারই নাম সূর্য্য গ্রহণ। যদিও কেতুগ্রহ সূর্য্যাপেক্ষা অনেক ছোট তথাচ কেতু অল্প দূরবর্ত্তী হেতু বৃহত্তর সূর্য্যগোলক অদৃশ্য করিতে পারে। কেননা দুই চক্ষুর মণির মধ্যে তিন অঙ্গুলি ব্যবধান আছে। সেই তিন অঙ্গুলি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর পদার্থ দৃষ্টিবাধক হইলে ক্রমে তাহার বাধা ক্ষুদ্র হইতে থাকে অবশেষে কিছুই থাকে না। পক্ষান্তরে যদি দৃষ্টি বাধাকর বিস্তৃতি তিন আঙ্গুল অপেক্ষা বেশী হয় তবে ক্রমেই বাধা ব্যাপক হয়।

মানচিত্র।



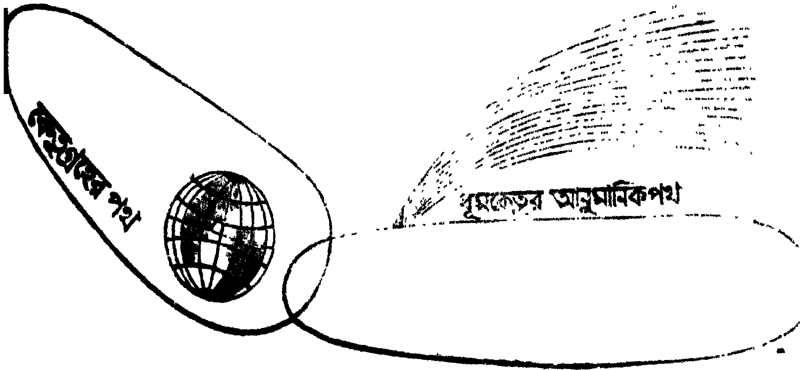
ক ও খ দর্শকের চক্ষুর মণি। তাহাদের ব্যবধান তিন অঙ্গুলি। হীনক মানচিত্রে বাধক গ ঘ রেখার দৈর্ঘ্য ২ অঙ্গুলি এখানে দৃষ্টি বাধা ক্রমেই কম হইবে। চকার নামক স্থানে গিয়া বাধা শেষ হইবে। চকার অপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থানে হীনক বাধক দ্বারা দর্শনের কোন বাধা হইবে না।

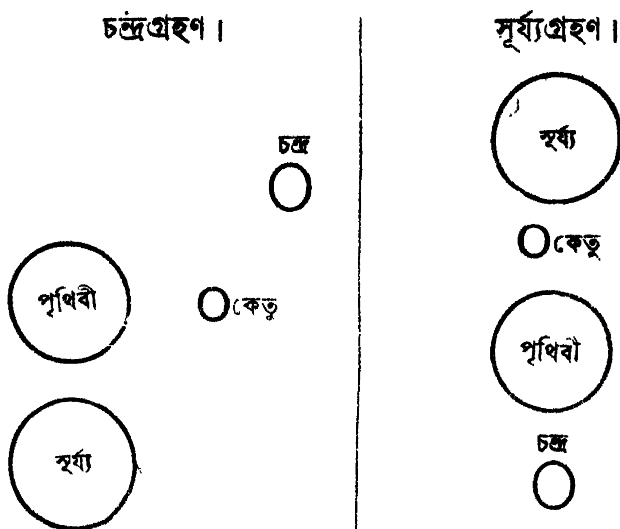
বর্দ্ধক মানচিত্রে বাধক গ ঘ রেখার দীর্ঘতা চারি অঙ্গুলি সুতরাং ক খ অপেক্ষা বড়। ঈদৃশ স্থলে বাধার ব্যাপকতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। কেতুগ্রহ তিন

অঙ্গুল অপেক্ষা অনেক বড়। সুতরাং ক্ষুদ্র কেতুগ্রহ বহু দূরস্থ সূর্য্যমণ্ডলকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য করিতে পারে। এইজন্য সূর্য্যগ্রহণে সর্ব্বগ্রাসও হইতে পারে।

৯। ধূমকেতু আর একটি অসমাপ্তরাল গ্রহ। ইহার অগ্রাংশ নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল আর লাঙ্গুলের ন্যায় বিলম্বিত অধিকাংশ নীলবর্ণ অনুজ্জ্বল। ইহার গতি পথের অল্প অংশ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী। ধূমকেতুর গতি পথের অধিকাংশই পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তজ্জন্য কোন জ্যোতির্বিদ ধূমকেতু গ্রহের সম্পূর্ণ পথ নির্ণয় করিতে পারেন নাই কাজেই ধূমকেতু কোন্ বৎসর কোন্ সময় দৃষ্ট হইবে, তাহা কেহ নিশ্চয় করিতে পারেন না। অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস এই যে, ধূমকেতু দেখা দিলে অবশ্যই কোনরূপ অমঙ্গল হয়। ধূমকেতু কেবল একটি মাত্র কিংবা বহুল তাহাও ঠিক বলা যায় না। বিভিন্ন বৎসরে যে ধূমকেতু দেখা যায় তাহারা একই ধূমকেতু অথবা বিভিন্ন ধূমকেতু তাহাও কেহ ঠিক বলিতে পারে না। এক বৎসরে দৃষ্ট ধূমকেতু অন্য বৎসরের ধূমকেতু হইতে কিছু কিছু বিভিন্ন আকার দেখা যায়। সাধারণতঃ ১৯ বৎসরে একবার ধূমকেতু দৃষ্ট হয়।

মানচিত্র।





জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা কেতুগ্রহের গতি পথ নিরূপণ করিয়াছেন। তজ্জন্য সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় গণনা করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। কিন্তু ধূমকেতুর পথ অনিশ্চিত জন্য তাহার আবির্ভাব ঠিক গণনা করা যায় না। উপরে ধূমকেতুর গতি পথের যে চিত্র অঙ্কিত হইল তাহা দ্বারা কেবল এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে ধূমকেতুর পথের কতক পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী অবশিষ্ট দূরবর্ত্তী। সেই দূরবর্ত্তী স্থানে যতদিন থাকে ততদিন ধূমকেতু দৃষ্ট হয় না।

স্যর আইয়াক নিউটন নামক একজন ইংরেজ পণ্ডিত কল্পনা করিয়াছেন যে (১) সূর্য্য স্থির আছে (২) পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করে (৩) চন্দ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে (৪) পৃথিবী যখন ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থলে উপস্থিত হয় তখন চন্দ্রগ্রহণ হয় (৫) চন্দ্র যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হয় তখনই সূর্য্যগ্রহণ হয় (৬) সমস্ত জড় পদার্থে মাধ্যাকর্ষণ নামে একটি আকর্ষণ আছে (৭) সেই আকর্ষণ শক্তি দ্বারাই গ্রহগণ পরিচালিত হয়। নিউটনের এই সকল কল্পনাই এখন য়ুরোপীয় সমাজে মান্য হইতেছে। ইংরেজি বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে নিউটনের প্রকল্প এদেশেও প্রচারিত হইয়াছে।

এই সকল প্রকল্প যে নিউটন সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাও নহে।

নিউটনের জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্ত ঈদৃশ প্রকল্প আংশিক অনুমান করিয়া ভারতবর্ষে হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। গালিলিও নামক একজন ইটালী দেশীয় পণ্ডিত পৃথিবীর গতিশীলতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়া নিউটনের একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিউটন একটি সুযোগ পাইয়াছিলেন যাহা তাঁহার পূর্ব্বগত পণ্ডিতদের ভাগ্যে ঘোটে নাই। নিউটনের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ য়ুরোপ খণ্ডে কতকগুলি নূতন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যেমন (১) মার্টিন লুথর খৃষ্টানধর্ম্মের এক নূতন শাখা বাহির করিলেন (২) কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন (৩) কেবরাল ও বাস্কো ডা গামা সমুদ্র পথে আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার করিলেন (৪) ফরাসী রাজবিপ্লবে সমস্ত পুরাতন রীতি নীতি খণ্ডিত হইয়া নূতন নূতন কাজের বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত হইল। এই সমুদায় দৃষ্টে য়ুরোপীয় লোকের মতি গতি নূতন কথা নূতন কাজের প্রতি আগ্রহান্বিত হইল। সেই হুজুগের সময়ে নিউটন বৃক্ষ হইতে একটি ফল মাটিতে পড়িতে দেখিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানে গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি সুদীর্ঘ চিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিলেন যে পৃথিবীর এমন একটি আকর্ষণ আছে যাহা দ্বারা পৃথিবী সমস্ত বস্তুকে নিজ কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করে। তজ্জন্যই এই ফল বায়ুভেদ করিয়া মাটিতে পড়িয়াছে। মাটি কঠিন পদার্থ, ফল মাটিকে ভেদ করিতে পারে নাই তজ্জন্য মাটির উপর পড়িয়া স্থির আছে। তাঁহার সেই সিদ্ধান্ত তিনি অন্যান্য লোকের নিকট ব্যক্ত করিলে সাময়িক হুজুগে অনেক লোকে তাঁহার সেই নূতন প্রকল্প সমর্থন করিল। তাহাতেই নিউটনের নব কল্পনার হুজুগ বাড়িয়া গেল। তিনি সেই কল্পনার আবেগে প্রায় সকল বিষয়েই এক এক নূতন প্রকল্প বাহির করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন হুজুগে তাহার প্রায় সমস্ত সিদ্ধান্তই য়ুরোপে সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রাহ্য হইয়াছিল। তাঁহার মতাবলী সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধ। ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান সূত্র এই যে "খণ্ডনাভাবে বর্ত্তমান সিদ্ধঃ" অর্থাৎ আমরা যাহা বর্ত্তমান কালে দেখিতেছি শুনিতেছি অথবা অপর ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করিতেছি, তাহা যাবৎ উত্তম প্রমাণের দ্বারা খণ্ডিত না হয় তাবৎ তাহাই সত্য এবং শুদ্ধ জ্ঞান করিতে হইবে। কেননা ইন্দ্রিয়গুলিই আমাদের যাবতীয় জ্ঞানলাভের উপায়। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে

আমরা যদি অসিদ্ধ জ্ঞান করি তবে আমরা কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি অভ্রান্ত নহে। তাহাতে যে ভ্রম হয় তাহা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে। তথাপি যাবৎ বিশিষ্টরূপে খণ্ডিত না হয় তাবৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকেই সর্ব্বথা বিশুদ্ধ সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। নিউটনের প্রকল্প সমূহ প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানের বিরুদ্ধ। অথচ সেই সমস্ত প্রকল্প সমর্থনের জন্য নিউটন্ এবং তাঁহার অনুগামীগণ যে সমস্ত যুক্তি অবতারণা করেন তাহার একটীও প্রকৃষ্ট নহে। সুতরাং তাঁহার প্রকল্পগুলি অগ্রাহ্য। ঐরূপ জাতীয় লোকেই নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রকে অতি পবিত্র এবং অভ্রান্ত বলিয়া থাকে। নিউটনের প্রকল্প সমূহ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ সুতরাং অগ্রাহ্য এবং অবিশ্বস্য। যদি সাময়িক হুজুগে নিউটনের মতাবলী য়ুরোপে সমাদৃত না হইত, তবে গালিলিওর ন্যায় তাঁহারও প্রাণদণ্ড হইত কিন্তু ইহা দ্বারা এমন অনুমান করা যায় না যে নিউটন নির্ব্বোধ মূর্খ বা পাগল ছিলেন। যিনি সর্ব্বধর্ম্মবিরুদ্ধ নিজ সিদ্ধান্তগুলি জনসমাজে সমাদৃত এবং বহু শতাব্দী বিশ্বস্য করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কিনা মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম হইতে পারে। বিশেষতঃ হুজুগের প্রাবল্যে এরূপ ভ্রম সর্ব্বদাই হইয়া থাকে তাহার দুইটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এইরূপ প্রাচীন ভূগোল সম্বন্ধে আর্য্যদিগের যাহা জ্ঞান ছিল তাহা বিকৃত হইয়া নানা কাল্পনিক ও অযৌক্তিক মত প্রচার হইয়া থাকে এবং অনেক-স্থলে এক্ষণে বোধগম্য হইবার কোনও উপায় নাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের বহু নৈতিক অবনতি হইয়াছে। আমরা আমাদের পূর্ব্বকার স্বাধীন চিন্তা হারাইয়াছি। এক্ষণে পাশ্চাত্যদেশে কোন নূতন হুজুগ উঠিলে তাহারা নিজে যত বিশ্বাস করুক বা না করুক আমরা তাহা অভ্রান্তরূপে মানিয়া লই। এক্ষণে আমাদের দেশে তথ্যানুসন্ধান ও মৌলিক গবেষণা অপেক্ষা হুজুগপ্রিয়তা অধিক বর্ত্তমান। হুজুগের প্রাবল্যে সর্ব্বদাই নানা ভ্রম হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে দু'একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বলিতেছি।

প্রথম দৃষ্টান্ত।

আমার কুটুম্ব ৺মহেশচন্দ্র লাহিড়ী হুগলিতে কলেক্টরীর পেস্কার ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র লাহিড়ী গবর্ণমেণ্টের নিমক মহালের দেওয়ান ছিলেন, পরে তিনি ধুবড়ী জেলায় গৌরীপুরের রাজার দেওয়ানী করিতেন। হুগলিতে তাঁহাদের বাসা ছিল। পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস ছিল। ইংরেজী ১৮৭২ সালে তাঁহারা হুগলী জেলায় শ্রীরামপুরে বাড়ী করিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে এখনও তাঁহাদের পরিবারগণ বাস করিতেছে। ইং ১৮৭৮ সালে আমি জেলা কানপুরে ওকালতী করিতাম; হুগলি নৈহাটী দিয়া আমার যাতায়াতের পথ ছিল। ১৮৭৮ সালের কার্ত্তিক মাসে আমি হুগলিতে তাঁহাদের বাসায় উঠিয়া একটি ভোজ দিয়াছিলাম; তাহার উদ্‌যোগ কালে আমি বলিলাম যে, লঙ্কা মরীচের সম্ভার না দিলে মাছ মাংস কদাচ সুস্বাদ হয় না। জলপাইগুড়ীতে এবং কানপুরে কলিকাতা অঞ্চলের বাবুরা আমার বাসায় নিমন্ত্রণ খাইয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে "তোমার বাসায় মাছের ঝোল এবং মুড়ী ঘণ্ট যেমন সুস্বাদ হয় তেমন আমাদের বাসায় হয় না"। আমিও কলিকাতার লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া দেখিয়াছি যে তাঁহাদের তৈয়ারী মাছ মাংস প্রায় সুখাদ্য হয় না। কিন্তু শুনিয়াছি যে পেঁয়াজ দিলে দোষ কমিয়া যায়। আমি পেঁয়াজ খাই না। সুতরাং সেই উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করিতে পারি নাই। মুসলমানদের নিকট আমি শুনিয়াছি যে পেঁয়াজ দিলে লঙ্কা মরীচের সম্ভার না দিলেও বেশ সুস্বাদ হইতে পারে।

লাহিড়ী মহাশয়েরা স্বীকার করিলেন যে, লঙ্কা মরিচ অথবা পেঁয়াজ না দিলে মাছ মাংস সুখাদ্য হয় না। কিন্তু লঙ্কা মরীচের ঝাল কলিকাতা অঞ্চলের লোকে একবারেই সহ্য করিতে পারে না। তদুত্তরে আমি কহিলাম যে, প্রত্যেক স্থানের জলবায়ু অনুসারে তথাকার খাদ্য ও পরিচ্ছদ নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং তাহাই হওয়া উচিত। পূর্ব্ববঙ্গের জল অতিশয় শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। এজন্য জলদোষ কাটাইবার নিমিত্তে তথাকার খাদ্য সমস্ত শোষক গুণ বশিষ্ট। তথায় মুগুরীর ডাইল খায়, গাঁজা খায় এবং সমস্ত তরকারী মধ্যে লঙ্কা মরীচ বাঁটিয়া দেয়। সেই বাঁটা লঙ্কার তেজে তরকারী খুব ঝাল হয় আমরাও তাহা খাইতে পারি না। পক্ষান্তরে রাঢ় দেশের জলবায়ু শুষ্ক এবং অতিশয় রুক্ষ। এজন্য তথায় জল দেওয়া ভাত, কাঁচা

মাষকলাই ডাইল, পুঁইশাক এবং প্রচুর অম্ল উত্তম খাদ্য। তথায় গাঁজা এবং লঙ্কা মরীচ অখাদ্য। রাঢ় দেশীয় খাদ্য পূর্ব্ববঙ্গে খাইলে সর্দি, জ্বর, শোথ, বাত, গলগণ্ড, পোতা ফোলা রোগ হয়। আবার রাঢ় দেশে পূর্ব্ববঙ্গের খাদ্য সেবনে রক্ত আমাশয় ব্যারাম হয়। আমার বাড়ী পাবনা জেলায় বাঙ্গালা দেশের ঠিক কেন্দ্র স্থলে, আমরা সমস্ত বাঙ্গালা দেশের খবরই রাখি সকল ভাগের রীতি নীতি খাদ্যই কিয়ৎ পরিমাণে পাবনা অঞ্চলে আছে অথচ কোনটারই খুব বেশী বাড়াবাড়ি নাই। আমরা জানি যে সম্ভারে যে লঙ্কা মরীচ দেওয়া হয় তাহাতে বেশী ঝাল হয় না অথচ ব্যঞ্জন সুস্বাদু সুস্বাদ হয়। আমি অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে লঙ্কা মরীচ দেওয়া হইয়াছে বলিলেই কলিকাতাই বাবুর মুখে ঝাল ধরে অথচ তাহা না বলিলে না জানিলে ঝাল ধরে না।

আমার কথা শুনিয়া লাহিড়ীদ্বয় কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না বরং কুপিত হইলেন এবং আমার প্রতি দোষারোপ করিলেন। আমি বলিলাম যে প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে কোন তর্ক চলে না। আপনারা কিছু প্রকাশ করিবেন না। আমি এই ভোজেই আমার কথা প্রমাণ করিতেছি। মাছের ব্যঞ্জন পাঁচটী পাক করা হইল। তন্মধ্যে দুইটিতে লঙ্কা মরীচের সংস্পর্শ থাকিল না। নিমন্ত্রিত ১৩ জন ভদ্রলোক আহারে বসিলেন। তন্মধ্যে পাঁচজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ চারিজন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ আর চারিজন কায়স্থ। তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত পদস্থ লোক। যে যে ব্যঞ্জনে লঙ্কা মরীচের সম্ভার দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইতে পোড়া মরীচের খোসাগুলি তুলিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া জলে ধুইয়া তাহাই লঙ্কাশূন্য ব্যঞ্জনের উপরে দিয়া প্রথম পরিবেশন করা হইল। নিমন্ত্রিত বাবুরা তাহা যৎকিঞ্চিৎ মুখে দিয়াই বকিতে লাগিলেন "বাঙ্গাল মেরেছে গো মেরেছে, আমার মাথার চাঁদি হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত জ্বলিতেছে।" কেহ বলিলেন, আমার মুখ, বুক, পেট জ্বলিতেছে, নাক চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, ইত্যাদি। তখন মহেশ লাহিড়ী মহাশয় বাহিরে ক্রুদ্ধ ভাব দেখাইয়া বলিলেন যে, "আমি আগেই বলেছিলাম যে ঐ সব লঙ্কাযুক্ত ব্যঞ্জন এদেশী লোকে খাইতে পারিবে না অনর্থক তাই দিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগকে কষ্ট দেওয়া হইল। এখন বিনা লঙ্কার ব্যঞ্জন আন।" তখন প্রকৃত লঙ্কা সম্ভারের ব্যঞ্জন সকলকে দেওয়া হইল। তাহা খাইয়া সকলেই খুব প্রশংসা করিলেন। তখন শম্ভু লাহিড়ী পেন্টালুনের পকেট হইতে একখানা ছুরি বাহির করিয়া বিদ্রূপ

করিয়া কহিলেন, "তোমাদের জিভ আন আমি কাটিয়া দেই। তোমরা যে ব্যঞ্জন অতিমাত্র ঝাল বলিয়া চীৎকার করিতেছিলে তাহাতে লঙ্কা মরীচ সংস্পর্শ হয় নাই। শুধু তোমাদিগকে ঠকাইবার জন্য বাগান তাহার উপরে কয়েকটা লঙ্কার খোসা দিয়া আনিয়াছিল মাত্র। আর যেগুলি তোমরা খুব প্রশংসা করিলে তাহাতেই লঙ্কা দিয়া সম্ভার দেওয়া হইয়াছে।" তখন সকলেই একান্ত অপ্রস্তুত হইলেন। তাহার পর সেই দুই ব্যঞ্জন যাহা অতি ঝাল বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় দেওয়া হইল। তখন কিন্তু তাহার ঝালে কাহারও মুখ পুড়িল না। ভোক্তাগণ মধ্যে একজন পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত সবজজ ছিলেন তিনি তখন স্বীকার করিলেন যে দীর্ঘকালের পরিপুষ্ট কুসংস্কার দ্বারা এরূপ ভ্রম হইতে পারে।

এই পরীক্ষার গল্প আমি অনেকের নিকট বলিয়াছি। ৺জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের জামাতা গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় জলপাইগুড়িতে মুন্‌সেফ ছিলেন। তিনি এই গল্প শুনিয়া প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। পরে পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মিষ্টর এ, সি, মিত্র সেই গল্প শুনিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে কুসংস্কার দ্বারা নানারূপ ভ্রম জন্মিতে পারে। চীনা লোকের কুকুরপিঠা ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। চীনা লোকেরা কটা কুকুরকে ভাত খাওয়াইয়া বাঁধিয়া রাখে। এক ঘণ্টা পর সেই কুকুরকে হত্যা করিয়া তাহার পেট চিরিয়া ভুঁড়ীর মধ্য হইতে সেই অর্দ্ধজীর্ণ ভাত বাহির করিয়া খায়। ইহারই নাম কুকুরপিঠা। ইহা চীনাদের মুখে অতীব সুখাদ্য দ্রব্য। অথচ অন্য লোকে তাহা কিছুমাত্র সুখাদ্য জ্ঞান করে না বরং ঘৃণা করে। আমাদের দেশে অন্ধকার মধ্যে লোকে যেসকল ভূত দেখে তাহাও এইরূপ পরিপুষ্ট কুসংস্কারসম্ভূত।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় মাড়গাঁ একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এ গ্রামের অধিকাংশ লোকই বৈষ্ণবধর্ম্মী। সেই গ্রামে খড়দহনিবাসী নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তান এক গোস্বামীর সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। গোসাঁইজী চামর হাতে করিয়া নাচিতে নাচিতে গাইতেছিলেন—

"সকল কাবল ভুষি ভুষি তাকা বল" অমনি পাছদোহার হইতে ভক্ত

বৈরাগীগণ বাদ্য বাজাইয়া "ভূমি ভাকা বল" বলিয়া রাগিণী ধরিতেছিল; শ্রোতৃগণ, ভক্তিতে বিভোর। কেহবা ভক্তির আতিশয্যে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছিল, কেহবা গলবস্ত্রে প্রণাম করিতেছিল। সমস্ত লোক ভক্তির স্রোতে ভাসিতেছিল। গোসাঁই ঠাকুর মহোৎসাহে ঐ গান আবৃত্তি করিতেছিলেন।

মাড়গাঁর অনতিদূরে বিষ্ণুপুর গ্রামে একটি ক্ষুদ্র ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। তাহাতে বনমালা সান্যাল মাষ্টার এবং কালীচরণ মুখটি পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারাও সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। তাঁহারা গানের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পার্শ্ববর্ত্তী শ্রোতাদিগকে অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কহিল এটা মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের গান ইহা সামান্য লোকে বুঝিতে পারেনা। যাহার হরিপদে একান্ত ভক্তি থাকে কেবল সেইমাত্র ইহা বুঝিতে পারে। উভয় শিক্ষকই শাক্ত ছিলেন, তাঁহাদের হরিপদে প্রগাঢ় ভক্তি ছিলনা। তাঁহারা কাজেই গানটির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে ইচ্ছুক হইলেন। শিক্ষকেরা ঠেলাঠেলি করিয়া বহু কষ্টে গোসাঁইর পুস্তকের নিকট গিয়া দেখিলেন যে তাহাতে "সকল কারণ তুমি তুমি অকারণ" এই কথা লেখা আছে। তাঁহারা গোসাঁইর ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। গোসাঁই নিজ মূর্খতা ছাপাইতে চেষ্টা করিল। অন্যান্য লোক আসিয়া দেখিল শিক্ষকেরা যাহা পড়িয়াছেন পুস্তকে তাহাই ঠিক আছে। তখন গোসাঁইর উপর লোকের ভক্তি চটিয়া গেল সঙ্কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া গেল। "সং দিগের কীর্ত্তন তাহার নাম সঙ্কীর্ত্তন" এই বলিয়া ঠাট্টা করিতে করিতে শিক্ষকদ্বয় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মাধ্যাকর্ষণ খণ্ডন।

পৃথিবীর বা অন্য কোন জড় পদার্থের মাধ্যাকর্ষণ নাই। ভারীত্ব জড় পদার্থের নৈসর্গিক গুণ। সেই গুণে ভারী বস্তু পাতলা বস্তুর নীচে যায়। বৃক্ষ হইতে যে ফল পড়িতে দেখিয়া নিউটন পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি অনুমান করিয়াছিলেন, ফলের ভারীত্বই সেই পতনের কারণ বটে। যদি আকর্ষণ শক্তি দ্বারা উত্থান পতন হইত, তবে পাতলা বস্তুও আকৃষ্ট হইয়া নীচে যাইত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না। বাষ্প বায়ু অপেক্ষা পাতলা জন্য বায়ুর উপরে উঠে, শোলা জলের তলে ছাড়িয়া দিলেও উপরে উঠে অথচ পাথর জলের উপরে রাখিলেও

নীচে যায়। কোন ব্যক্তি নিঃশ্বাস পেটে ভরিয়া জলে ডুব দিলে শরীর ভাসিয়া উঠে অথচ প্রশ্বাস ফেলিয়া ডুব দিলে শরীর ডুবিতে থাকে। বায়ু নির্ষ্যান যন্ত্রদ্বারা কোন ঢোলক বায়ুশূন্য করিয়া তাহার মধ্যে এক টুকরা শোলা এবং এক টুকরা লোহা ফেলিয়া দিলে উভয়েই সমানে পড়িতে থাকে। ইহা দেখিয়াও যাহারা মাধ্যাকর্ষণ স্বীকার করে তাহাদিগকে পাগল ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না।

পৃথিবীর গতি নিরসন।

আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে সূর্য্য পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিতেছে এবং সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রেও পৃথিবী স্থির এবং সূর্য্য গতিশীল বলিয়া বর্ণিত আছে। সুতরাং যাবৎ তাহা উত্তমরূপে খণ্ডিত না হয় তাবৎ 'বর্ত্তমান সিদ্ধঃ' এই সূত্র অনুসারে তাহাই স্বীকৃত হইবে। আমি শত শত শিক্ষিতাভিমানী লোকসহ তর্ক করিয়াছি তাহারা কেহই বিন্দুমাত্র প্রমাণ পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে দিতে পারে না। অন্যান্য ব্যক্তির নাম করা অনাবশ্যক। কেবল দুই জনের নাম বলিলেই যথেষ্ট হইবে (১) স্কট সাহেব (২) S. C. বাগছি।

ইং ১৮৭৯ অব্দে আমি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ইন্‌জিনিয়ারিং বিভাগে পড়িতাম তখন স্কট্ সাহেব গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মৌখিক তর্কে পৃথিবীর গতিশীলতা প্রমাণ করিতে না পারিয়া যন্ত্রদ্বারা প্রমাণ করিবেন বলিলেন এবং কোন ছুটির দিনে তাঁহার বাসায় যাইতে বলিলেন। তদনুসারে আমি এক রবিবারে ছুটিতে তাঁহার বাসায় গেলে তিনি একটা গ্লোব একটা থিওডোলাইট এবং আর একটা যন্ত্র যাহার নাম আমি জানিতে পারি নাই তাহা লইয়া আমার নিকট পৃথিবীর গতি প্রমাণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশ মতে থিওডোলাইট দিয়া দৃষ্টি করিলে প্রথমতঃ পৃথিবীর গতি থাকা কতক সম্ভব বোধ হইল। তখন আমি সেই যন্ত্রের দর্পণের নিকট দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিলাম। তাহাতে বোধ হইল যেন দৃশ্য বস্তুগুলি নড়িতেছে অথচ আমি যে মাথা নাড়িতেছি তাহা বোধগম্য হয় না। আমি স্কট সাহেবকে তাহা দেখাইয়া বলিলাম যে "এই যন্ত্র ভ্রমজনক সুতরাং ইহার উপর নির্ভর করা যায় না। দৃষ্টিশক্তি কেবল চক্ষুরই আছে, কোন যন্ত্রেরই দৃষ্টিশক্তি নাই। চক্ষু না

থাকিলে কোন যন্ত্র দ্বারা কিছুই দেখা যায় না। যন্ত্র সকল দৃষ্টির ভ্রম জন্মাইতে পারে বটে কিন্তু কোন ভ্রম শোধন করিতে পারে না। কাল চশমা দিয়া দেখিলে সমস্ত দৃশ্য বস্তু কাল বর্ণ দেখায়। ঐরূপ লাল, সবুজে, পীতবর্ণের চশমায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পদার্থগুলিকে চশমার সদৃশ বর্ণ দেখায়। অনুবীক্ষণে ক্ষুদ্র বস্তুকে বৃহৎ দেখায়, দূরবীক্ষণে দূরবর্ত্তী বস্তুকে নিকটে দেখায় ফলতঃ এ পর্য্যন্ত যত যন্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে তাহা দ্বারা কেবল দৃষ্টির ভ্রমই উৎপন্ন হয়। সাধারণ দৃষ্টিতেও অনেক ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু চক্ষের ভ্রম সংশোধন করিতে পারে এমন কোন যন্ত্র এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। স্কট সাহেব নিজে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার যন্ত্রের দোষ হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

সাহেবেরা হাত পা নাচাইয়া যাহা বলে এদেশীয় ছাত্রেরা তাহাই অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহাই মুখস্থ করে। ইংরেজের ভুল যে এ দেশীয় লোকে ধরিতে পারে ইংরেজেরা তাহা বিশ্বাস করেন না। স্কট সাহেব আমার আপত্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়া বলিলেন যে "আমি এ বিষয়ে আরো কিছু চিন্তা করিয়া দেখি, তুমি আগামী রবিবারে আসিও।" তাহার পর দুই রবিবারে সাহেবের কুঠীতে গিয়াছিলাম। তাহাতে 'অবসর নাই' বলিয়া সাহেব আমাকে বিদায় করিয়াছিলেন। অবশেষে ১২৭৮ সালের জন্মাষ্টমীর ছুটির দিন স্কট সাহেবের কুঠীতে গেলে সাহেব আমার সহ সাক্ষাৎ করিলেন না; তাঁহার চাপরাসী আসিয়া আমাকে বলিল যে "তুমি সর্ব্বদা আসিয়া সাহেবকে বিরক্ত কর, তাহাতে সাহেবের কাজের হানি হয়। অতএব তুমি আর আসিও না।" আমি বুঝিলাম যে সাহেব পৃথিবীর গতি থাকা প্রমাণ করিতে পারিবেন না অথচ আমার নিকট তাহা স্বীকার করিতে তাঁহার লজ্জা হয়। সেই জন্যই এই উপায় করিয়াছেন। তদবধি আমি আর যাই নাই।

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বাগছি এদেশে বি, এ, পাশ করিয়া বিলাতে গিয়াছিলেন এবং প্রশংসিতরূপে এল, এল, ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন গবর্ণমেণ্টের লা-কলেজের প্রিন্‌সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। ইং ১৯০৯ সনে তাঁহার সহ আমার তর্ক হইয়াছিল। তিনি মৌখিক তর্ক দ্বারা পৃথিবীর গতি প্রমাণ করিতে না পারিয়া যন্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে যন্ত্রের দোষ বুঝাইলাম। দুইদিন পরে আমি তাঁহার বাসায় গেলে তিনি স্বীকার করিলেন যে "যে সকল তর্ক

ও যন্ত্র দ্বারা য়ুরোপীয়েরা পৃথিবীর গতি প্রমাণ করেন তাহা বিশুদ্ধ নহে। আমাদের য়ুরোপ ভক্তি এখন এত বেশী হইয়াছে যে আমরা ইংরেজের কাছে যাহা শুনি যাহা পড়ি অমনি তাহাই বিশ্বাস করি। বাস্তবিক পৃথিবীর গতির কোন প্রমাণ নাই।" আমি কহিলাম (১) কোন কঠিন ক্ষেত্রের উপর বর্ত্তুল বস্তু রাখিয়া কোন একদিকে বেগ দিলে তবে সেই বর্ত্তুল আবর্ত্তন করিতে করিতে চলে, কঠিন ক্ষেত্র উপরে স্থাপিত না হইলে কোন বস্তুই আপনা আপনি আবর্ত্তন করে না। পৃথিবী শূন্যের উপর বিরাজিত আছে। সুতরাং তাহার আবর্ত্তন অসম্ভব। (২) পৃথিবী যদি পূর্ব্ব মুখে আবর্ত্তন করিত তবে পৃথিবী বেষ্টনকারী বায়ু অতিবেগে পশ্চিম মুখে ঝড়ের মত প্রবাহিত হইত। অথচ তাহা হয় না। সুতরাং পৃথিবীর আবর্ত্তন সম্বন্ধীয় অনুমান মিথ্যা। নিউটন যখন পৃথিবীর গতি কল্পনা করিলেন, তখন দেখিলেন যে তাহা হইলে দিবারাত্রি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। একটি মিথ্যা প্রকল্প স্থাপন করিতে হইলে, তাহার খুৎ ঢাকিবার জন্য আর কতকগুলি মিথ্যা অবস্থাপন করিতে হয়। সেইজন্যই নিউটন পৃথিবীর আবর্ত্তন কল্পনা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহার প্রমাণ কিছুমাত্র দিতে পারেন নাই। (৩) যদি পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিত তবে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ সম্ভব হইত না। (৪) আর চন্দ্রমণ্ডল সেই দ্রুত গচ্ছতা পৃথিবীর পাছে পাছে দৌড়িয়া প্রতিদিন তাহাকে পরিবেষ্টন করিতে পারিত না (৫) সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবীসহ ধ্রুব নক্ষত্রের যে সম্বন্ধ পৃথিবীর গতি থাকিলে তাহাও ঠিক থাকিত না।

অতএব পৃথিবীর গতিশীলতা সম্বন্ধীয় নিউটনের মতাবলী সমস্তই মিথ্যা। সেই মিথ্যা প্রকল্প সমর্থন জন্য আধুনিক য়ুরোপীয়েরা যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করেন, নিউটনের জীবদ্দশায় সেই সব যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই এবং তাহা বিদ্যমান ছিল না। এখন সেই সকল যন্ত্র নূতন উদ্‌ভাবিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাদ্বারা যাহা দেখা যায় তাহা প্রকৃত কিনা তাহাও প্রমাণ হয় না। সেই হেতু বর্ত্তমান সিদ্ধঃ" এই সূত্রানুসারে বুঝিতে হইবে যে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য্যই তাহাকে প্রদক্ষিণ করে।

সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ।

চন্দ্র, সূর্য্য এবং পৃথিবী নির্দ্দিষ্ট পথে চলে। তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া কদাচ দৌড়াইয়া বেড়াইতে পারে না। চিরকালই অমাবস্যা তিথিতে সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। সেই তিথিতে পৃথিবীর যে পৃষ্ঠে সূর্য্য থাকে চন্দ্র ঠিক তাহার বিপরীত পৃষ্ঠে থাকে। সুতরাং চন্দ্র মধ্যস্থলে আসিয়া পৃথিবী হইতে সূর্য্য দর্শনের বাধক হইতে পারে না। চন্দ্রের গতি নির্দ্দিষ্ট থাকায় তাহা দুই তিন ঘণ্টার জন্য দৌড়াইয়া আসিয়া মধ্যস্থলে অন্তরাল করিয়া আবার পূর্ব্ব স্থানে সরিয়া যাইতে পারে না। পার্শ্ববর্ত্তী মাত্র চিত্র দ্রষ্টব্য।

অমাবস্যা—সূর্য্যগ্রহণ।



অধিকন্তু চন্দ্র শ্বেতবর্ণ। আর আমরা সূর্য্যগ্রহণে যে দৃষ্টি বাধক দেখি তাহা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতবর্ণ বস্তু অদৃশ্য হইতে পারে। কিন্তু কোন ক্রমেই কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতে পারে না।

অতএব ইহা অখণ্ডনীয়রূপে নিশ্চয় হইতেছে যে সূর্য্যগ্রহণে যে দৃষ্টি বাধক আমরা দেখিতে পাই তাহা চন্দ্র নহে। তাহা অন্য কোন গ্রহ। সেই গ্রহই কেতু কেননা কেতু ভিন্ন কৃষ্ণবর্ণ গ্রহ আর নাই।

নিউটনের সমকালীন হুজুগে তৎকালীন মূর্খ য়ুরোপীয়েরা যেমন বাইবলের কেচ্ছা বিশ্বাস করিত তেমনি নিউটনের অসঙ্গত প্রকল্পও বিশ্বাস করিয়াছিল। লোকে একবার যাহা ধরে তাহা সহজে ত্যাগ করে না। সেই জন্যই য়ুরোপীয় সমাজে নিউটনের প্রকল্প এখনও চলিতেছে। আমার কথায় অহংকারী য়ুরোপীয়েরা কদাচ নিউটনের ভ্রম স্বীকার করিবে না। কিন্তু কোন য়ুরোপীয় আপত্তি উত্থাপন করিলেই নিউটনের প্রকল্প অগ্রাহ্য হইবে। দুইজন জর্ম্মান পণ্ডিত ইদানীং বলিয়াছেন যে মাধ্যাকর্ষণ নাই এবং পৃথিবী স্থির সূর্য্যই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে। সেই সিদ্ধান্ত কতক লোকে

সমর্থন করিতেছিল। ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান চর্চা স্থগিত হইয়াছে। নতুবা নিউটনের প্রলাপ এতদিন বাতিল হইত। আমি আশা করি যে, আমাদের দেশীয় বিজ্ঞ লোকেরাও এবিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

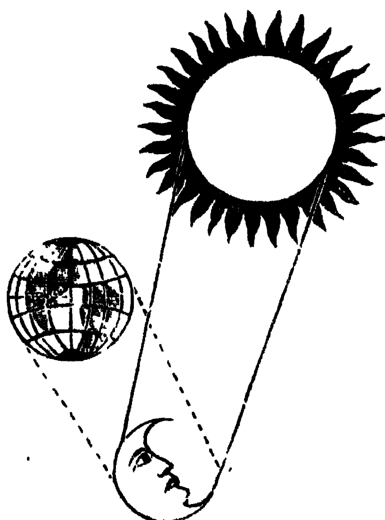
ইংরেজী শিক্ষিত অধ্যাপকেরা বলেন যে চন্দ্র নিজ নির্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে যে দিন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় সে দিন তাহার সূর্য্যাভিমুখ পৃষ্ঠে সূর্য্যের আলোক পড়ে তাহা আমরা দেখিতে পাই না। চন্দ্রের যে পৃষ্ঠ পৃথিবীর অভিমুখে থাকে তাহে সৌরকিরণ পড়িতে পারে না। তাহাই আমরা কৃষ্ণবর্ণ দেখি এবং তাহারই বাধকতায় সূর্য্যগ্রহণ হয়। আমি বলিলাম যে "যদি চন্দ্রের অনুজ্জ্বল পৃষ্ঠই দৃষ্টি রোধক হইয়া সূর্য্যগ্রহণ ঘটায় তবে তাহা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দেখায় কেন? শ্বেতবর্ণ বস্তু কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণবর্ণরূপে দৃষ্ট হইতে পারে না। বিশেষতঃ সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস প্রায় ঘটে না। আমি সুদীর্ঘ জীবন কালে কখন সূর্য্যের সম্পূর্ণ গ্রাস কদাচ দেখি নাই। সাধারণতঃ যে আংশিক গ্রাস হয় তাহাতে সৌর আলোকের আভাস বক্রভাবে চন্দ্রের উপর পড়িয়া থাকে এবং অবশ্যই পড়িবে। তাদৃশ বক্র আলোকেও চন্দ্র শ্বেতবর্ণ দেখাইবে কদাচ কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে না। অধ্যাপকেরা সে আপত্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়া বলিলেন যে চন্দ্র যে শ্বেতবর্ণ তাহার প্রমাণ কি? চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় একটি প্রকাণ্ড গ্রহ। তাহাতে যে কলঙ্ক দেখা যায় উহা চন্দ্রের স্থল ভাগ। তাহা সবুজবর্ণ আর যে ভাগ জলময় তাহার উপর সূর্য্যের আলোক পড়িয়া উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ দেখায় বটে। বস্তুতঃ তাহাও সম্পূর্ণ সাদা নহে। যখন চন্দ্রের পৃষ্ঠে সূর্য্যের আলো না পড়ে তখন তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে। যখন য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ সূর্য্যের বাধককে চন্দ্র বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন এবং সেই নির্দ্ধারণক্রমে গণনা করিয়া চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণের সময় নিরূপণ করেন; তখন তাহা যে সত্য তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করা যায় না। আমি বলিলাম যে গ্রহণের দিন নিরূপণ যে আধুনিক য়ুরোপীয়েরাই নূতন করিতেছে তাহা নহে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং গ্রীক ও রোমকেরা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বাবধি গণনা করিতেছে তাহারা নিউটনের নব্য প্রকল্প স্বীকার করিত না অথচ তাহাদের গণনাও ঠিক হইত। সুতরাং সেই গণনা দৃষ্টে নব্য বিলাতী গণনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা

যায় না। প্রাচীন সমস্ত সভ্য জাতিই গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির গতি দৃষ্টে সময়ের শুভ অশুভ গণনা করিতেন এবং অনেক সময়েই তাহা ঠিক হইত। তখন সেই সকল শাস্ত্র একবারেই অগ্রাহ্য করিতে পারি না। আর স্পষ্ট দৃশ্যমান শ্বেতবর্ণ চন্দ্রমণ্ডলকে সবুজ বা কালবর্ণ বলিতেও আমি সম্মত নহি।

ইংরেজী স্কুল কলেজের ছাত্রেরা প্রায় সকলেই পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করিতে পারিলেই কৃতকৃত্য হয়। পঠদ্দশা শেষ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা আর অধীত বিষয়ে কোন চিন্তা করে না। এইজন্য আমাদের দেশীয় ছাত্রেরা পাঠ্যাবস্থায় যত কেন প্রশংসিত না হউক, ভাবী জীবনে কোন উদ্ভাবিকা শক্তি প্রকাশ করিতে পারেনা। আমি অনুরোধ করি যে, আমাদের দেশীয় মনস্বী লোকেরা স্বাধীন চিন্তা দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়ম উদ্ভাবন, নিরুপণ এবং পরিচালন করিতে চেষ্টা এবং অভ্যাস করুন। ইতি—

পূর্ণিমা রাত্রি—চন্দ্রগ্রহণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চন্দ্র তেজোময় নহে। চন্দ্র কেবল সৌরতেজে তেজস্বান দেখায়। প্রায় প্রতি রাত্রেই পৃথিবীর অন্তরাল হেতু সৌররশ্মি চন্দ্রে পড়িবার বাধা হয়। তাতেই শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে গ্রহণ বলা হয় না। কেবল পূর্ণিমা তারিখের রাত্রিতে চন্দ্র. সূর্য্য এবং পৃথিবী এরূপ ভাবে অবস্থিতি করে যে সৌর-তেজ চন্দ্রের সম্পূর্ণ এক পৃষ্ঠায় পড়িতে কোন বাধা হয় না। সেই জন্যই সেই রাত্রিতে সমস্ত রাত্রি চন্দ্রের এক সম্পূর্ণ এক পৃষ্ঠ লোকে দেখিতে পায়। (পার্শ্বস্থ



মানচিত্র দেখ) অথচ পূর্ণিমার রাত্রিতেই চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। সুতরাং গ্রহণ-

কালে চন্দ্রের উপর যে ছায়া দেখা যায় তাহা নিশ্চয়ই পৃথিবীর ছায়া নহে। উহা কেতুগ্রহের ছায়া। কলেজের অধ্যাপকেরা বলেন যে চন্দ্রগ্রহণের দিন পৃথিবী ও চন্দ্রের গতির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। সেই ব্যতিক্রম হেতু চন্দ্রের উপর যে ছায়া পড়ে তাহাকেই গ্রহণ বলে। অন্যান্য দিবস পৃথিবীর যে ছায়া চন্দ্রে পড়ে তাহাকে গ্রহণ বলে না। অথচ কোন অধ্যাপক কোন প্রমাণ দিতে পারেন না যে গ্রহণের দিন গ্রহগণের গতি ব্যতিক্রম ঘটে। গ্রহগণের গতি পথ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং গতির পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট আছে। গ্রহণের দিন যে সেই নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া কোন গ্রহ যে দৌড়াইয়া অন্যত্র যাইবে এবং দুই তিন ঘণ্টা পরে আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিবে তাহা সর্ব্বথা অসম্ভব।

উল্কাপাত সম্বন্ধে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন যে কোন মহাদুর্ঘটনা হইলেই উল্কাপাত হয়। আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা পার্থিব ঘটনাবলীসহ আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রের কোন সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। অথচ উল্কাপাতের কোন কারণ তাঁহারা নিরূপণ করিতে পারেন নাই। ইং ১৮৮৬ সনে যে দিন ইংরেজেরা ব্রহ্মদেশের পুরাতন রাজপাট নিঃশেষ করিয়াছিলেন সে দিবস সমস্ত রাত্রি অসংখ্য নক্ষত্রপাত হইয়াছিল। সুতরাং পার্থিব ঘটনাসহ যে গ্রহনক্ষত্রাদির সম্বন্ধ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের ফলিত জ্যোতিষ মতে বিশুদ্ধরূপে গণনা করিতে পারিলে যে অনেক গুপ্ত ভাবী ঘটনা জানা যায় তাহা অস্বীকার করা যায় না। ফলতঃ য়ুরোপের বৈষয়িক উন্নতি দৃষ্টে সকল বিষয়েই বিলাতী কথা অভ্রান্ত জ্ঞান করা সঙ্গত নহে। যিনি যত কেন বিদ্বান বুদ্ধিমান এবং সদাশয় না হউন, কেহই অভ্রান্ত বা নির্দ্দোষ নহেন। অতএব বিলাতী সিদ্ধান্ত শ্রুতিমাত্রই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে কণ্ঠস্থ না করিয়া, তাহা নিজে চিন্তা করত সত্যাসত্য নির্ণয় করা উচিত। তাহা হইলেই প্রকৃত বিদ্যা হইবে এবং আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রাদির প্রতি অপেক্ষাকৃত ভক্তি হইবে।
